Approved as a Text Book in Bengali for Matriculation Examination of the Calcutta University. Also Approved as a Text Book in Bengali for Classes VII and VIII of East Bengal and Classes IV & III of West Bengal by the Director of Public Instruction, Bengal. *Vide the Calcutta Gazette, Part IC, 23. 7. 1919. and 19.11.19.*

মেঘনাদবধ-কাব্যে

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি,
কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

Calcutta :

S. C. SANIAL & CO.,

BOOK-SELLERS, PRINTERS, PUBLISHERS AND STATIONERS

31/2, First Floor, College Street Market.

1921.

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

PUBLISHED BY
DURGA MOHAN SANIAL
AND
KALI MOHAN SANIAL
TRADING AS
MESSRS. S. C. SANIAL & CO.
CALCUTTA.

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কর্ষিত কাব্য-ভূমির অলৌকিক কন্যা-রত্ন,

পবিত্রতার আদর্শ-স্বরূপিণী,

রামৈকপ্রাণা,

সীতাদেবীর নামে জয় উচ্চারণ করিয়া,

আমি

মধুসূদনের সীতা ও সরমা চিত্রের

এই ব্যাখ্যা ও সমালোচন

বঙ্গের কুল-নারীদিগের উদ্দেশে

উৎসর্গ করিলাম।

"করুণস্য মূর্ত্তিরিব"—(উত্তররামচরিতম্)

মেঘনাদবধ-কাব্যে

সীতা ও সরমা

সীতা একদিকে যেমন বসুন্ধরার অযোনি-সম্ভবা কন্যারত্ন, অন্যদিকে তেমনই কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব মানসীসৃষ্টি। রামায়ণের পুরুষ-চরিত্রগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, কাব্য-জগতে তদ্রূপ চরিত্র কল্পনার অতীত নাও হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে কল্পনা সীতাকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না। রামায়ণ-কাব্যে তিনি মানবী-রূপে বর্ণিতা হইলেও, লোকহৃদয়ে তিনি দেবী-রূপেই প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা। কবি-কল্পনায় আদর্শ-নারীজনোচিত গুণগুলি যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে,

সীতা-চরিত্রে সে সমস্তই তত উচ্চে,—বুঝি-বা ততোধিক উচ্চে উঠিয়াছে। মনে হয় যেন, ঐ সকল গুণগুলির সমষ্টি করিয়া নারীর আকারে কবিগুরু মানবের চক্ষে ধরিয়াছেন!

এমন-যে বাল্মীকির সীতা, মেঘনাদবধ-কাব্যে কবিকে সেই সীতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া নহে,—কবিত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে;—কাব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই, তাঁহাকে সীতা-চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। যে সীতার প্রেম-প্রবাহ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাধা না মানিয়া, পঞ্চবটী-বনে পরম পবিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছিল; পরে, ধূর্ত্ত মায়াবী রাবণের মায়া-কৌশলে যে সীতার প্রেম-প্রবাহে পর্ব্বতসম বাধা সমুপস্থিত; যে সীতার উদ্ধারের জন্য বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয় কিষ্কিন্ধ্যার বানরের সহিত সখ্য করিয়া, বানরের সহায়তায় অলঙ্ঘ্য সাগর বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন এবং লঙ্কার প্রবল-প্রতাপান্বিত রাবণ-রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—তখনও যে সীতা অশোক-বনে রাম-বিরহে নিরন্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা;—সে সীতাকে উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধ-বর্ণনায় কাব্য হয় না; তাহা হইলে আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত!

সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোক-বনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই অশোক-বনেই সীতা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোক-বনে লোক-নয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত একাকিনী সীতার যে দীর্ঘ-কালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানর-সেনার সহায়তায় রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কা-যুদ্ধ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। এই অশোক-বনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সীতা আজ যশস্বিনী,—রাম-লক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্বিনী। এই অশোক-বনেই রাবণের কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা। এই অনল যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার পক্ষে, পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবেই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্র-ভূমি। তাই বলিতেছিলাম যে, অশোক-বনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধ-কাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে:—নিতান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায়-রেখায়, বর্ণে-বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের ঘটনা অবলম্বনে যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতা-চরিত্র চিত্রণ করিতে যে-কোন উৎকৃষ্ট

কবিকেই চিন্তাকুল হইতে হয়। মধুসূদনও চিন্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্য-কলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদ-বধের চতুর্থ সর্গারম্ভে যে সুন্দর বাল্মীকি-বন্দনা আছে, তাহা কাব্যের একটা প্রথা রক্ষার জন্য অসাধারণ বন্দনা নহে ;—তাহা সীতা-চরিত্র-চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারম্ভে সরস্বতীবন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ;—পরে আর কোন সর্গারম্ভেই বন্দনা নাই ; —গ্রন্থমধ্যে কেবলমাত্র অশোক-বন নামক এই চতুর্থ সর্গের আরম্ভে কবি শঙ্কিত-হৃদয়ে বাল্মীকি-বন্দনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গুরুত্ব-ব্যঞ্জক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—

"তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"—

তখন তিনি "দীন", "দূর" ও "তীর্থ" এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনাশেষে বলিয়াছেন—"কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।" কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন-না, কবি অশোকবনে

সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন লোকে দুর্গানাম করে; দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন লোকে দ্বারদেশে নমস্কার করে; তেমনই অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে কবির এই বন্দনা, এই কৃপা-প্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পূর্ব্বে কবি আর একটু কাব্য-কলা-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেকে ম্রিয়মাণ লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব। অশোক-বনের চিত্র উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন;—দেখাইয়াছেন—

> "ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,—
> সুবর্ণদীপমালিনী—রাজেন্দ্রাণী যথা
> রত্নহারা;"—

গৃহে গৃহে আলোক-মালা, গৃহে গৃহে আনন্দ-ধ্বনি, এবং সর্ব্বত্র বিজয়াশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই কবি অশোক-বনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিলেন;—যেখানে আলোক

নাই, আশা নাই, আনন্দ-ধ্বনি নাই,—সেই আঁধার ও নীরব অশোক-বনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) যেমন চিত্র-কলার, তেমনি কাব্য-কলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন—

> "একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে
> কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে,
> নীরবে"—

তখন পাঠকের মনে সেই অশোক-কাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে কবি অশোক-কাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া দিয়াছে; পবন রহিয়া-রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে;—পক্ষীকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে;—প্রবাহিণী উচ্চ বীচি-রবে সীতার শোক-বার্ত্তা বহন করিতেছে;—সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোক-বনের চিত্রে সীতা-হৃদয়ের দুঃখচ্ছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া তুলে।

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাত্র-পাত্রীদের প্রতি

কখনও নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হন, আবার কখনও-বা সহৃদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ অবস্থায় নির্দ্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্ অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্য-কলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া সীতা এই অশোক-বনে রাবণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লঙ্কাযুদ্ধ অবসানপ্রায়। বীরযোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া, আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে, লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে—করিতে রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন;—

"কি কুক্ষণে * * *
পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে!"

রাবণের চক্ষে সীতা এখন "পাবকশিখারূপিণী!" এখানে রূপের "রূপিণী" নহে,—রূপকের "রূপিণী";—পাবক-শিখা-স্বরূপিণী—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা! যাহার গৃহ-দাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে যে চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন! "আনিনু" বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। লোকের গৃহে আগুন লাগে;

দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকুও নাই;—দৈবাৎ নহে;—তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন! এখন রাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। এখন আর রাবণ-কর্ত্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্য-কলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উৎপীড়ন না হইতেছে, এমন নহে; —সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই; কারণ লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা। এদিকে সীতার মনের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীর-পুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী! লক্ষ্মণ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন! ইহাতে দুর্ভাগিণী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদ;—তারপরেও, স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ শোক-তপ্ত ও নিরাশ হৃদয়ে সান্ত্বনা-বারি সেচন করিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন।—

"দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরবনে।"

সান্ত্বনায় প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়-আঁধার অশোক-বনে ক্ষণেকের জন্য একটা শান্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন ;—

"একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন !"

ভীষণ আঁধার, যেন প্রেত-পুরের ন্যায় ! ভীষণ নীরবতা, —জন-প্রাণী নাই,—সীতা একাকিনী ! এমন সময়ে,— সান্ত্বনার এই সুন্দর অবসরে—

"সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে !"

সমবেদনা ও সান্ত্বনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, চক্ষে অশ্রুভার এবং হস্তে সিন্দূর লইয়া "পা দুখানি" পূজা করিতে আসিয়াছেন। অশ্রুর সহিত অশ্রু,—ইহাই ত প্রকৃত সমবেদনা ; আর, সতী নারীর এমন বিপদে সিন্দুরই ত সুন্দর সান্ত্বনা। তাই, সরমা সমবেদনা ও সান্ত্বনার এই দুইটি উপাদান লইয়া আসিয়াছেন ! সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরে এই দুইটী দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য ;—

সমবেদনায় অশ্রুমোচন করে, সীতার পক্ষে লঙ্কায় আর কে আছে? এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া এমন বিপদের দিনে মনে আশা জাগাইয়া দেয়, এমনই বা আর কে আছে? "অনুমতি" লইয়া সরমা সযত্নে সীতার সীমন্তে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া "পদধূলি" লইলেন! রেখায়-রেখায় সীতার দেবী-ভাব পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে! তারপর, যখন পদধূলি লইয়া সরমা বলিলেন—

"ক্ষম লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু;"—

তখন বোধ হইল, যেন অধম মানবী দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে!

"এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে;"

সরমা সীতার পদতলে বসিলেন;—পার্শ্বে নহে, "পদতলে"! সীতার দেবী-ভাব ফুটাইবার জন্য কবির কি যত্ন! কিন্তু ইহাতেও কবির মনস্তৃপ্তি হইল না;—তাই কবি উপমা দিয়া বলিয়া উঠিলেন;—

"আহা মরি, স্বর্ণ দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজ্জলি
দশ দিশ!"

এতক্ষণ রেখায়-রেখায়, বর্ণে-বর্ণে যে দেবী-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই উপমা-দ্বারা যেন সেই চিত্রে finishing touch দেওয়া হইল! হিন্দুর হৃদয়ে দেবী-ভাব ফুটাইতে এ তুলনার আর তুলনা নাই। তুলসী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপ্রাঙ্গনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেও হয়; আর তুলসী-মূলে দীপ-দান, হিন্দুগৃহের প্রাত্যহিক সান্ধ্য উৎসব;—কারণ, তুলসী "দেবী", তুলসী "বিষ্ণু প্রিয়া"।

স্নবর্ণ-প্রদীপের সহিত উপমায় সরমার রাজৈশ্বর্য্য ও উজ্জ্বল রূপ সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে। সেই সুবর্ণ-প্রদীপ আজ তুলসীর মূলে জ্বলিয়া সার্থক হইল। ধনীর গৃহে সুবর্ণ-প্রদীপ থাকে, কিন্তু তাহা সংসারের কোন কাজেই লাগান হয় না;—রন্ধন-গৃহে নয়, শয়ন-গৃহে নয়, বৈঠক-খানাতেও নয়;—সে সোনার প্রদীপ কাজে লাগে কেবল দেব-দেবীর পীঠ-তলে; আর তাহাতেই সেই সুবর্ণ-প্রদীপের সার্থকতা। আজ সরমাও সেইরূপ সীতার পদতলে বসিয়া সার্থক হইলেন। রূপ ও ঐশ্বর্য্যকে পবিত্রতার পদতলে বসাইয়া পবিত্রতার মাহাত্ম্য যেন চিত্রিত করা হইল! এই একটি উপমায় কবি সীতাকে কত উচ্চ আসনে বসাইলেন! অশোক-বনে সীতা পাঠকের চক্ষে যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

তারপর, যখন সরমার অনুরোধে সীতা তাঁহার

হরণ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি বলিতেছেন ;—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী ;"—

হিন্দুর মনে গঙ্গার পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ, তাহা না বলিলেও চলে। সেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান "গোমুখী" এবং সেই জন্যই উহা এক পবিত্র তীর্থস্থান। এমন পবিত্র তীর্থ গোমুখী-গুহার সহিত সীতা-মুখের এবং ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ স্বরে তন্নিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র বারি-ধারার সহিত সীতা-কথিত স্বীয় পূর্ব্বকথা-পরম্পরার উপমায়, সীতা ও তাঁহার জীবন-কাহিনীর পবিত্রতা চরমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখন দেখুন, হিন্দুর দুইটি মহা পবিত্র পদার্থের সহিত উপমা দিয়া, কবি কেমন সহজে ও সুন্দররূপে সীতার ও তৎকথিত কাহিনীর পবিত্রতার ভাব হিন্দু পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন ;—তুলসী ও গঙ্গার বারি-ধারা ! ঐ দুইটী পদার্থই হিন্দুর মনে পবিত্রতা-ভাবের Symbols স্বরূপ। সরমা প্রথমে সেই তুলসী-মূলে সুবর্ণ-প্রদীপ-রূপে সার্থক হইয়াছেন ;—এখন আবার গঙ্গার পবিত্র বারি-ধারা পান করিয়া মন-প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। দুইটি মাত্র উপমায় সীতার পবিত্রতার

ছবি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাব্য-কলার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।)

তারপর, কবি সীতার পঞ্চবটীবাসের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশে বড়ই সুমধুর ও সুন্দর। আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের রীতিই এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই তাহাতে প্রসন্নতা বিরাজ করে। তাই সীতা বলিতেছেন ;—

"দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার ?"

রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ হইয়াও, তিনি এই দাম্পত্য-প্রেমের প্রভাবেই পূর্ব্বের রাজসুখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে ;—ক্রমে এই বনবাসের সুখের তুলনায় পূর্ব্বের রাজসুখ তাহার কাছে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে কুটীরের চারিদিকে নিত্য প্রস্ফুটিত ফুলকুল ; প্রভাতে কোকিলের পঞ্চম-স্বরে জাগরণ ; কুটীরদ্বারে শিখীসহ সুখিনী শিখিনীর নর্ত্তন ; করভ, করভী, মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলাহারী অতিথি !—নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশ-সজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অঙ্গ-সজ্জা করিতেন, তখন রাম তাঁহাকে বন-দেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষণ করিতেন ! রামের পক্ষে ইহা কৌতুক-

সম্ভাষণ হইতে পারে; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই "বন-দেবী";—রাজরাণী কোথায় ইহার কাছে লাগে! বনবাসের এই সুখের কথা শুনিতে-শুনিতে, সরমার মত, পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে;—

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজসুখে।"

এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য-প্রেমিকতার সঙ্গে তাঁহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। মধুসূদন যেন তাহারই সার-সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভবভূতির সীতার ও কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া মিলাইয়া, বনবাসিনী-সীতা-চিত্রের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র পৃষ্ঠায় শান্ত ও মধুর-রসের এমন একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোক-বন-বাসিনী সীতার মুখে তাঁহারই পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রুজল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়;

করুণরসের নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মধুর রসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায় ;—অশোক-বনে সীতার মুখে তাঁহার পঞ্চবটী-বাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে।

পঞ্চবটীর এই সুখ-শান্তির কথা বলিতে-বলিতে, যেই রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছ্বাস সেই সুখের কথাটিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।—

"সাজিতাম ফুলসাজে, হাসিতেন প্রভু,
বন-দেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।"—

বলিয়াই, সীতার শোকতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ;—

"হায় সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"

তখন, সরমার সান্ত্বনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতে-বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল,—

"শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপ আমিও, রূপসি,
নানা কথা !"—

অমনি শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ;—

"এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—

এই বলিয়া সীতা নীরব হইলেন ; পরে সরমার সান্ত্বনায় আবার পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে ! এরূপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে এবং সরমা সীতার কাছে আসিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য ; কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোক-বনে সীতা ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মূর্ত্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সান্ত্বনার মূর্ত্তি ধরিয়া, পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে হইলেই

সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়ে ;—শোক ও সান্ত্বনা একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে ! মেঘনাদবধ-কাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্ত্তি এবং ইহার চিত্রণে তাঁহার কাব্যকলার অসাধারণ স্ফূর্ত্তি !

সীতা-হৃদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন ;—

সীতাকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন ;—

"নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"

"দুষ্ট" হইলেও, রাবণ এ দোষে দোষী নহেন। সুতরাং সীতা রাবণের প্রতি আরোপিত এই দোষের ক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি।
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু।"

রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (charity), মধুসূদনের কীর্ত্তি।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে রাম ধাবমান হইয়া দূরবনে গিয়া পড়িয়াছেন ;—কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্মণ। সীতা সহসা দূরাগত আর্ত্তনাদ শুনিলেন ;—

"কোথারে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?"—

সীতা বিচলিত হইয়া, লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ-রামের বাহুবল অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সঙ্কুল বিজন-বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা লক্ষ্মণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমাদের কুণ্ঠা হয়। মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘকাল লঙ্কার অশোক-বনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল ! মানব-চরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই কটূক্তি সম্বন্ধে বাল্মীকিকে সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামায়ণের সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনিয়াছি, তখন আমাদের কানে ঐরূপ কটূক্তি বেজায় বাজে। মধুসূদনেরও বাজিয়াছিল। তাই তিনি

সীতার মুখে অশ্রাব্য কটূক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য করিয়াছেন ;—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূরবনে !"

লক্ষ্মণের ন্যায় বীরের প্রতি "রে ভীরু", "রে বীর কুলগ্লানি," বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে "যাব আমি", বীর লক্ষ্মণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে ! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই ;—তীক্ষ্ণ হইলেও, ইহা মর্ম্মঘাতী নহে ;—ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমা-রেখাটুকু মধুসূদন ক্ষালন করিয়া উৎকর্ষ-সাধনই করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (এই সীতা-চিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্য-কলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণ-কালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহার অন্যতম।) তখন সীতার চক্ষে জগৎ

অন্ধকার; কোথায় যাইতেছেন, তার ঠিক নাই;—রাম-লক্ষ্মণের কেহই জানিলেন না;—বিজন বন, কেহই দেখিল না; সুতরাং ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার! তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন;—কিন্তু শুনিবার লোক কই? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গের অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে-ছড়াইতে চলিলেন;—কিন্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন;—কিন্তু সে ত মনের আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকুল সমুদ্রে ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একান্তই নৈরাশ্যময়? মানব-মনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই করুণ কাব্য-কলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;—অতি সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন;—

"এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি!"—

তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে;—

"কাঁপিলা বসুধা, দেশ পুরিল আরবে!"

সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন ;—

"শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী !
"দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !'
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ্ চেয়ে।"

অকূল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূর-প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক 'যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হৃদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিয়া দিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscope-এর মত করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক-এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে ঋষ্যমুক্ পর্ব্বতে

রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চবীরের মিলন হইতে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা দেখিলেন। রাবণ-বধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, সীতাকে লইয়া যাইতেছেন ;—তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন ;—

"হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !"

ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে সীতার মোহ-ভঙ্গ হইল ;—সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল ! জাগিয়া সীতা দেখিলেন,—যে রাবণ, সেই রাবণ ! আর জটায়ু,—

"ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !"

আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য !—যে অকূল সমুদ্র, সেই অকূল সমুদ্র ! কিন্তু তবু এই স্বপ্নে একটা আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার

দৃশ্য; তাহাও আবার জননী-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত!—ইহা স্বপ্ন হইলেও, মিথ্যা হইবার নহে। নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোক-বনে সীতা, বোধ হয়, এই আশার স্বপ্নটুকু অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন অমূল্য। তাই এই স্বপ্নকাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন;—

"শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্বকাহিনী।"

সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এ পর্য্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে; সুতরাং আর যাহা বাকী, তাহাও ফলিবে, এইরূপ সান্ত্বনাও দিলেন। শেষে বলিলেন;—

"আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুল না দাসীরে, সাধ্বি! যতদিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা!"

বিদায়-কালে সরমার এই ভক্তি-পূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুতা। যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল ;—

"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এজগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন!"—

"কাঙ্গালিনী" সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা-উপহার সজল-নয়নেই দিয়াছেন, ইহা অনুমান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল-নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না!

তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন-আশঙ্কায়,—

"আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা: রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি!"

অশোকবনের দৃশ্যারম্ভে আমরা সীতাকে "একাকিনী" দেখিয়াছিলাম;—এখন আবার যে একাকিনী, সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, "হিতৈষিণী"র কাছে দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখ-ভার-লাঘব, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছিল;—আর সমবেদনা ও সান্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যতটুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষোদুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা অত্যাচার-কারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমা-গুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনূমান্ ঐ সকল চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন যে, উহারা রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘনাদ-বধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষাও উচ্চাদর্শ, এবং মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণ-কালে যখন মূর্চ্ছাগতা সীতা স্বপ্নে ভবিতব্য ঘটনার পট দেখিতেছিলেন, তখন

লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্নেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে বলিয়াছিলেন ;—

"রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার !"—

ইহাতে সীতা-হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই তৃপ্ত হইতে পারে না ; আর চিত্রও তাহাতে উজ্জ্বল হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।—

লক্ষ্মণকর্ত্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন ;—রাবণ রামের কাছে সাতদিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া আজ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন ;—প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় আজ নিরন্তর হাহাকার রব ! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে আসে ! এমন সময়ে সীতার দুঃখে দুঃখিনা সরমা ইন্দ্রজিৎ-বধের সুসংবাদ লইয়া অশোক-বনে উপস্থিত ;—

"যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী
অতল জলধিতলে, হায় রে যেমতি,
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।

বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে !”

এখানেও যেন পাঠকের মনে সীতার দেবী-ভাব জাগ্রত রাখিবার অভিপ্রায়েই কবি রাম-বিরহিতা অশোকবন-বাসিনী সীতার উপমা দিয়াছেন সাগর-বাসিনী বিরহিণী লক্ষ্মীর সহিত। ইহাতে সীতা-সম্বন্ধে পাঠকের মনে যুগপৎ একটি পবিত্র ও করুণ ভাব জাগিয়া উঠে।

সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধ-বার্ত্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধন্যবাদ করিতেছেন ;—কিন্তু কান তাঁহার, লঙ্কার হাহাকারের দিকে ;—

“কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি !”

তারপর, যখন শুনিলেন,—

“প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতি-পরায়ণা,
যাবে স্বর্গ-পুরে আজি !”—

তখন “ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া” সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও কাঁদিয়া কহিলেন ;—

“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা

প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীম-ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা, অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!"—

সরমা সান্ত্বনা দিলেন ;—

"দোষ তব কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।"

রক্ষোদুঃখে সরমা কাঁদিতে লাগিলেন ;—আর সেই সঙ্গে-

"রক্ষকুল-শোকে সে অশোক বনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে!"

এই ক্রন্দনেই মধুসূদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল! ক্রন্দনে ইহার আরম্ভ হইয়াছে,—মধ্যেও নিরন্তর ক্রন্দন!—সীতার শোকের ক্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অশ্রু-প্রবাহ এই সীতা-সরমার সম্মিলন!

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যে অশোক-বনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু কাব্য-কলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন! ইহা সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল ছায়ায় শোকের কি সুকরুণ চিত্র! করুণ-রসের সহিত পূর্ব্বস্মৃতির মাধুর্য্য-ভাব মিশাইয়া কি অপূর্ব্ব রসেরই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে উৎকট উৎপীড়নের নিদারুণ দৃশ্য নাই; অথচ ইহার মাধুর্য্য-ভাবেও পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়!

বাল্মীকির সীতাকে যেন crystallise করিয়া মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন; এবং তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। রামায়ণে সীতার আদর্শ সবিশেষ উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কাব্য-কলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা,—যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র,—সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সান্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী

হইয়া, সীতার পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন। ইহাও মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমার চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত!

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

পুনশ্চ। পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, কাব্য হইতে সীতা ও সরমার কথোপকথনাংশ বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত এই সঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

মেঘনাদ-বধকাব্য।

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,

নমি—নমস্কার করিতেছি।

কবি প্রথম সর্গের আরম্ভে সরস্বতী বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তাহার পরে আর কোনও সর্গারম্ভেই কোনরূপ বন্দনা নাই। কেবল মাত্র এই সর্গের আরম্ভে কবি বাল্মীকি-বন্দনা করিতেছেন। মেঘনাদ-বধ ঘটনা রামায়ণেরই অংশীভূত বলিয়া বাল্মীকি-বন্দনা সঙ্গত। কিন্তু অন্য কোন সর্গারম্ভে বন্দনা না করিয়া কেবলমাত্র এই সর্গের আরম্ভে বাল্মীকি-বন্দনা কেন? বোধ হয়, এই সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়ের অর্থাৎ সীতা-চরিত্র চিত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কবি শঙ্কিত হৃদয়ে বাল্মীকির বন্দনা এবং তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। কারণ, সীতা কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব মানসী সৃষ্টি এবং নারীজনোচিত গুণ ও পবিত্রতার চরম আদর্শ-স্বরূপিনী। এই আদর্শ-নারীর চিত্রণে আশঙ্কা এই বন্দনা-রূপে অভিব্যক্ত। পরবর্ত্তী উপমায় ইহার স্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে;—'দীন' 'দূর' ও 'তীর্থ' বলায় বর্ণিতব্য বিষয়ের পবিত্রতা, তাহার বর্ণনে আয়াস-সাধ্যতা ও তৎপক্ষে নিজের দৈন্য সুন্দর রূপে সূচিত। বন্দনা-শেষে আছে,—"কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।"

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !

কবিগুরু—বাল্মীকি। আদি কবি বলিয়া বাল্মীকি অন্যান্য পরবর্ত্তী কবিকুলের 'গুরু' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। 'গুরু' শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

ভারতের—ভারতীয় কবিকুলের।

শিরঃ-চূড়ামণি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শরীরের মধ্যে মস্তকেরই আদর বেশী; 'চূড়া' মস্তকের শোভা এবং 'মণি' চূড়ার শোভা।

তব অনুগামী দাস—(এ) দাস অর্থাৎ কবি তোমার পদানুসরণকারী। সীতা-চরিত্র বাল্মীকিরই সৃষ্টি। কবি তাহাই চিত্রিত করিতে উদ্যত, তাই 'অনুগামী'।

রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—রাজেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া। 'সঙ্গম' মিলন-ব্যঞ্জক। 'রাজেন্দ্র' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রাজা। 'ইন্দ্র' শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক। বাল্মীকি-পক্ষে তাঁহার কবি-গুরুত্বই এখানে 'রাজেন্দ্র' শব্দের সার্থকতা। ইহা না বুঝিয়া এক টীকাকার বলিয়াছেন "ইন্দ্র শব্দের এখানে সার্থকতা নাই"।

দীন—অক্ষম অর্থাৎ দূর তীর্থ-দর্শনের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তি। কবি-পক্ষে, 'দীন' কবিত্ব-শক্তি-হীনতা-ব্যঞ্জক।

দূর—(উভয় পক্ষেই আয়াস-সাধ্যতা-ব্যঞ্জক)। নির্ধনের পক্ষে দূর তীর্থ-দর্শন যেমন কষ্ট-সাধ্য, আমার পক্ষে বাল্মীকি-চিত্রিত সীতা-চরিত্রের চিত্রণও তেমনই কষ্ট-সাধ্য বা অসম্ভব।

তীর্থ-দরশনে—তীর্থ-দর্শনের সহিত সীতা-চরিত্র-চিত্রণের তুলনা বড়ই মনোহর এবং সীতা-চরিত্রের পবিত্রতা-ব্যঞ্জক।

তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি

তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি—অর্থাৎ বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ অনুসরণ করিয়া।

দিবানিশি—(একাগ্রতা-ব্যঞ্জক)। পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে।

কত যাত্রী—এক পক্ষে, অনেক তীর্থ-যাত্রী। অপর পক্ষে, অনেক কবি, যাঁহারা কাব্য-যশোমন্দিরে প্রবেশার্থী।

যশের-মন্দিরে—কাব্য-যশের মন্দিরে।

দমনিয়া—(শমনকে) দমন করিয়া, জয় করিয়া। মৃত্যু তাঁহাদের যশের লোপ করিতে পারে নাই।

ভব-দম—(শমনের বিশেষণ)। মৃত্যুর দ্বারা যিনি (শমন) পৃথিবীকে দমন অর্থাৎ শাসন করিয়া থাকেন।

দুরন্ত শমনে—প্রাণীদিগের উপর অপ্রতিহত-প্রভাব ও যথেচ্ছাচারী বলিয়া শমন 'দুরন্ত'।

অমর—('যাত্রী'র বিশেষণ)। যশোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'অমর' অর্থাৎ চিরস্মরণীয়। 'হইয়া' উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে।

তীর্থযাত্রী যেমন একাগ্রমনে দেবতার পদধ্যান করিতে করিতে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, দেবদর্শন-হেতু শমন-দমন করিয়া অমরতা অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করে, তেমনই তোমার

শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী ;

পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করিয়া কত কবি কাব্য-যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অমর অর্থাৎ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন! এখানে 'অমর' যাত্রী-পক্ষে দেবত্বলাভ-ব্যঞ্জক এবং কবি-পক্ষে চিরস্মরণীয়ত্ব-ব্যঞ্জক। অনুরূপ ভাব কবির চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে আছে :—

"যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে।"

শ্রীভর্তৃহরি—ভট্টিকাব্যকার ভর্তৃহরি। ভট্টিকাব্য রাম-চরিতাত্মক।

সূরী—পণ্ডিত। উত্তরচরিতম্-নাটকে সূত্রধারের উক্তিতে ভবভূতি-সম্বন্ধে আছে—"পদবাক্যপ্রমাণতত্ত্বজ্ঞঃ।"

ভবভূতি—"উত্তরচরিতম্" ও "বীরচরিতম্" প্রণেতা। এই দুইখানি নাটকই রামকথা লইয়া রচিত।

শ্রীকণ্ঠ—ভবভূতির উপনাম বা বিশেষক উপাধি। "উত্তর চরিতম্" নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তিতে আছে—

"অস্তি তত্র ভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্য প্রমাণ-তত্ত্বজ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ।"

ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—কালিদাস, যিনি "সরস্বতীর বরপুত্র" বলিয়া ভারতে বিখ্যাত।

কালিদাস—"রঘুবংশম্"-রচয়িতা বলিয়া এখানে কালিদাসের উল্লেখ।

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীৰ্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি,

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত(মনোহর)। মুরারি—মুরারি মিশ্র। ইনি "অনর্ঘরাঘবম্"-নাটকের প্রণেতা।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ কৃত সংস্করণের ভূমিকায় আছে—"অনর্ঘরাঘবং নাম নাটকমিদং * * * এতৎ কবি কিল পাশ্চাত্য বৈদিক দ্বিজকুল প্রসূতো মুরারি মিশ্র নামা পণ্ডিতবরস্তৎকালে প্রতিমল্লমল্লাবনীপাল ভুজবলপালিতাং পশ্চিম রাঢ়প্রদেশ প্রসিদ্ধাং বিষ্ণুপুরাভিধানাং রাজধানীমধ্যুবাস। * * * অদ্যাপি তদামুষ্যায়ণাঃ সন্তানাস্তত্রৈব প্রতিবসন্তি, তদিদং নাটকং গৌড়-দেশীয়কবিবিরচিতমিতি গৌড়জনপদস্য মূর্দ্ধানমুচ্চতাংনর্যতি।"

'মুরারি' এখানে "মুরারি নাটক" নহে। জনৈক টীকা-কারের এ মত অগ্রাহ্য। কবি এস্থলে কেবল বাল্মীকির অনুসরণকারী কবিদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র;—কোন কাব্য বা নাটকের নামোল্লেখ করেন নাই।

কীৰ্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি—কীৰ্ত্তি বাস করে যাঁহাতে, এমন যে কৃত্তিবাস-কবি, যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া অতুল কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবির চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীতে আছে—

"কৃত্তিবাস নাম তোমা। কীৰ্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি!"

এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে

সকল সংস্করণেই "কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি" আছে। শেষের 'কীর্ত্তিবাস'টী 'কৃত্তিবাস' হইবে। এতকাল এই মুদ্রাকর-প্রমাদটী চলিয়া আসিতেছিল।

এ বঙ্গের অলঙ্কার—এই বাঙ্গলা দেশের ভূষণ-স্বরূপ অর্থাৎ মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান,—যাঁহার রচিত রামায়ণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নবিশেষ।

উপরি-উক্ত সকল কবিই বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া রাম-চরিত্র তথা সীতা-চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন।

হে পিতঃ—(বাল্মীকিকে সম্বোধন)। গুরু পিতৃতুল্য ; বাল্মীকি "কবিগুরু" বলিয়া এ সম্বোধন সার্থক।

কবিতা-রসের সরে—কাব্যরসের সরোবরে।

রাজহংসকুলে মিলি—রাজহংসকুলের সহিত, পক্ষান্তরে, প্রধান প্রধান কবিগণের সহিত মিলিত হইয়া।

রাজহংস অর্থাৎ কলহংস। পক্ষান্তরে, কবিগণ (যাঁহাদের নাম উপরে উক্ত হইয়াছে)। কবিরা রসাত্মক-বাক্যে মুখরিত বলিয়া রাজহংসের সহিত তুলনা সার্থক।

গাঁথিব—(এই মনে ইচ্ছা)। পক্ষান্তরে, রচিব।

নূতন মালা—নূতন ধরণে গ্রথিত মালা। পক্ষান্তরে, নূতন ধরণে রচিত কাব্য। এস্থলে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই 'নূতন' বলিবার সার্থকতা ;

তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

তব কাব্যোদ্যানে ফুল—পক্ষান্তরে, সীতা-চরিত্রাদি রামায়ণের উৎকৃষ্টাংশ সকল। সীতা রামায়ণ-উদ্যানে 'ফুল'-স্বরূপা।

বিবিধ ভূষণে—(করণকারক)। উপমাদি নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা।

ভাষা—বঙ্গভাষা, এখানে বঙ্গসাহিত্য বুঝাইতেছে।

দীন আমি—(উভয় পক্ষেই) অলঙ্কারাদি দিতে অক্ষম।

রত্নরাজী—অলঙ্কারাদি। পক্ষান্তরে, রচনা-পারিপাট্য-ব্যঞ্জক অলঙ্কারাদি।

রত্নাকর—(বাল্মীকিকে সম্বোধন)। হে রত্নাকর অর্থাৎ হে ধনি! পক্ষান্তরে, হে অমূল্যরত্নের আকর রামায়ণ-কাব্যের কবি! এখানে বাল্মীকির পূর্ব্বনাম রত্নাকরের ধ্বনি থাকিলেও, 'রত্নাকর' অর্থে ধনী, এবং পক্ষান্তরে, সুকাব্য রামায়ণের কবি, বুঝিতে হইবে।

প্রভু—(সম্বোধন)। হে রত্নাকর! পক্ষান্তরে, হে কবি-গুরো! সম্বোধনে 'প্রভো' পদই ব্যাকরণ-সম্মত। কিন্তু কবিতায় মিষ্টতার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রয়োগে দোষ দেওয়া যায় না।

অকিঞ্চনে—(বিনয়-ব্যঞ্জক)। কিঞ্চন অর্থাৎ কিছুই, যাহার নাই অর্থাৎ অতি দরিদ্র। পক্ষান্তরে, ভাব-দরিদ্র এই কবিকে।

এই কৃপা-ভিক্ষা সীতা-চরিত্র-চিত্রণের গুরুত্ব-ব্যঞ্জক কাব্য-কলা।

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্ন-হারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ ; গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়ক লয়ে কেলিছে নায়কী,—
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে

আনন্দের নীরে—(মেঘনাদের অভিষেক হেতু)।

সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণ-দীপ-মালায় ভূষিতা। মেঘনাদের অভিষেক-উপলক্ষে আনন্দে আজ লঙ্কার প্রতিগৃহ আলোকমালায় বিভূষিত।

রাজেন্দ্রাণী যথা রত্ন-হারা—রাজেন্দ্রাণী যেমন রত্নময় হারে সুশোভিত হয়েন, সুবর্ণ-দীপ-মালায় লঙ্কাও তেমনি শোভা পাইতেছে। 'রাজেন্দ্রাণী' লঙ্কার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক উপমান। 'রত্নহারা' রাজেন্দ্রাণীর বিশেষণ অর্থাৎ রত্নের হার যাঁহার (গলায়)।

ঘরে ঘরে—প্রতিঘরে। বাজনা—(আনন্দসূচক)।

কেলিছে—কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া করিতেছে।

নায়কী—নায়িকা।

দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা—(উৎসব-ব্যঞ্জক)।

গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে ; ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,—
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র

গৃহাগ্রে—গৃহের সম্মুখ-ভাগে।

বাতায়নে বাতি—জানলায় আলোক। বাতের অর্থাৎ বায়ুর অয়ন অর্থাৎ গমন-পথ—"বাতায়ন।"

জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে—নদীস্রোতের ন্যায় রাজপথে জনস্রোত বহিতেছে অর্থাৎ অনবরত লোকপুঞ্জ চলিতেছে। 'স্রোতঃ'—অবিরামত্ব-সূচক।

কল্লোলে—(আনন্দব্যঞ্জক)। নানা-কণ্ঠনিঃসৃত এক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া।

মহোৎসবে—(পূজাদি মহোৎসবে)। মাতে—মত্ত হয়।

পুষ্প-বৃষ্টি—(আনন্দ ও মঙ্গলসূচক)।

জাগে লঙ্কা আজি নিশীথে—এই গভীর রাত্রিতে আজ সমস্ত লঙ্কাবাসী লোক জাগিতেছে। এখানে 'লঙ্কা' অর্থে সমগ্র লঙ্কাবাসী রাক্ষস সকল।

বিরাম-বর প্রার্থনে—বিরামরূপ বর অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রার্থনা

ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে

করিয়া। বিরামরূপ অনুগ্রহ দিবার জন্য নিদ্রাদেবীকে কেহই আজ সাধিতেছে না। আজ উৎসবের জন্য কেহই নিদ্রার প্রার্থী নহে।

সিংহনাদে—(যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হবে না) শুধু সিংহনাদ করিয়া। শৃগাল যেমন সিংহনাদ শুনিলেই দূরে পলাইয়া যায়, শৃগাল-সদৃশ রামপক্ষও তেমনি কল্য প্রভাতে মেঘনাদের সিংহনাদ শুনিবামাত্র সাগরপারে পলাইয়া যাবে। ইহা উল্লাস-জনিত-গর্ব্ব-ব্যঞ্জক।

খেদাইবে—তাড়াইবে। (প্রাদেশিক ব্যবহার)।

বৈরিদলে—বৈরিদলকে।

আনিবে বাঁধিয়া বিভীষণে—বিভীষণকে আর পলাইতে দিবে না—তাহাকে 'বাঁধিয়া আনিবে'। বিভীষণ রক্ষঃপক্ষীয় লোক ; কিন্তু স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া বিপক্ষের সহিত মিলিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে বাঁধিয়া পুনরায় রক্ষঃপক্ষে আনা এবং উচিত শাস্তি দেওয়াই রক্ষঃপক্ষের অভিপ্রেত।

পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে রাহু—চন্দ্রগ্রহণকালে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করিয়া ক্ষণকাল পরে আবার ছাড়িয়া পলায়, তেমনি এই রঘুসৈন্যরূপ রাহু (যাহা এখন লঙ্কারূপ চাঁদকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে) শীঘ্র লঙ্কারূপ চাঁদকে ছাড়িয়া

রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে"—আশা মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,

•

পলাইবে অর্থাৎ মেঘনাদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেই রঘুসৈন্য পলাইয়া যাবে।

জগতের আঁখি ইত্যাদি—রাহুমুক্ত হইলে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া যেমন জগতের লোক আনন্দিত হয়, রঘুসৈন্য-রূপ রাহুর গ্রাস হইতে লঙ্কাকে মুক্ত দেখিয়া লঙ্কাবাসী সকলে তেমনি আনন্দিত হইবে।

সুধাংশু-ধনে—চন্দ্রকে। 'চাঁদ' ও 'সুধাংশু-ধন' এখানে লঙ্কার উপমান। রক্ষঃ-চক্ষে লঙ্কা সুষমায় যেন 'চন্দ্র'।

আশা মায়াবিনী—কুহকিনী, ছলনাকারিণী আশা। যদিও এসকল অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না, তবু সকলে আশা করিতেছে যে হইবে, তাই "আশা মায়াবিনী"। •

পথে, ঘাটে ইত্যাদি—লঙ্কার সর্ব্বত্র অর্থাৎ যেখানে-যেখানে লোক-সমাগম হইয়াছে, সেইখানে সকল লোকের মনেই আজ এই আশার সঞ্চার হইয়াছে। ইহা "রাক্ষস-ভরসা" মেঘনাদের উপর রাক্ষসদের পূর্ণ ভরসা-ব্যঞ্জক।

বহুপূর্ব্বে কোনও এক সংস্করণে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ "দেউল" কথাটি বর্জ্জিত হওয়ায় পরবর্ত্তী সকল সংস্করণেই—"পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, কাননে"—এইরূপ পাঠ চলিয়া আসিতেছিল। ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হয় দেখিয়া, আমি আমার কৃত এক সংস্করণে "প্রান্তরে" শব্দটি দিয়া ছন্দ-পূরণ করিয়া দিয়াছিলাম। এখন মেঘনাদ-

গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?

বধ কাব্যের প্রথম সংস্করণ হস্তগত হওয়ায় আসল পাঠ পাওয়া গিয়াছে। মূলে তাহাই দেওয়া গেল।

দেউল—মন্দির। 'দেবকুল' শব্দের অপভ্রংশ।

গাইছে গো এই গীত—এই মঙ্গল-কামনা-গীত—"মারিবে বীরেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ কালি রামে" ইত্যাদি,—গাইতেছে। অনুরূপ একটি আশা-গীত কবির বীরাঙ্গনা কাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকায় আছে ;—

"পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শূরে ; নাশিবে কৌরবে ;
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডুকুলরাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে।
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে,
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি।"—

কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে—যখন মনে এমন আশার সঞ্চার হইয়াছে, তখন রাক্ষসেরা কেন না আনন্দ করিবে ?

একাকিনী শোকাকুলা ইত্যাদি—মেঘনাদ যুদ্ধার্থ অভিষিক্ত হইয়াছেন বলিয়া কনক-লঙ্কা আজ আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে ;—লঙ্কার সৌধরাজী আজ আলোক-মালায় প্রভাসিত ও ফুল-মালায় সুসজ্জিত ; ঘরে ঘরে গীত-বাদ্য ; পথে-ঘাটে আনন্দ ; রাজপথ জন-

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে

স্রোতে কল্লোলিত ; এবং সর্ব্বত্র সকলে আশায় উৎফুল্ল। লঙ্কার সর্ব্বত্রই এইরূপ ; কেবল একটী স্থানে নহে ;—সে স্থানে আলোক নাই, গীত-বাদ্য নাই, আনন্দ নাই—সেখানে লোক-জনের কল্লোল নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই,—সেস্থান দুঃখের অন্ধকারে তমোময়, নৈরাশ্যের নীরবতায় নিস্তব্ধ এবং সতীর পতি-বিরহ-শোকে নিরানন্দ। তাহা লঙ্কার অশোক-বন, যেখানে একাকিনী সীতাদেবী নীরবে কাঁদিতেছেন। পাঠকগণ, একবার যুগপৎ দুই দিকে লক্ষ্য কর—বৈদ্যুতিক আলোকের পার্শ্বে যেমন অমানিশার অন্ধকার দ্বিগুণ গাঢ় দেখায়, আনন্দময় ও উজ্জ্বল লঙ্কাপুরীর পাশে আঁধার ও শোকাচ্ছন্ন অশোক-কানন আজ তেমনই দেখাইতেছে। এই বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) চমৎকার কাব্য-কলা-কৌশল।

অশোক-কাননে—রাবণের প্রমোদ-উদ্যানের নাম অশোক-বন।

রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা। রাঘবের বাঞ্ছা স্বরূপিণী ইহাও হয় ; আবার, রাঘব হইয়াছেন বাঞ্ছা যাঁহার অর্থাৎ রামৈকপ্রাণা, ইহাও হয়। উপস্থিত স্থলে শেষোক্ত অর্থই সুসঙ্গত। সীতা অশোকবনে বসিয়া দিবানিশি কেবল রাম-সমাগম চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং 'রাঘববাঞ্ছা'।

অশোকবনে সীতা সম্বন্ধে কৃত্তিবাস রামায়ণে আছে—

"সশোকা থাকেন সীতা অশোক-কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে॥"

নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !

'নীরবে—কারণ, উচ্চ রবে কাঁদিয়া কোন ফল নাই,—শুধু "অরণ্যে রোদন"-মাত্র ; শুনিবার কেহই নাই। তাই 'নীরবে' সার্থক।

দুরন্ত—দুষ্ট, ক্লেশদায়ক। চেড়ী—রাক্ষসী দাসী।

উৎসব-কৌতুকে—উৎসব আনন্দে।

হীন-প্রাণা—ক্ষীণপ্রাণা অর্থাৎ মৃতপ্রায়া।

এক টীকাকার অর্থ করিয়াছেন—"গতপ্রাণা" অর্থাৎ "মৃতা"। এ অর্থ নিতান্তই ভুল। 'হীন' শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে একান্ত অভাব বুঝায় না, যথা—"হীনজ্যোতিঃ খদ্যোতিকা" অর্থে ক্ষীণালোক-সম্পন্ন খদ্যোত ;—আলোক-হীন খদ্যোত নহে ; "হীনবুদ্ধি" অর্থে স্বল্পবুদ্ধি ;—একেবারে বুদ্ধিহীন নহে ; "হীন-কলা চন্দ্র" বলিলে 'কলাহীন' বুঝায় না—

"দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা।" (কৃত্তিবাস)

এই সর্গেই জটায়ু-সম্বন্ধে আছে, "হীনায়ু"। ঐ টীকাকার সেখানেও অর্থ করিয়াছেন "মৃত"। কিন্তু তখনও জটায়ু মরেন নাই, টীকাকার ইহা লক্ষ্য করেন নাই। 'হীনায়ু' অর্থে মুমূর্ষু।

হরিণীরে—পক্ষান্তরে, সীতাকে। শান্ত-প্রকৃতি হেতু হরিণীর

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।

সহিত সীতার উপমা সার্থক। রামরসায়নে চেড়ীগণ পরিবেষ্টিতা সীতার বর্ণনায় আছে—

"যেমত পালক-হীন, হইয়া হরিণী দীন,
থাকে ব্যাঘ্রী-সংহতি ভিতরে।"

রাখিয়া—ফেলিয়া রাখিয়া।

বাঘিনী—'দুরন্ত' চেড়ী হিংস্রকতায় 'বাঘিনী'-সদৃশী।

মূল রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে চেড়িবেষ্টিতা সীতা-সম্বন্ধে আছে—

"সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা॥"

অন্যত্র—

"রাক্ষসীভিবিরূপাভিঃ ক্রূরাভিরভিসংবৃতাম্।
মাংসশোণিত ভক্ষ্যাভি ব্যাঘ্রীভির্হরিণীং যথা॥"

নির্ভয় হৃদয়ে—কারণ, হরিণী 'হীনপ্রাণা'; সুতরাং পলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, সীতাও মৃতপ্রায়া।

মলিন-বদনা—(শোকে) মলিন-মুখশ্রী।

তিমির-গর্ভে—অন্ধকারময় অভ্যন্তরে।

সূর্য্যকান্তমণি—সূর্য্য হয়েছে কান্ত যে মণির, অর্থাৎ যে মণি সূর্য্যালোকে দীপ্তি পায় এবং তদভাবে মলিন, হীনপ্রভ হয়।

স্বনিছে পবন দূরে, রহিয়া-রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে

তিমিরাবৃত খনির মধ্যে (যেখানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না), সূর্য্যকান্তমণি যেমন হীনপ্রভ, সূর্য্যকান্তমণিরূপিণী সীতাও রামাভাবে আঁধার অশোককাননে তেমনই হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন। রাম সূর্য্যবংশীয় সুতরাং সূর্য্যস্বরূপ। সীতা সূর্য্যকান্তমণি-স্বরূপা, সূর্য্যের দর্শনেই শোভা পান, সুতরাং তদভাবে নিষ্প্রভ ও মলিন।

কিম্বা বিম্বাধরা রমা ইত্যাদি—অথবা যেমন সাগরতলে বিম্বোষ্ঠী লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণু-বিচ্ছেদে মলিনা হইয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, সীতাও অশোকবনরূপ দুঃখসাগরতলে রামবিচ্ছেদে তদ্রূপ মলিনা অর্থাৎ বিষণ্ণা হইয়া রহিয়াছেন।

সুপক্ক রক্তবর্ণ বিম্বফলের সহিত উৎকৃষ্ট ওষ্ঠের তুলনা চিরপ্রসিদ্ধ। অন্ধকার-হেতু গভীর সাগরতলের সহিত আঁধার অশোকবনের তুলনা সার্থক।

দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীকে সাগর-মধ্যে কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। স্বনিছে—শব্দ করিতেছে।

রহিয়া-রহিয়া—থামিয়া-থামিয়া। বিলাপোচ্ছ্বাসও থামিয়া-থামিয়াই হইয়া থাকে।

উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা—মনোদুঃখে দুঃখী জন যেমন রহিয়া-রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, পবনও তেমনি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী হইয়া থামিয়া-থামিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে (সশব্দে

মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি-রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,

বহিতেছে)। সীতার দুঃখে বাহ্য-প্রকৃতি পর্য্যন্ত দুঃখী, কবি ইহাই দেখাইতেছেন।

লড়িছে বিষাদে মর্ম্মরিয়া পাতাকুল—সেই পবনোচ্ছ্বাসে শুষ্ক পত্রাবলী, যেন সীতার দুঃখেই "মর্ম্মর" শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে।

বসেছে অরবে শাখে পাখী—বৃক্ষশাখায় পাখীসকল বসিয়া রহিয়াছে,—কিন্তু নীরব ! রাত্রিকালে পাখী-সব নীরবে বৃক্ষ-শাখায় থাকে। কিন্তু কবির চক্ষে তাহারা যেন সীতার দুঃখে নীরব হইয়া রহিয়াছে !

রাশি-রাশি কুসুম ইত্যাদি—স্বভাবতই বৃক্ষতলে রাশি-রাশি কুসুম পড়িয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেন বোধ হইতেছে যে, বুঝি সীতার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তরু নিজের অঙ্গভূষণ খুলিয়া ফেলিয়াছে।

তাপি মনস্তাপে—(সীতার জন্য) মনোদুঃখে দুঃখিত হইয়া।

ফেলিয়াছে খুলি সাজ—ফুল-সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছে ; তাই, তরুতলে রাশি-রাশি কুসুম পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রবাহিণী—নদী, যাহা অশোক-কাননের দূরাংশে বহিতেছে।

উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশ সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!

উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি—প্রবাহিণীর তরঙ্গভঙ্গ-ধ্বনি যেন সীতার দুঃখে উচ্চরবে রোদনের রোল।

সাগরে—সাগরাভিমুখে। বারীশে—সাগরকে।

এ দুঃখ-কাহিনী—সীতার এই দুঃখ-বার্ত্তা।

না পশে সুধাংশুঅংশু ইত্যাদি—নানা-বৃক্ষ-সমন্বিত সেই ঘোর আঁধার অশোক-কাননে চন্দ্রকিরণটী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে না। (কাননের বিষাদাচ্ছন্ন অন্ধকার-ব্যঞ্জক)।

ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?—পঙ্কিল জলে কি পদ্ম ফোটে? পক্ষান্তরে,—এমন ঘোর শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় কি সীতার কমল-শ্রী প্রকাশ পায়? অথবা পূর্ব্ব-পংক্তির সহিত অন্বয় করিলে অর্থ হয় যে, এমন বিষাদাচ্ছন্ন স্থানে কি চন্দ্রকিরণ হাসে? কিন্তু বোধ হয়, পর-পংক্তির সহিত অন্বয় করিয়া প্রথমোক্ত অর্থই সুসঙ্গত।

তবুও উজ্জ্বল বন ইত্যাদি—সমল সলিলে কমল ফোটে না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সীতার রূপ এমনই অপূর্ব্ব যে, এই ঘোর শোকাচ্ছন্ন অবস্থাতেও সেই রূপের আলোকে এই আঁধার

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া

অশোকবন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অশোকবনে সীতা-সম্বন্ধে আছে—

"লাবণ্যে উজ্জ্বল তবু কানন নিরখি।"

ও অপূর্ব্ব রূপে—যেন সীতাদেবীর প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন।

প্রভা আভাময়ী—দীপ্তিময় আলোক।

তমোময় ধামে—যমপুরীতে। যমপুরীও অশোকবনের ন্যায় অন্ধকারময়। কষ্টদায়ক বলিয়া অশোকবন সীতার পক্ষে যমপুরী-সদৃশ, এবং রাত্রিতে দেখিতেও উহা যমপুরীর ন্যায় অন্ধকারাবৃত, —কেবল সীতাই সেখানে নিজরূপে আলো করিয়া বসিয়া আছেন। "অশোক-কানন" রাবণের প্রমোদ-উদ্যান। নান ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে উহা নন্দন-কাননের ন্যায় রমণীয়। (রামায়ণে সুন্দর-কাণ্ডে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে)। কিন্তু রমণীয় হইলেও সীতার পক্ষে উহা যমপুরী-সদৃশ।

সরমা—বিভীষণের মহিষী। সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা। এই কন্যা যখন মানস-সরোবরতীরে জন্মগ্রহণ করে, তখন মানস-সরোবর বর্ষা-সমাগমে শিশুর সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, কন্যার জননী কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া, "সরো মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন। তদবধি, কন্যার নাম "সরমা" হইয়াছিল। (বাল্মীকি-রামায়ণে উত্তরকাণ্ড)।

সতীর চরণ-তলে ; সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ;—"দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে

কাঁদিয়া—(সীতার দুঃখে)।

সতীর চরণ-তলে—সীতার পদপ্রান্তে !

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে—সরমা এমন দেবোপম-সদ্‌গুণসম্পন্না যে, বোধ হয় যেন, উনিই রক্ষোবধূবেশে রক্ষঃকুলের রাজলক্ষ্মী অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী রাজশ্রী। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—"মহাজ্ঞানবতী, সতী সরমাসুন্দরী।"

কতক্ষণে—কিছুক্ষণ পরে। মুছি—মুছিয়া।

সুলোচনা—(সরমা)। (সরমার রূপব্যঞ্জক)।

দুরন্ত চেড়ীরা—দুর্দ্দান্ত চেড়ীসকল, যাহারা সীতার প্রতি উৎপীড়ন করিত।

এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে পা দুখানি—বাল্মীকি-রামায়ণে সরমা রাবণ কর্ত্তৃক সীতার রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কাব্যে কবি তাহা না করিয়া, গুপ্তভাবে সীতার সহিত সরমার সম্মিলন দেখাইয়াছেন।

পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার?—বুঝিতে না পারি।"

ইহা সরমার মুখেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে;—এই সর্গ-শেষে দেখ,—

"————কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘবদাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে।"

করিলে আজ্ঞা—(সীতার প্রতি সরমার সম্ভ্রম-সূচক)। সরমা সীতাকে দেবী-জ্ঞান করিতেন, সুতরাং অনুমতি ভিন্ন কিরূপে সে দেহ স্পর্শ করিবেন?

ফোঁটা—(সিন্দূরের)। এয়ো—সধবা।

এ বেশ—এই অলঙ্কার-হীন, বৈধব্য-সূচক বেশ।

দুষ্ট লঙ্কাপতি—পাপী রাবণ। সধবাকে নিরলঙ্কারা করা পাপ।

কে ছেঁড়ে পদ্মের বর্ণ—পদ্মের পাপড়ি কে ছেঁড়ে? অর্থাৎ যে ছেঁড়ে, সে অতি নিষ্ঠুর পামর। পাঁপড়িই পদ্মের

> কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
> সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
> গোধূলি-ললাটে, আহা, তারা-রত্ন যথা !

শোভা ; সুতরাং তাহা যেমন ছিঁড়িতে নাই, তেমনি সীতা-দেহের অলঙ্কার হরণ করাও রাবণের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, ইহাই ভাব।

কেমনে হরিল—কেমন করিয়া অলঙ্কার হরণ করিল অর্থাৎ হরণ করিতে কি তাহার মনে একটু দ্বিধা, কি দুঃখ হইল না ?

যত্নে—অতি আগ্রহের সহিত।

গোধূলি-ললাটে, আহা, তারা-রত্ন যথা—গোধূলি-কালে পশ্চিম গগনে যেমন উজ্জ্বল শুক্রগ্রহ (শুকতারা) শোভা পায়, গোধূলিসম আভাময়ী সীতার ললাট-দেশে উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দুও তেমনি শোভা পাইতে লাগিল। গোধূলির সহিত উপমায় সীতার অপূর্ব্ব রূপের বিষাদাচ্ছন্নভাব সূচিত। সূর্য্যাস্ত-কালের চমৎকার শ্রী গো-ধূলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সীতার অপূর্ব্ব রূপও বিষাদ-সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন গোধূলি-শ্রী ধারণ করিয়াছে।

আহা—(সৌন্দর্য্য-জনিত-আহ্লাদব্যঞ্জক)। সিন্দূরের ফোঁটায় ললাটের সৌন্দর্য্য।

তারা-রত্ন—সান্ধ্য "শুক তারা"—অর্থাৎ শুক্র গ্রহ। দ্বিতীয় সর্গারম্ভে আছে—

> "অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি,—
> ললাটে একটী রত্ন——"

দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"—
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ্। মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;—

দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা—(সম্ভ্রমসূচক)।

ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত তনু—এই জন্যই সরমা পূর্ব্বে আজ্ঞা চাহিয়াছিলেন। পরে দেহ-স্পর্শের জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। ইহা সীতার দেবী-ভাবের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

চির-দাসী—চিরানুগতা, চিরসেবিকা। (ভক্তি-ব্যঞ্জক)।

দাসী—এ সরমা দাসী।

পুনঃ বসিলা—প্রণামানন্তর "ক্ষম লক্ষ্মি" ইত্যাদি নিবেদন করিয়া, সরমা পুনরায় সীতার পদপ্রান্তে বসিলেন!

আহা মরি—(সৌন্দর্য্যজনিত-আহ্লাদব্যঞ্জক)।

সুবর্ণ-দেউটী—(সরমার রূপ ও রাজৈশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক)। সুবর্ণ-প্রদীপ তুলসীর মূলে জ্বলিলে যেমন শোভা হয়, তুলসী-সদৃশী পবিত্র সীতাদেবীর পদতলে বসিয়া উজ্জ্বল সুবর্ণকান্তি সরমা তেমনি শোভা পাইতে লাগিলেন। দেউটী অর্থে প্রদীপ। দেউটী স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া সরমার উপমান সুন্দর সঙ্গত হইয়াছে।

তুলসীর মূলে—ইহাতে সীতাদেবীর পবিত্রতা সূচিত হইয়াছে।

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,

শাস্ত্রে তুলসীকে "বিষ্ণুপ্রিয়া" বলে এবং এইজন্য উহা হিন্দুর গৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত নিত্য পূজিতা।

মৃদুস্বরে—(শোকভারাক্রান্ত-হৃদয় হেতু) ক্ষীণ স্বরে।

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি—"নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!" ইত্যাদি—আমার অলঙ্কারহীনতা লক্ষ্য করিয়া তুমি অনর্থক রাবণকে দোষী করিতেছ। ইহাতে রাবণের কিছুমাত্র দোষ নাই। বাস্তবিক রাবণ যখন সীতার অলঙ্কারে আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই, সীতা নিজেই চিহ্নহেতু সে সব ফেলিয়া দিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে রাবণকে দোষী বলিলে প্রতিবাদ করা সীতার পক্ষে সঙ্গত,—ইহাতে সীতা-চরিত্রের অলৌকিক মাহাত্ম্য ফুটিয়াছে।

আপনি—স্বেচ্ছায়।

ফেলাইনু—ফেলিয়া দিলাম। (প্রাদেশিক ব্যবহার)।

যবে পাপী ধরিল আমারে বনাশ্রমে—পঞ্চবটী বনে দুষ্ট রাবণ আমায় বলপূর্ব্বক হরণ করিলে পরে, আমি নিজের ইচ্ছায় অলঙ্কার সকল দূরে ফেলিয়া দিয়াছি।

ছড়াইনু পথে সে সকলে—রাবণ আমাকে হরণ করিয়া যে পথ দিয়া লইয়া আসিল, সেই পথে আমি আমার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলাম।

চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!

চিহ্ন-হেতু—আমাকে কোন্ পথে কোথায় লইয়া গেল, এই চিহ্ন রাখিবার জন্য অর্থাৎ যাহা দেখিয়া রামচন্দ্র বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতান্বেষী রামের কাছে সুগ্রীবের উক্তি—

"গলার উত্তরীয় গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী॥
যদি আজ্ঞা হয় তবে আনি তা এখন।
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ॥"

ভূষণ দেখিয়া রামের উক্তি—

"বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরী।
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী॥"

সেই সেতু—আমার সেই অলঙ্কার-রূপ সেতু। সীতার হরণ-ব্যাপার রামচন্দ্রের পক্ষে কূল-কিনারাহীন দুস্তর সাগরবৎ ছিল। সেই সাগরে এই অলঙ্কারগুলি যেন 'সেতুর' ন্যায় কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ এই অলঙ্কারের নিদর্শনে তিনি আমার সম্বন্ধে তথ্য জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া এখানে আসিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ধীর রঘুনাথে—যিনি ধৈর্য্যের সহিত আমার তথ্যানুসন্ধান লইয়া তবে লঙ্কায় আসিয়াছেন। নানা বিঘ্ন-বিপত্তি ও কালবিলম্বেও যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, 'ধীর' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য ও সার্থকতা।

মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা ;—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।

কি আছে লো জগতে—জগতে এমন বহুমূল্য ধন কি আছে ?

অবহেলি—তুচ্ছ করি।

এ ধনে—রামের মত অমূল্য ধনে।

শুনিয়াছে দাসী—এ দাসী (সরমা) পূর্ব্বে একদিন শুনিয়াছে। এ কাব্যে তাহা নাই ; তবু ইহার উল্লেখে পাঠকের মনে অপূর্ব্ব কৌতূহল জন্মায়। ইহা এক প্রকার সুন্দর কবি-কৌশল।

স্বয়ম্বর-কথা—সীতার বিবাহ-কাহিনী।

সুধা-মুখে—সুধাপূর্ণ মুখে। সীতার মুখ হইতে নিঃসৃত কথা যেন 'সুধা', অমৃত।

কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি—রামের বনাগমন বৃত্তান্তও (দাসী শুনিয়াছে)। ইহাও পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনার্থ কবি-কৌশল। এইরূপ একটী সুন্দর ইঙ্গিতোল্লেখ প্রথম সর্গে বারুণীর উক্তিতে আছে—

"ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমন ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্পদিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ুবৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।"

হক এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে

কেমনে হরিল—কেমন করিয়া অর্থাৎ কি কৌশলে,হরণ করিল ?

সতি—(সম্বোধন)। তুমি এমন পতিপরায়ণা রমণী, তবু কি কৌশলে রাবণ তোমাকে হরণ করিয়া আনিল ?—এখানে 'সতি' সম্বোধনের ইহাই সার্থকতা।

তৃষা—(শুনিতে) লালসা।

তোষ—তৃপ্ত কর।

সুধা-বরিষণে—বাক্য-সুধা বর্ষণ দ্বারা অর্থাৎ সুধাময় বৃত্তান্ত কহিয়া।

এই অবসরে—দুরন্ত চেড়ীদিগের এই অনুপস্থিতি-কালই সরমার সীতা-সাক্ষাতের উপযুক্ত 'অবসর' ; কারণ, এ কাব্যে সরমা গুপ্তভাবে সীতার কাছে আসিয়া থাকেন। রামায়ণে সরমা রাবণ কর্তৃক সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিতা। কিন্তু এ কাব্যে কবি তাহা করেন নাই।

সে কাহিনী—হরণ-বৃত্তান্ত।

কি ছলে—কি ছলনা দ্বারা।

ছলিল—প্রতারিত করিল।

ঠাকুর লক্ষ্মণে—লক্ষ্মণ ঠাকুরকে। 'ঠাকুর' সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক।

এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?”
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে ;—“হিতৈষিণী সীতার পরমা

এ চোর—এই সীতা-চোর রাবণ।

কি-মায়া-বলে—কি মায়াশক্তির সাহায্যে। মায়া ভিন্ন সহজে রাঘবের ঘরে প্রবেশ করা, এবং সীতার ন্যায় সতীকে হরণ করা অসাধ্য, ইহাই ভাব।

এ হেন রতনে—তোমার মত নারী-রত্নকে—(সীতাকে)।

যথা গোমুখীর মুখ হইতে ইত্যাদি—হিমালয়স্থিত গোমুখাকার গুহা, যেখান-হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তাহার নাম ‘গোমুখী’। যেমন গোমুখীর মুখ হইতে জাহ্নবীর পবিত্র বারিধারা সুশব্দে ঝরিয়া থাকে, জানকীর মুখ হইতেও তেমনি তদীয় পবিত্র কথা-সকল মধুর শব্দে নির্গত হইতে লাগিল।

গোমুখীর সহিত সীতা-মুখের উপমা সীতার পবিত্রতা-ব্যঞ্জক। ইতিপূর্ব্বে কবি পবিত্র তুলসী-বৃক্ষের সহিত সীতার উপমা দিয়াছেন। তুলসীর সহিত সীতার এবং গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গার বারিধারার সহিত সীতা-কথিত তদীয় কাহিনীর উপমায় সীতার দেবী-ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হিতৈষিণী সীতার পরমা তুমি, সখি—হে সখি, তুমি সীতার পরমা হিতৈষিণী।

তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম!

পূর্ব্বকথা—আমার হরণরূপ পূর্ব্বকাহিনী।

শুনিবারে—শুনিতে।

মোরা—(স্বামী-স্ত্রী)।

গোদাবরী-তীরে—গোদাবরী নদীতীরে।

কপোত-কপোতী যথা ইত্যাদি—যেমন পারাবতী সহ পারাবত উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় বাসা বাঁধিয়া সুখে থাকে, আমরা স্বামী-স্ত্রীও তেমনি গোদাবরীতটস্থ পর্ব্বত-শিরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছিলাম।

উচ্চ বৃক্ষচূড়ে—সীতাপক্ষে, গোদাবরী-তীরস্থ উচ্চ ভূমিতে বা পর্ব্বত-শিখরে।

ঘোর বনে—ভয়ানক, দুর্গম বনে।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষের নাম। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী ও অশোক এই পঞ্চবটের প্রাধান্য থাকায় ঐ বনের নাম 'পঞ্চবটী'। এখন এইখানেই নাসিক নামে নগর। এইখানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা নাসিক নামে প্রসিদ্ধ।

সুর-বন-সম—দেবভোগ্য কাননের ন্যায় পঞ্চবটী-বনের

সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি.; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,

এমনই শোভা যে, তথায় দেবতারাও সুখী হইতে পারেন।

সেবা—পরিচর্য্যা।

লক্ষ্মণ সুমতি—সুশীল লক্ষ্মণ। (গুরুজন-সেবা সুশীলতার প্রমাণ।)

দণ্ডক ভাণ্ডার যার—নানাবিধ ফল মূল ও মৃগাদিতে পূর্ণ দণ্ডকারণ্য যাহার ভাণ্ডার।

কিসের—কোন্ আহারীয় দ্রব্যের বা কোন্ সুখের?

কভু—কখন কখন। আহারার্থ প্রয়োজন হইলে।

কিন্তু—(অনিচ্ছা-সূচক)। অনাবশ্যকে, কেবল সখ্ করিয়া জীবনাশ করিতেন না।

পূর্ব্বের সুখ—রাজসুখ।

রাজার নন্দিনী, রঘু-কুল-বধূ আমি—যদিও আমি রাজকন্যা ও রাজকুলবধূ, তবু এ বনবাসে পরমসুখ পাইতাম।

রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে

পরম পিরীতি—চরম সুখ।

ফুলকুল—নানাজাতীয় ফুল।

পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি—পঞ্চবটী-বনে চিরবসন্ত বিরাজমান।

জাগাত প্রভাতে ইত্যাদি—প্রভাতে কোকিলের সুমধুর কুহু-ধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রা ভাঙ্গিত।

কোন্ রাণী ইত্যাদি—রাজপ্রাসাদে প্রভাতে স্তুতিগান হয়। সেই গীত শুনিয়া রাজা ও রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু কোকিলের কুহুধ্বনির মত মনোহর ধ্বনি শুনিয়া কোন্ রাণী প্রভাতে আঁখি খোলেন ? রাজপ্রাসাদের প্রভাতী গীতবাদ্যাদির তুলনায় পঞ্চবটীর প্রভাতী কুহুরব অধিকতর মনোমুগ্ধকর। সীতা বনবাসিনী হইয়াও রাজরাণী, বরং রাজরাণী অপেক্ষাও সুখিনী, ইহাই ভাব।

চিত্ত-বিনোদন—মনোহর, মনোমুগ্ধকর।

বৈতালিক-গীতে—প্রভাতী স্তুতি-গান শুনিয়া।

খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,

খোলে আঁখি—(নিদ্রাভঙ্গানন্তর) চক্ষু মেলে।

শিখী—ময়ুর।

শিখিনী সুখিনী—আনন্দিতা ময়ুরী। 'শিখীসহ' বলিয়া "সুখিনী'। 'শিখীসহ'—শিখীর সহিত মিলিতা, এ অর্থও হয়। অনুরূপ প্রয়োগ প্রথম সর্গারম্ভে আছে ;—"ক্রৌঞ্চবধূসহ।"

নাচিত—(নৃত্য আনন্দের লক্ষণ)।

নর্ত্তক, নর্ত্তকী ইত্যাদি—রাজা ও রাণীদের সম্মুখে নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে সত্য, কিন্তু ময়ুর, ময়ুরীর মত সুন্দর নর্ত্তক, নর্ত্তকী জগতে কি আর আছে ? অর্থাৎ সে সব নর্ত্তক, নর্ত্তকী ইহাদের কাছে তুলনীয়ই নহে। বনবাসেও সীতার রাজসুখ অপেক্ষা বেশী সুখ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

রামা—সুন্দরী।

অতিথি আসিত নিত্য ইত্যাদি—রাজপ্রাসাদে যেমন নিত্য অতিথি আসে, এ পঞ্চবটী-বনবাস-কালেও তেমনি নিত্য নিত্য অতিথি সব আসিত, যথা, করভ, করভী, মৃগশিশু, নানা রঙ্গের পক্ষী ইত্যাদি—অহিংসক জীবসমুদয়।

অতিথি—আগন্তুক (যাহাদিগকে সেবা করা কর্ত্তব্য)।

করভ—হস্তিশিশু।

মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম,—স্বর্ণ অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;—
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ প্রসাদে।

স্বর্ণ-অঙ্গ—(বিশেষণ)। স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ যাহাদের।

কেহ বা চিত্রিত—কেহ বা নানা রঙ্গে রঞ্জিত।

যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে—মেঘের উপর ইন্দ্রধনু যেমন নানা রঙ্গে রঞ্জিত, তেমনি নানা বর্ণের পক্ষী সকল।

অহিংসক—যাহারাও কাহারও হিংসা করে না, অর্থাৎ যাহারা জীবনাশ করে না।

সেবিতাম—খাদ্য জলাদি দিয়া তুষ্ট করিতাম।

মহাদরে—অতি যত্নে।

পালিতাম—পালন করিতাম, (আহারাদি দিয়া)।

"উত্তরচরিতম্" নাটকে আছে—

> "করকমলবিকীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈ-
> স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।"

পরম যতনে—সবিশেষ যত্নে।

মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা—(পরিতৃপ্ত করে)।

আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে—(মরুভূমে স্রোতস্বতী ও

সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল-রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,

পঞ্চবটী-বনে সীতা—উভয়পক্ষেই)। মরুভূমে স্রোতস্বতী মেঘের অনুগ্রহে নিজে সুজলবতী, আর এই পঞ্চবটী বনে সীতাও মেঘের প্রসাদে সুজলবতী। অর্থাৎ মরুভূমে যেমন স্রোতস্বতী মেঘের অনুগ্রহে সুজলবতী হইয়া তৃষাতুর পথিককে জলদানে তৃপ্ত করে, সীতাও তেমনি মেঘের অনুগ্রহে সুজলবতী হইয়া, তৃষ্ণাতুর জীবগণকে জলদানে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পঞ্চবটী-বনবাস-বর্ণনায় আছে—

"অযত্নসুলভ গোদাবরীর জীবন।"

সরসী আরসি মোর—স্থির স্বচ্ছ সরোবর আমার আরসি। এমন বড়, এমন স্বচ্ছ, এমন সুন্দর, আরসি আর কোথায় ? বনবাসেও গার্হস্থ্যোপযোগী-বৈভবাদির অভাব নাই, বরং অধিকতর উৎকৃষ্ট বৈভবাদিই বিরাজমান, ইহাই ভাব।

তুলি কুবলয়ে—সরসী হইতে পদ্ম তুলিয়া।

অতুল-রতন-সম—লোকে বহুমূল্য রত্ন সকল যত্ন করিয়া কেশে পরে ; বনবাসে আমার সে সব রত্ন ছিল না বটে, কিন্তু ছিল সরসীর কুবলয়-রত্ন, যাহার তুলনা নাই ; আমি সেই অতুল কুবলয় রত্ন কেশে পরিতাম। বনবাসেও আমার রত্নাদির অভাব ছিল না, ইহাই ভাব।

সাজিতাম ফুল-সাজে—পুষ্পালঙ্কারে ভূষিতা হইতাম।

বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”

হাসিতেন প্রভু—(আমার এমন অলঙ্কার-স্পৃহা এবং পুষ্পালঙ্কারে পরিতৃপ্তি দেখিয়া)।

বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে—পুষ্পালঙ্কতা বলিয়া সীতাকে “বনদেবী” সম্ভাষণ সার্থক।

হায় সখি—উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের সে সব কৌতুকামোদ মনে হওয়ায় সীতার শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ;—“হায়” সেই শোক-ব্যঞ্জক।

এ পোড়া আঁখি—এ দগ্ধ চক্ষু। ‘পোড়া’ দুরদৃষ্ট-ব্যঞ্জক।

এ ছার জনমে—এ ঘৃণিত জন্ম ; কারণ, এ জন্মে কেবল দুঃখভোগ করিতেই আসিয়াছিলাম।

সে পা দুখানি—(প্রাণনাথের)।

আশার সরসে রাজীব—প্রাণনাথের সেই পা দুখানি আমার আশা-সরোবরে যেন পদ্ম। রামচন্দ্রের পাদপদ্মই সীতা-হৃদয়ের বাঞ্ছিত বস্তু। পক্ষান্তরে, শোভা হেতু পদ্মই সরোবরের আকাঙ্ক্ষিত ধন।

নয়ন-মণি—সেই পা দুখানি আমার নয়নানন্দকর।

কি পাপে পাপী—কি দোষে দোষী, যাহার ফলে আমি

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে।"

প্রাণনাথকে হারাইলাম। "পাপী" স্থলে "পাপিনী" হইলেই ব্যাকরণ-সঙ্গত হইত। "কি পাপে পাপিনী দাসী তোমার সমীপে ?"—এইরূপ হইলে কোনও দোষ হইত না।

এতেক—এই সকল। তিতি অশ্রুনীরে—নয়ন-জলে ভিজিয়া।

কতক্ষণে—কিছুক্ষণ পরে। মুছি—মুছিয়া।

কহিলা সতী সীতার চরণে—সীতার পদে নিবেদন করিলেন। "চরণে কহিলা" সম্ভ্রম-সূচক।

কি কাজ স্মরিয়া ?—যখন মনে ব্যথা পাইতেছ, তখন আর সে সব কথা স্মরণ করিয়া কাজ নাই।

হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে—তোমার নয়নে জল দেখিলে অর্থাৎ তোমার মনঃকষ্ট হইতেছে বুঝিলে মরিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছি মরিবারে—মরিতে ইচ্ছা করি।

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !)—"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন, পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ

প্রিয়ম্বদা—মধুরভাষিণী (সীতা)। কাদম্বা—কলহংসী।

এ অভাগী—ভাগ্যহীনা আমি।

লো সুভগে—(সরমাকে সম্বোধন)। "সুভগা" স্বামীর সোহাগিনী স্ত্রী।

যদি না কাঁদিবে ইত্যাদি—অর্থাৎ আমার ন্যায় দুঃখিনী এ জগতে আর নাই। উত্তর-রামচরিতম্ নাটকে সীতা-সম্বন্ধে আছে —"করুণস্য মূর্ত্তিরিব।"

প্লাবন-পীড়নে—বন্যার ভারে।

কাতর প্রবাহ—প্রবাহ অর্থাৎ নদী বন্যার অতিরিক্ত জলভার সহিতে না পারিয়া। এখানে এক টীকাকার "গোদাবরী" বুঝিলেন কেন ? সীতা একটা সাধারণ প্রাকৃতিক উপমা দিয়াছেন মাত্র—গোদাবরীর বন্যা-বর্ণনা করিতেছেন না।

তীর অতিক্রমি—তীর অতিক্রম করিয়া, উপ্‌ছাইয়া।

তেমতি যে মনঃ দুঃখিত—যে মন দুঃখরূপ প্লাবন-পীড়নে কাতর।

দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে

দুঃখের কথা কহে সে অপরে—প্লাবন-পীড়িত প্রবাহ যেমন বারি-রাশি বাহির করিয়া দিয়া নিজের ভার-লাঘব করে, দুঃখভার-পীড়িত মনও তেমনি অপরকে দুঃখ-কাহিনী কহিয়া নিজের হৃদয়েব দুঃখভার-লাঘব করে।

তেঁই—সেই জন্য, অর্থাৎ মনের দুঃখভার-লাঘব করিবার নিমিত্ত।

এ অরক্ষ-পুরে—এই শত্রু-পুরীতে (লঙ্কায়)।

মোরা—(স্বামী-স্ত্রী)।

কেমনে বর্ণিব—অর্থাৎ সে শোভা বর্ণনাতীত। তাই পরে ইঙ্গিতে কহিয়াছেন।

সে কান্তার-কান্তি—সেই (পঞ্চবটী) বনের শোভা।

সতত স্বপনে ইত্যাদি—সেই পঞ্চবটী বন-ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়; তাই সীতা ইঙ্গিতে সেই সৌন্দর্য্যের আভাস দিতেছেন:—

সেই পঞ্চবটীর শোভা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য; তবে ইহা হইতেই বুঝ যে, আমি রাত্রিতে নিদ্রাকালে প্রায়ই স্বপ্নে বনদেবীর হস্তে বনবীণা-ধ্বনি শুনিতাম। ইহার ভাবার্থ এই যে,

শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি

দিবাভাগে বিহঙ্গ-কাকলী প্রভৃতি নানাবিধ সুমধুর শব্দ-ঝঙ্কার সীতার কানে এমনি লাগিয়া থাকিত যে, রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে বন-দেবীর করে বন-বীণার ঝঙ্কার শুনিতেন।

বন-বীণা—বনবীণা-ধ্বনি। বিহঙ্গ-কাকলী ও নির্ঝরাদির নানাবিধ শ্রুতিমধুর শব্দ স্বপ্নে বোধ হইত যেন বনদেবীর বীণা-ঝঙ্কার।

সরসীর তীরে ইত্যাদি—বহু পূর্ব্ব হইতে এই পংক্তিটি মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ বর্জ্জিত হইয়াছিল। তার পর, সকল সংস্করণেই বর্জ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে "সুরবালা-কেলি"—এই কর্ম্মের ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় না; কাজেই, 'দেখিতাম' এই ক্রিয়া-পদ উহ্য আছে বলিয়া অর্থ করিতে হয়। বস্তুতঃ ঐ পংক্তিটি থাকিলে আর কিছুই উহ্য করিতে হয় না। মেঘনাদ-বধ-কাব্যের প্রথম সংস্করণ আমাদের হস্তগত হওয়ায় ঐ পংক্তিটি ধরা পড়িয়াছে।

সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি পদ্মবনে—সরোবরে এত পদ্ম ফুটিয়া থাকিত যে, বোধ হইত যেন পদ্মের 'বন'। পবন-হিল্লোলে সেই সকল পদ্ম ঈষৎ আন্দোলিত হইত, এবং তাহার উপর সূর্য্যকিরণ খেলিত। এই সকল দেখিয়া সীতার মনে হইত যেন দেব-কন্যা সকল সূর্য্যকিরণের বেশে আসিয়া সরসীর পদ্মবনে ক্রীড়া করিতেছেন।

পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ,
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,

ঋষিবংশ-বধূ—(সেই পঞ্চবটী-বনবাসিনী) ঋষিকুলের কুলবধূ—ঋষিবধূ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পঞ্চবটীবাস-বর্ণনায় আছে—

"ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।"

সুহাসিনী—(ঋষিবংশ-বধূর বিশেষণ)। হাস্যবদনা অর্থাৎ ঋষিবধূ হাসিমুখে আসিতেন। 'সুহাসিনী' কোন ঋষিবধূর নাম, এ কল্পনার প্রয়োজন নাই। নাম করিবার দরকার এখানে দেখা যায় না।

দাসীর কুটীরে—এ দাসীর কুটীরে (সীতার কুটীরে)।

সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার-ধামে—যখন হাস্যবদনা ঋষিবধূ আমার কুটীরে আসিতেন, তখন বোধ হইত যেন আঁধার ঘরে বুঝি চাঁদের কিরণ প্রবেশ করিল। সুধাংশুর অংশুর সহিত সুহাসিনী ঋষিবধূর তুলনা। জ্যোৎস্নাই চন্দ্রের হাসি। ঋষিবধূ-পক্ষে, "সুহাসিনী" বিশেষণের ইহাই সার্থকতা। 'অন্ধকার ধামে' সীতা-পক্ষে বিনয়-ব্যঞ্জক।

অজিন—মৃগচর্ম্ম। "অজিনং চর্ম্ম কৃত্তিঃ"—(অমর)।

আহা—সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক উক্তি।

কত শত রঙে—নানাবিধ বর্ণে।

দীর্ঘ তরু-মূলে—(ছায়া আছে বলিয়া) বড় গাছের তলায়।

সখি-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়। কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে ;
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার,,সতি, দিতাম বিবাহ

সখি-ভাবে—ছায়া তাপহারিণী বলিয়া 'সখী'।

রঙ্গে—আনন্দে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পঞ্চবটীবাস-বর্ণনায় আছে—"করেন কুরঙ্গগণ সঙ্গ পরিহাস।"

নাচিতাম—কুরঙ্গীকে নাচাইবার জন্য নিজেও নৃত্যের অনুকরণ করিতাম,—দেখাদেখি সেও নাচিত। ইহা কুরঙ্গাদি অহিংসক জীবগণের প্রতি সীতার স্নেহ, বাৎসল্যভাব ও একপ্রাণতা-ব্যঞ্জক। "উত্তরচরিতম্" নাটকে আছে—

"ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ
প্রচলিতচতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্তমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥"

গাইতাম গীত—কোকিলের পঞ্চম-স্বরাত্মক সুমধুর কুহুধ্বনি শুনিয়া আমিও নিজে গীত গাহিতাম। সে সুমিষ্ট কুহুরবের এমনই মহিমা যে, তাহা শুনিলেই মনে মনে গীত আপনা হইতেই আসিত। ইহা প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের সহিত সীতার একপ্রাণতা-ব্যঞ্জক।

নবলতিকার—যে লতিকার প্রথম পুষ্পোদ্গম হয় নাই। ইহাই বিবাহ-যোগ্য সময়।

দিতাম বিবাহ—তরুর সহিত মিলন করিয়া দিতাম।

তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে: দেখিতাম তরল সলিলে

চুম্বিতাম—(মঞ্জরীবৃন্দে)।

নাতিনী বলিয়া সবে—মঞ্জরীবৃন্দকে দৌহিত্রী-সম্বন্ধে "নাতিনী" বলিয়া ডাকিয়া তাহাদিগকে চুম্বন করিতাম।

গুঞ্জরিলে অলি ইত্যাদি—এবং যখন সেই সকল "নাতিনী" মঞ্জরীবৃন্দের কাছে অলি গুঞ্জরিয়া বেড়াইত, তখন সেই অলিকে "নাতিনী-জামাই" বলিয়া নাতিনীদের বরত্বে বরণ করিতাম। এ সকল কথার অন্তর্নিহিত কাব্য-সৌন্দর্য্য এই যে, পঞ্চবটী-বনে নবলতিকা, তরু, মঞ্জরী, অলি, এই সকল লইয়া সীতা একটি বৃহৎ সংসার পাতাইয়া সুখে ছিলেন। নবলতিকা তাঁহার কন্যা, তরু তাঁহার জামাই, মঞ্জরীরা তাঁহার নাতিনী, এবং অলিকুল তাঁহার নাতিনী-জামাই। সংসারের আর বাকি কি? মেয়ে, জামাই, নাতিনী ইত্যাদি লইয়া লোকে সংসারে যে সুখভোগ করে, সীতা পঞ্চবটী-বনে তরু, লতা, অলি ইত্যাদি লইয়াই ঠিক সেইরূপ সুখভোগ করিতেন, ইহাই ভাব।

প্রভুর সহ—রামের সঙ্গে। তরল সলিলে—স্বচ্ছ জলে।

নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব-নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?

নূতন গগনে যেন ইত্যাদি—আকাশ, নক্ষত্রসকল ও চন্দ্র সেই স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলমধ্যে নূতন আকাশ, নূতন নক্ষত্রাবলী ও নূতন চন্দ্রের সৃষ্টি করিত। তিলোত্তমা-সম্ভবে আছে—

"সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজঃ-তেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে।"

নিশাকান্ত-কান্তি—চন্দ্র-শোভা।

নাথের চরণতলে—(রামচন্দ্রের) পদপ্রান্তে।

ব্রততী যেমতি ইত্যাদি—ক্ষুদ্র লতা যেমন প্রকাণ্ড রসাল-মূলে জড়াইয়া থাকে, তেমনি আমি নাথের পদপ্রান্তে বসিতাম।

রসাল—আম্রবৃক্ষ। "আম্রশ্চূতো রসালঃ—(অমর)।

আদরে—আদর দ্বারা অর্থাৎ আদর করিয়া।

হায়—(বিষাদ-ব্যঞ্জক)।

কব কারে ?—কাহাকে বলি অর্থাৎ তুমি ছাড়া সে সব কথা শুনিবে কে ? (সহানুভূতি বিশিষ্ট শ্রোতার অভাব-ব্যঞ্জক)।

শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ. বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,

কব বা কেমনে—কেমন করিয়াই বা বলি, অর্থাৎ সে সকল অনির্ব্বচনীয়।

ব্যোমকেশ—মহাদেব। আকাশব্যাপী কেশে যিনি গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন।

আগম—বেদাদি শাস্ত্র ; মহাদেব দুর্গাকে শাস্ত্রকথা শুনাইতেন।

"আ'গতং শিব বক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ-গিরিজাশ্রুতৌ।
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥"—

আদ্য অক্ষর 'আ', 'গ', ও 'ম' লইয়া 'আগম'।

পুরাণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পঞ্চ-লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত বহু গ্রন্থবিশেষ।

বেদ—ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র-গ্রন্থ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ।

পঞ্চতন্ত্র—মহানির্ব্বাণাদি পঞ্চ তন্ত্র-শাস্ত্র।

কথা—আগম, পুরাণ, বেদ ও পঞ্চতন্ত্র—এই সব বিষয়ক কথা।

পঞ্চমুখ—পঞ্চানন (মহাদেব)।

সেইরূপে—(উমার ন্যায়)।

নানা কথা ! এখনও, বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি

নানাকথা—নানা শাস্ত্র-কথা।

এ বিজন বনে—এই বিজন অশোক কাননে।

ভাবি—"শুনি যেন সে মধুর বাণী," ইহাই ভাবি।

শুনি যেন—যেন শুনিতেছি। রামচন্দ্রের সে সব কথা সীতার মনে এমনই অঙ্কিত রহিয়াছে যে, এখনও যেন তিনি প্রভুর মুখে সেই সব কথা শুনিতেছেন !—কথাগুলি যেন এখনও কানে বাজিতেছে !

সাঙ্গ—যাহা শেষ হইয়াছে, ফুরাইয়াছে, অর্থাৎ সমাপ্ত।

সে সঙ্গীত—"সে মধুর বাণী।"

আয়ত-লোচনা—(সীতা)।

তবে—তখন অর্থাৎ সীতা নীরব হইলে।

ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে—বনবাসের সুখ তুমি যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিলে রাজসুখে ঘৃণা হয়, অর্থাৎ রাজভোগের সুখ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,

রাজ্যসুখ—রাজসুখ। এখানে, রাজারাণীর ভোগসুখ।

হেন বনবাসে—তুমি যেরূপ বনবাসের বর্ণনা করিলে, সেইরূপ বনবাসে।

ভয় হয় মনে—(ত্রবে)।

নিশি—(নিশা)। "নিশা"ই শুদ্ধ। কবি অনেক স্থলেই "নিশা" ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু এখানে ("music of the line") সুরের খাতিরে "নিশি" করিয়াছেন। দীর্ঘ আকারান্ত "নিশা" শব্দের পরেই একারান্ত "যবে" শব্দ সুর নষ্ট করিত।

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে—যেখানে নিশা গমন করে, সেইখানে সবই অন্ধকারময় হইয়া উঠে।

মলিন-বদন—অন্ধকারময় আকৃতি। "বদন" এখানে সমগ্র-আকৃতি-ব্যঞ্জক। "মলিন"—নিশার মলিনতায় মলিন—অর্থাৎ অন্ধকারবৃত।

মধুমতি—(সীতাকে সম্বোধন)। মাধুর্য্যময়ি। সীতার মাধুর্য্যে সকলই মধুর হয়, "মধুমতি" সম্বোধনের এই সার্থকতা।

কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?—
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি

দাসী—(সরমা)।

পিকবর-রব নবপল্লব-মাঝারে সরস মধুর মাসে—কোকিলের ধ্বনি একেই সুমিষ্ট; তাহার উপর আবার যখন সে সরস বসন্তকালে নবীন পল্লব মধ্যে বসিয়া পঞ্চমে ঝঙ্কার দেয়, তখন আরও সুমিষ্ট ; দাসী তাহাও শুনিয়াছে ; কিন্তু ইত্যাদি।

মধুমাখা—সুমিষ্ট।

নীলাম্বর—নীলাকাশে।

মলিন—তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীনজ্যোতিঃ। (সীতার রূপোৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

পিইছেন—পান করিতেছেন। ('পা' ধাতুজ 'পিবতি'র হিন্দী অপভ্রংশ হইতে এই ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন)।

হাসি—আনন্দে হাসিয়া। সীতার বাক্য-সুধাপানের আনন্দই চন্দ্রের হাসির কিরণ।

তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি।
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।”
কহিলা রাঘব-প্রিয়া ;—“এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কতকাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা শূর্পণখা,

দেব সুধানিধি—সুধাধার চন্দ্রদেব। চন্দ্র নিজে সুধার আধার হইয়াও সীতার বাক্য-সুধা আনন্দে পান করিতেছেন, ইহাতে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করা হইল যে, সীতার বাক্য-সুধা চন্দ্রের সুধা অপেক্ষাও অধিকতর সুমধুর।

ও কাহিনী—তোমার (সীতার মুখনিঃসৃত ঐ সকল কথা)।

কহিনু তোমারে—নিশ্চয় বলিতেছি।

এ সবার সাধ—শুধু আমার সাধ নহে—গগনের চন্দ্র হাস্যবদনে তোমার কথা শুনিতেছেন, কোকিল নীরব হইয়া তোমার কথা শুনিতেছে—এ সকলের সাধ মিটাও। ইহাতে সরমার আত্যন্তিক আগ্রহ সূচিত।

সাধ্বি—(সীতাকে সম্বোধন)। সীতা সাধ্বী বলিয়াই তাঁহার হরণ-বৃত্তান্ত শুনিতে এত কৌতূহল, “সাধ্বি” সম্বোধনের এখানে এই সার্থকতা। অসতীর হরণ-বৃত্তান্তে কৌতূহলের বিষয় কিছু থাকিতে পারে না। সতীর হরণই কৌতুহলময়।

কাটাইনু কতকাল—কিছুকাল কাটাইলাম।

দুষ্টা—ব্যভিচারিণী।

বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী কুল-কালি
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে ! ঘোর রোষে সৌমিত্রী-কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া

শূর্পণখা—রাবণের ভগিনী। 'শূর্প' অর্থাৎ কুলার ন্যায় 'নখ' যাহার। জঞ্জাল—উৎপাত, বিপদ্।

শেষে—পরে অর্থাৎ কিছুকাল পঞ্চবটী বনে বাসের পরে।

শরমে—(যাবনিক শব্দ) লজ্জায়।

মরি—(শরমে) মরি অর্থাৎ মৃতপ্রায় হই।

নারী-কুল-কালি—(বিধবা নারীর পরপুরুষ-বরণ-লালসা হেতু) রমণীকুলের কলঙ্ক।

বাঘিনী—বাঘিনী-সদৃশী হিংসক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শূর্পণখার উক্তি—

"পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥"

ঘোর রোষে—বিষম রাগে, বিষম কুপিত হইয়া।

আইল ধাইয়া রাক্ষস—ত্রিশিরা, খর, দূষণ এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ। খর ও দূষণ শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন-ব্যাপার

রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর-মাঝারে!
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে!
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।

শুনিয়া' রামকে মারিবার জন্য প্রথমে রাক্ষস-সেনাপতি-সহ রাক্ষস-সৈন্য পাঠাইয়াছিল, পরে রামহস্তে তাহারা নিধন প্রাপ্ত হইলে, নিজেরাও রামের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে।

তুমুল রণ বাজিল—ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বাজিল—বাজিয়া উঠিল, আরম্ভ হইল।

কুটীর মাঝারে—কুটীরের ভিতর।

কোদণ্ডটঙ্কারে কাঁদিনু—কোদণ্ডের টঙ্কারধ্বনি শুনিয়া (প্রভুর জন্য আশঙ্কায়) কাঁদিলাম।

মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলিপুটে—(যে ভাবে দেবতাকে ডাকিতে হয়)।

ডাকিনু দেবতাকুলে রক্ষিতে রাঘবে—"হে দেবতাকুল রাঘবকে রক্ষা কর" এই মনস্কামনা দেবতাদিগের পদে নিবেদন করিলাম।

আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ—রণক্ষেত্রে আহত রাক্ষসাদির 'আর্ত্তনাদ' ও আক্রমণকারী রাক্ষসগণের 'সিংহনাদ'।

অজ্ঞান হইয়া আমি—(ভয়ে)।

"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি ; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে !) কহিলা কান্ত,—'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী ; ধরিলা সরমা !
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে

এ দশায়—অজ্ঞান অবস্থায়।

স্বজনি—(সরমাকে সম্বোধন)। হে আত্মীয়ে! 'স্বজন' আপন-জন ; স্ত্রীলিঙ্গে 'স্বজনী' ;—সম্বোধনে 'স্বজনি'।

ধন—(প্রেম-ব্যঞ্জক সম্বোধন)। মূল্যবান্ পদার্থ।

হেমাঙ্গি—(সীতাকে সম্বোধন)। হে স্বর্ণবর্ণাঙ্গি !

সহসা পড়িলা ইত্যাদি—"আর কি শুনিব সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—এই বলিয়া সীতা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

নিষাদ—ব্যাধ।

ললিত গীত—কোমল, মধুর, মনোজ্ঞ গীত-ধ্বনি।

স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছট্‌ফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ;—"ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,

স্বর লক্ষ্য করি—গীত-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া, অর্থাৎ যেস্থান হইতে গীত-ধ্বনি আসিতেছে, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া।

শর—বাণ (হানে)। বিষম আঘাতে—বাণাহতা হইয়া।

তেমতি সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে—পাখী বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করিতেছে, এমন সময়ে অদৃশ্যে ব্যাধ কর্তৃক বাণাহত হইলে, সে যেমন সহসা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভূমিতলে পড়ে, সীতাও তেমনি সরমার কোলে পড়িলেন অর্থাৎ সুমধুর পঞ্চবটী-বনবাস কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিরহ-ব্যাধ কর্তৃক শোকবাণাহতা হইয়া যন্ত্রণায় সকাতরে সরমার কোলে পড়িলেন। (বিরহ-শোক মানসিক ব্যাপার ; সুতরাং অদৃশ্যে বাণাহত হওয়ার সহিত সুন্দর উপমিত হইয়াছে)।

সুলোচনা—(সীতা)।

কাঁদি—(সরমা নিজের দোষ বুঝিয়া) কাঁদিয়া।

অকারণে—বৃথা, অপ্রয়োজনে।

হায়, জ্ঞানহীন আমি !” উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;—
“কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি শূর্পণখা-মুখে।

জ্ঞানহীন আমি—নির্ব্বোধ আমি। এ সব কথা বলিতে গেলে যে সীতার মনে কষ্ট হবে, ইহা না বুঝায় ‘জ্ঞানহীন’।

কি দোষ তোমার, সখি—রাম-বিচ্ছেদে যখন সর্ব্বদাই আমার হৃদয় কাতর, তখন ইহাতে আর তোমার দোষ কি ?

মারীচ—তাড়কা-পুত্র, পঞ্চবটীবনবাসী রাক্ষস। মারীচ প্রথমে রাবণকে সীতাহরণরূপ ঘোর দুষ্কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। পরে, দুষ্ট রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মায়া-মৃগের রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে দেখ)।

কি ছলে—কি মায়া দ্বারা। (মায়া বা ছলনা ভিন্ন সীতাকে হরণ করা অসাধ্য)।

মরুভূমে—তৃণ জলাদিহীন বালুকাময় স্থানে।

মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা, জলভ্রান্তি। উত্তপ্ত বালুকাসংলগ্ন বায়ুস্তরে আলোক-কিরণের বক্রগতি-জনিত ভ্রান্ত দৃশ্য, যদ্দ্বারা এইরূপ দেখায় যেন অদূরে জল রহিয়াছে। পিপাসু মৃগ-সকল এই ভ্রান্ত দৃশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া জলের আশায় সেই দিকে বৃথা ধাবমান হয়। এইরূপ অনবরত ইতস্ততঃ ভ্রান্তদৃশ্যাভিমুখে ধাবমান

হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,

হইতে হইতে শেষে পরিশ্রমে ও পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহারই নাম 'মরীচিকা'।

সীতা বলিতেছেন যে, মরুভূমে মরীচিকা যেমন জলভ্রান্তি জন্মাইয়া মৃগদিগকে বিপদে ফেলে, মারীচ তেমনি স্বর্ণমৃগরূপী মায়া দ্বারা আমার ভ্রান্তি জন্মাইয়া অবশেষে আমাকে বিপদে ফেলিল। অবোধ মৃগ যেমন মরীচিকার ছলনা ভেদ করিতে অসমর্থ, সরলমতি সীতাও তেমনি রাক্ষসের রাক্ষসী মায়া ভেদে অসমর্থা;—মৃগের সহিত সীতার উহ্য উপমার ইহাই সার্থকতা।

ছলয়ে—প্রবঞ্চনা করে।

ছলিল—(মারীচ) ছলনা করিল অর্থাৎ মায়ারূপী মনোমুগ্ধকারী স্বর্ণ-মৃগাকার ধারণ করিয়া আমার মনে বাস্তব-মৃগভ্রান্তি জন্মাইল। অবোধ মৃগ যেমন মরীচিকার ছলনা ভেদ করিতে পারে না, আমিও তেমনি মারীচের সে ছলনা ভেদ করিতে পারিলাম না।

শুনেছ—(সীতা ভাবিতে পারেন যে, সরমা নিশ্চয়ই ইহা শূর্পণখার মুখে শুনিয়া থাকিবেন)।

কুলগ্নে—কুক্ষণে। কারণ, পরিণামে রামবিচ্ছেদরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছে।

মগ্ন লোভ-মদে—মৃগলোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই বিচিত্র মায়া-মৃগের লোভে ডুবিলাম; সুতরাং অন্য চিন্তা,

বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি ;
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে ;—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !

আশঙ্কা বা সন্দেহ, কিছুই মনে উদিত হয় নাই ; শুধু ঐ মৃগপ্রাপ্তির কামনাই তখন হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল ;—"মগ্ন" বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

মাগিনু কুরঙ্গে আমি—(স্বর্ণ-বর্ণ বিচিত্র চর্ম্মের জন্য) মৃগকে চাহিলাম।

রক্ষা-হেতু—(আমাকে) রক্ষা করিবার জন্য।

বিদ্যুত-আকৃতি—বিদ্যুতের মত ছুটিয়া পলাইল। 'স্বর্ণমৃগ' রূপে ও গতিতে উভয়তই বিদ্যুতের মত।

মায়া-মৃগ—অপ্রকৃতরূপ-ধারী মৃগ অর্থাৎ প্রকৃত মৃগ নহে, অথচ মৃগরূপধারী।

কানন উজলি—(মৃগের স্বর্ণবর্ণ-রূপ-ব্যঞ্জক)।

বারণারি গতি—সিংহগতি। মৃগের পশ্চাতে যেমন সিংহ ধাবমান হয়, প্রভুও তেমনি সিংহগতিতে সেই মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন।

হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী—সেই যে নয়নানন্দ (রাম) মৃগের পশ্চাতে চলিয়া গেলেন, তার পর আর তাঁহাকে দেখি নাই—সেই অবধি তাঁহাকে হারাইয়াছি।

"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !'—চমকিলা সৌমিত্রি-কেশরী।
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল,

সহসা—প্রভু মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইবার পরে হঠাৎ।

আর্ত্তনাদ—কাতর ধ্বনি অর্থাৎ কাতরতা-ব্যঞ্জক শব্দ।

কোথারে লক্ষ্মণ ভাই, ইত্যাদি—(এই আর্ত্তনাদ)।

চমকিলা সৌমিত্রি-কেশরী—একটা মৃগ মারিতে গিয়া রাম এরূপ বিপদাপন্ন হইবেন এবং কাতরস্বরে ঐরূপ চীৎকার করিবেন, ইহা লক্ষ্মণ কখন মনেও করেন নাই ; অথচ আর্ত্তনাদ যেন রামেরই। সেইজন্য ঐরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া লক্ষ্মণ চমকিয়া উঠিলেন।

চমকি—সীতাও রামের আর্ত্তনাদে, আশঙ্কায় চমকিতা হইয়া।

ধরিয়া হাত—লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া। 'হাত ধরিয়া' অনুরোধ করিলে সবিশেষ অনুরোধ বুঝায়।

মিনতি—অনুরোধ।

বায়ুগতি—বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি। পশ—প্রবেশ কর।

দেখ, কে ডাকিছে তোমা—যদিও বীর রামচন্দ্রের পক্ষে এরূপ সহজ কর্ম্মে বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবু ঐ

শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !'
"কহিলা সৌমিত্রি ;—'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?

আর্ত্তনাদ শুনিয়া বোধ হইতেছে, বুঝি-বা তিনিই বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।

কাঁদিয়া উঠিল—(প্রাণ)।

এ নিনাদ—এ আর্ত্তনাদ—"কোথারে লক্ষ্মণ ভাই" ইত্যাদি।

বুঝি—বোধ হইতেছে যেন।

তোমা ডাকিছেন, রথি—হে রথি, অর্থাৎ বীরবর লক্ষ্মণ। বুঝি রঘুনাথ বিপদে পড়িয়া সাহায্যার্থ তোমাকে ডাকিতেছেন। "রথি" সম্বোধন বীরত্ব-ব্যঞ্জক।

কেমনে পালিব আজ্ঞা তব—কুটীর ছাড়িয়া দূরবনে যাইতে আপনি যে আজ্ঞা দিলেন, তাহা কিরূপে পালন করিব ? সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া যাওয়ার অযৌক্তিকতাই আজ্ঞাপালনের প্রতিবন্ধক।

একাকিনী কেমনে রহিবে—(সীতার পক্ষে এই রাক্ষস-সমাকুল বিজন বনে 'একাকিনী' কুটীরে থাকার অযৌক্তিকতা হেতু)।

কত যে মায়াবী রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা—(একাকিনী থাকিলে সীতার পক্ষে বিপদের কারণ কথিত হইতেছে)।

কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু

ভ্রমিছে—ভ্রমিতেছে।

কাহারে ডরাও তুমি—(রাম-সম্বন্ধে) কাহাকে ভয় কর ? অর্থাৎ রামকে বিপদে ফেলিতে পারে, এমন কাহাকে ভয় কর ?.

এরূপ শক্তিমান্ কেহই নাই যে, রামকে বিপদে ফেলিতে পারে, এই ভাব।

হিংসিতে—হিংসা করিতে, মারিতে।

রঘুবংশ-অবতংসে—রঘুকুলালঙ্কার রামকে। অলঙ্কার দ্বারা যেমন দেহ শোভা পায়, রঘুবংশও তেমনি বীর-রামের দ্বারা শোভা পাইয়াছে। 'অবতংস' শ্রেষ্ঠতা-ব্যঞ্জক। রঘুবংশে অনেক বীর জন্মিয়াছেন ; রাম আবার সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং সে রামকে হিংসা করে, কার সাধ্য।

ভৃগুরাম-গুরু বলে—রামচন্দ্র, যিনি ভুজবলে ভৃগুরামেরও গুরু। বিবাহের পরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে, পথে ভৃগুরামের সহিত রামচন্দ্রাদির দেখা হয়। তাহাতে ভৃগুরাম রামের বল পরীক্ষার জন্য রামকে তাঁহার নিজের ধনুক দিয়া তাহাতে গুণ দিতে বলেন। রাম অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সেই ধনুকে অম্লানবদনে গুণ দিয়া ভৃগুরামকে চমকিত করিলেন। তখন ভৃগুরাম নিজের হীনতা স্বীকার করিয়া রামকে অসাধারণ

আৰ্ত্তনাদ ;—'মরি আমি! এ বিপত্তি কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই! কোথায় জানকি?'—
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—

বীর জ্ঞানে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া চলিয়া গেলেন। স্তবস্তুতি করা গুরুর ন্যায় সম্মান-ব্যঞ্জক বলিয়া রাম "ভৃগুরাম-গুরু।"

"শ্রীরামের স্তুতি করি শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিজ ধাম॥"—(কৃত্তিবাস)।

আবার শুনিনু আৰ্ত্তনাদ—লক্ষ্মণ যখন সীতাকে অভয় ও আশ্বাস দিতেছেন, এমন সময়ে আবার সেইরূপ আৰ্ত্তনাদ হইল। রামায়ণে একবারই ঐরূপ আৰ্ত্তনাদ আছে। এখানে দুইবার আৰ্ত্তনাদ কাব্যাংশে ভালই হইয়াছে।

ধৈরয ধরিতে আর নারিনু—যখন দ্বিতীয়বার এইরূপ আৰ্ত্তনাদ শুনিলাম, তখন কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না।

ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত—লক্ষ্মণকে শীঘ্র বনমধ্যে গমনের জন্য অনুরোধ করিতে সীতা লক্ষ্মণের হাত ধরিয়াছিলেন—"চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি"। এখন লক্ষ্মণের উপর ক্রোধে সীতা লক্ষ্মণের হাত ছাড়িয়া দিলেন।

কহিনু কুক্ষণে—সীতা লক্ষ্মণকে এইরূপ তীব্র তিরস্কার করাতেই লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে সীতাহরণ-ব্যাপার ঘটিয়াছিল ;—তাই 'কুক্ষণে'।

'সুমিত্রা শ্বাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী

কে বলে ইত্যাদি—সুমিত্রার ন্যায় এমন দয়াবতী জননীর গর্ভে তোর মত নিষ্ঠুর সন্তানের জন্ম হইয়াছিল, এ কথা কে বলে ? অর্থাৎ ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ, দয়াবতী জননীর গর্ভে কি এমন নির্দ্দয় সন্তানের জন্ম হয় ?

নিষ্ঠুর—(লক্ষ্মণকে সম্বোধন)। তুই এমনি নিষ্ঠুর যে, তুই সুমিত্রার মত দয়াবতী জননীর গর্ভে জন্মিয়াছিস্, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

পাষাণ—(কাঠিন্য-ব্যঞ্জক)।

ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী ইত্যাদি—তোর এরূপ নির্দ্দয় হৃদয় দেখিয়া আজ আমি বুঝিলাম যে, তুই মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস্ নাই, কোন মানবী কর্ত্তৃক পালিতও হইস নাই ;—তাহ'লে এত নির্দ্দয় হইতিস্ না। নিশ্চয়ই ঘোর-বন-বাসিনী কোন বাঘিনী তোকে জন্ম দিয়াছে ও পালন করিয়াছে ;—তাই তুই বাঘের মত নির্দ্দয়।

বীরাঙ্গনা-কাব্যে ভানুমতী-পত্রিকায় ভীম-সম্বন্ধে আছে—

"——— ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে ; নর-নারী-স্তনদুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ ! হেন নর-যমে ?"

জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,

ইতালীয় কবি Tasso-র কাব্যে আছে—

"——and wild wolves that rave
On the chill crags of some rude Appinine
Gave his youth suck——"

(Jerusalem Recovered, Canto IV.)

ইতালীয় কবি Virgil-এর "Æneid"-কাব্যেও দেখা যায়—

"Not sprung from noble blood nor goddess-born.
But hewn from hardened entrails of a rock,
And rough Hyrcanian tigers gave thee suck."

দুর্ম্মতি—(লক্ষ্মণকে সম্বোধন)। রে কুমতিশালি! কোন দুষ্ট অভিপ্রায় লক্ষ্মণের মনে থাকিতে পারে, 'দুর্ম্মতি' সম্বোধনে ইহারই ইঙ্গিত।

রে ভীরু ইত্যাদি—ইহা লক্ষ্মণের মত বীরের প্রতি বড়ই তীব্র অবমাননা-সূচক গালি।

যাব আমি—(ইহাতে লক্ষ্মণের প্রতি তীব্রোক্তি তীব্রতর হইয়াছে)। সত্যই রাম বিপদগ্রস্ত কি না, দেখিতে আমিই যাইব; আর তুমি, পুরুষ হইয়াও কাপুরুষের মত কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া থাক, ইহাই ভাব। সীতা "যাব আমি" বলায় লক্ষ্মণ যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; উপায়ান্তর ছিল না। নতুবা সীতাই যাইতেন। এই কৌশলে কবি, রামায়ণের মত

দেখিব করুণ-স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?'—ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !

সীতার মুখে অকথ্য কথার প্রয়োগ না করিয়াও লক্ষ্মণকে যাইতে বাধ্য করিয়াছেন।

করুণ-স্বরে—(বিপদ-ব্যঞ্জক) কাতর-স্বরে।

কে স্মরে আমারে—"কোথায় জানকি" বলিয়া কে আমার নাম লইতেছে (দেখিব) অর্থাৎ রামই সত্য সত্য আর্তনাদ করিতেছেন, কি, উহা কোন মায়াবী রাক্ষসের মায়া মাত্র, তাহা আমি নিজেই বনমধ্যে গিয়া দেখিব।

ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে—('চাহিয়া' ক্রিয়ার বিশেষণ)। ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু ক্রোধ-ব্যঞ্জক।

নিমিষে—চক্ষের পলক পড়িতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ।

মাতৃ-সম—জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য ; সুতরাং তদীয় পত্নী মাতার ন্যায় মাননীয়া। ইহাই সাধারণ নিয়ম। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে পিতা অপেক্ষাও অধিকতর ভক্তি করিতেন—এমন কি রামকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহার চরণ-সেবা করিতেন। সুতরাং লক্ষ্মণের মনে সীতাদেবী—প্রকৃতই মাতৃস্বরূপা ছিলেন। তা

যাই আমি ; গৃহ-মধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,

ছাড়া, বনগমন-কালে লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রা-জননীর সবিশেষ অনুজ্ঞাও ছিল ;—বাল্মীকি-রামায়ণে দেখ—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

মানি—মান্য করি।

তেঁই সহি—সেই জন্য (কোন উত্তর বা প্রতিবাদ না করিয়া) সহ্য করি।

এ বৃথা গঞ্জনা—এ অনর্থক গালি। "বৃথা' অহেতুকত্ব-ব্যঞ্জক।

কি ঘটে—কি বিপদ ঘটে।

কত যে ভাবিনু—রামের জন্য ভাবনা ত ছিলই, তাহার উপর আবার লক্ষ্মণ যখন, "কে জানে কি ঘটে আজি ?" ইত্যাদি ভয়ের ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন নানারূপ দুর্ভাবনা হইতে লাগিল।

বিরলে—একা।

আহ্লাদে নিনাদি—(আহারাদি পাইবার আশায়) আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে। (সুন্দর স্বভাবোক্তি)।

কুরঙ্গ, বিহঙ্গ আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ, করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,

বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত—পক্ষী এবং নানাবিধ পশু-শিশু। এখানে মৃগ অর্থে সাধারণ পশু।

সদাব্রত-ফলাহারী—এই সকল পশুপক্ষীদিগের জন্য সীতা ফলের সদাব্রত করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রতিদিন উহারা আসিলে সীতা ফল দিতেন এবং উহারা তাহা খাইত :—ইহাই 'সদাব্রত'। নিত্যদত্ত-ফলাহারী।

আসি উতরিল সবে—অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও পশু, পক্ষী আদি অতিথি সকল কুটীরের দ্বারে আহারার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে আছে—

"অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম।"

তা সবার মাঝে—সেই পশুপক্ষী, কুরঙ্গ, করভ, করভীর মধ্যে।

চমকি—সীতা কোন দিন কোন যোগীকে এরূপ অতিথি-বেশে আসিতে দেখেন নাই, আজি হঠাৎ দেখিলেন, ইহাই চমকিত হইবার কারণ।

বৈশ্বানর সম তেজস্বী—অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী।

বিভূতি অঙ্গে—ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসী-ব্যবহৃত মৃন্ময় বা কাষ্ঠময় জলপাত্রবিশেষ।

শিরে জটা ! হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?

জটা—(জট্ শব্দজ—জট্—একত্র জড় হওয়া)। সংহত কেশ। 'বিভূতি অঙ্গে', 'কমণ্ডলু করে,' 'শিরে জটা',—এই তিনই সন্ন্যাস-পরিচায়ক।

হায়—যে বিষম ভ্রমের জন্য উপস্থিত এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সেই ভ্রমের নিমিত্ত আক্ষেপ-ব্যঞ্জক।

জানিতাম যদি ফুল-রাশি মাঝে ইত্যাদি—দুষ্ট (শ্রী দুরাচার) ফুলরাশি-আবৃত কাল-সর্প-সদৃশ, ইহা যদি জানিতাম। বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে, শিরে জটা, যোগিবেশধারী দুষ্ট কামুক রাবণ যেন ফুল-রাশির মধ্যে কাল-সর্প। যোগিবেশ এখানে ফুল-স্বরূপ এবং সেই যোগিবেশের মধ্যে কামুক রাবণ যেন কাল-সর্প। যোগিবেশ অর্থাৎ অঙ্গে বিভূতি, করে কমণ্ডলু, শিরে জটা, এ সকলের ন্যায় ফুলও পবিত্রতা-ব্যঞ্জক। আর, দুষ্ট পাপাচারী রাবণ কাম-বিষে সতী নারীর পক্ষে বিষাকর কালসর্প-সদৃশ।

পূর্ব্বতন এক টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ—"মৃগশিশু, করভ, করভী, এ সকল ফুল-স্বরূপ। সদাব্রত-ফলাহারী জন্তুদলের মধ্যে রাবণ কালসর্পবেশে প্রবেশ করিয়াছে"। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিমল সলিলে বিষ—যোগিবেশে পাপাচারী, বিমল জলে

"কহিল মায়াবী ;—'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে !'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু,—'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে ; অতি

বিষ-স্বরূপ। পবিত্রতা-ব্যঞ্জক যোগিবেশ—'বিমল সলিল' এবং তাহার ভিতরে কু-অভিপ্রায়—'বিষ'।

তা হলে—যদি জানিতাম যে, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে, জটাধারী ফুলরাশি-মাঝে কালসর্প, বিমল সলিলে বিষ অর্থাৎ যোগী-বেশে কামুক, তা হলে কি তাহাকে যোগিভ্রমে প্রণাম করিতাম ?

মায়াবী—মায়া-যোগিবেশধারী, অর্থাৎ যে ছলনা করিবার জন্য যোগিবেশ ধরিয়াছে।

অন্নদা এ বনে তুমি—অন্নদা যেমন অন্নদাত্রী, তুমিও তেমনি এ পঞ্চবটী-বনে অন্নদা-রূপিণী।

অতিথে—অতিথিকে (ভিক্ষা দেহ)।

আবরি বদন—(স্ত্রীজনোচিত লজ্জায়) মুখ আবরণ করিয়া, ঢাকিয়া।

কর-পুটে—(সসম্ভ্রম-নিবেদন-সূচক) করজোড় করিয়া।

প্রভু—(সম্বোধন-পদ নহে, প্রথম পুরুষ)। সন্ন্যাসী-দেব।

এখানে 'প্রভু' পদ সম্বোধন-বাচক নহে। অপরিচিত পর-পুরুষকে সাক্ষাৎ সম্বোধন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বাক্যালাপ কুলবধূর পক্ষে সঙ্গত নহে। 'প্রভু' শব্দের পূর্ব্বে ও পরে

ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি ;—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।

কোন ছেদ না থাকাতে এইরূপ অর্থই সঙ্গত এবং কবির মনোগত বলিয়া বোধ হয়। "তরুমূলে অজিনাসনে বসিয়া প্রভু (সন্ন্যাসী ও অতিথিদেব) বিশ্রাম লভুন"—এইরূপ অন্বয়ই সঙ্গত।

আসিবে—(আসিবেন)।

রাঘবেন্দ্র যিনি—(রাম)। পতির নাম বলিয়া, সীতার মুখ দিয়া এ কাব্যে কবি রাম-নাম উচ্চারণ করান নাই। রঘুনাথ, রঘুবীর, রাঘবেন্দ্র, প্রভু ইত্যাদি বলিয়া সীতা রামের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

দুর্ম্মতি—কুমতি রাবণ, যাহার মনে নারীহরণরূপ দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল।

প্রতারিত রোষ—রাগের ছলনা। ছলনা করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম রাগ।

কহিনু তোমারে—(নিশ্চয়ার্থ-জ্ঞাপক)।

নহে কহ—নতুবা বল যে, ভিক্ষা দিব না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে ;—

"রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর॥"

অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,

বিরত কি আজি—অতিথি-সেবায় তুমি এখন কি বিমুখ হইয়াছ ? 'আজি' বলায় পূর্ব্বে বিরত না থাকা বুঝাইতেছে অর্থাৎ অযোধ্যার রাজ-সংসারে থাকিতে নিশ্চয়ই অতিথি-সেবা-তৎপর ছিলে, এখন কি তাহাতে বিমুখ হইয়াছ ?

রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে ইত্যাদি—রঘুবংশরূপ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বস্তুর উপর তুমি কি এই অতিথি-অবমাননারূপ দুর্ণাম-কালিমা ঢালিতে চাও ?—অর্থাৎ এই দুর্ণাম দ্বারা তুমি কি অকলঙ্ক রঘুবংশকে কলঙ্কিত করিতে চাও ?

তুমি রঘু-বধূ—তুমি (সেই অকলঙ্ক) রঘুকুলের কুলবধূ হইয়া। রঘু-বধূ এখানে উচ্চ ও মহানুভব কুল-ব্যঞ্জক অর্থাৎ এমন বংশের বধূ হইয়াও কি তুমি অতিথি-সেবায় বিরত ?

এখানে এক টীকাকার 'রঘুবধূ' শব্দে সম্বোধন পদ বুঝিয়া বলিয়াছেন যে উহা 'রঘুবধূ' না হইয়া 'রঘুবধু' হওয়া উচিত ছিল। কাব্য না বুঝিয়া কবিকে দোষ দেওয়া বেজায় ধৃষ্টতা। 'তুমি রঘু-বধূ' অর্থাৎ তুমি রঘুবধূ হইয়া, "রঘুর বংশে চাহকি ঢালিতে এ কলঙ্ক-কালি" ?—এইত সুন্দর অর্থ। তবে জোর করিয়া "রঘুবধূ"কে সম্বোধন-পদ ভাবিবার প্রয়োজন কি ? তাহা করিতে হইলে শুধু "বধু" করিলে হইবে না ; "কলঙ্ক-কালি"র পরে ছেদ (,) উঠাইয়া, "তুমি"র পরে (,) বসাইতে হইবে। মূল যেমন

কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ;—
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি
মোর শাপে ।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে ;—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল

আছে তাহাতে যখন সমর্থ হয়, তখন এত কাণ্ড করিয়া অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইবার প্রয়োজন কি ?

কি গৌরবে ইত্যাদি—কিসের অহঙ্কারে অর্থাৎ কি এমন অত্যুচ্চ পদ পাইয়াছ যে, তাহার বলে ব্রহ্ম-শাপকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ ? এখানে ভিক্ষা না দিলে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ (যোগিবেশ-ধারী রাবণ) শাপ দিবেন, ইহাই ভাব।

নহে—নতুবা।

দুরন্ত রাক্ষস এবে ইত্যাদি—সীতার মনে ভয়োৎপাদন করাই এই কপট শাপোক্তির উদ্দেশ্য। আজ হইতে দুরন্ত রাক্ষস (রাবণ) রামের শত্রু হইল, এই মিথ্যা শাপ দিয়া যোগিবেশ-ধারী রাবণ সীতাকে ভয় দেখাইলেন।

হায় লো, স্বজনি—(লজ্জা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া বাহিরে আসাতে হরণরূপ কুফল ফলিল, এই আক্ষেপ-ব্যঞ্জক।

বাহিরিনু—কুটীর-সীমার বাহিরে আসিলাম।

ভয়ে—ব্রহ্ম-শাপের ভয়ে অর্থাৎ উহা নিবারণার্থ।

না বুঝে—না জানিয়া ; বিপদে পড়িতেছি, ইহা না জানিয়া।

পা দিনু ফাঁদে—পক্ষী ধরিবার জন্য ব্যাধ যে ফাঁদ পাতে,

হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি !
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া

পক্ষী যেমন না বুঝিয়া তাহাতে পা দেয়, নিষ্ঠুর ব্যাধ-রূপী রাবণ আমাকে ধরিবার জন্য ভিক্ষার ছলনারূপ যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, আমি অবোধ পক্ষীর মত তেমনি না বুঝিয়া সেই ফাঁদে পা দিলাম অর্থাৎ কপট অতিথির কপট রোষ না বুঝিয়া, সত্য অতিথিদের সত্য-সত্যই রুষ্ট হইতেছেন ভাবিয়া, কুটীর-বাহিরে আসিয়া তাহার হস্তগত হইলাম।

অমনি ধরিল—পক্ষী ফাঁদে পড়িলে, ব্যাধ যেমন তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরে।

হাসিয়া—(কামীর প্রেমছলনা-ব্যঞ্জক)।

ভাসুর তব—সরমার ভাসুর অর্থাৎ রাবণ।

সাথে—(প্রাদেশিক ব্যবহার)। সঙ্গে।

চরিতেছিল— পূর্ব্ব পংক্তির "ভ্রমিতেছিনু"র পরেই 'চরিতেছিল' ব্যবহার শ্রুতিমধুর হয় নাই।

দূর—(বিশেষণ) দূরস্থ।

গুল্ম-পাশে—ছোট ছোট গাছের ঝোপকে 'গুল্ম' বলে ; তাহার পার্শ্বে।

ঘোরনাদ—(বাঘের) ভয়ঙ্কর শব্দ।

ভয়াকুলা—ভীতা (হইয়া)।

ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !
'রক্ষ, নাথ' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি

ইরম্মদাকৃতি—"প্রকৃতিবাদ" বলেন, এখানে 'ইরম্মদ' অর্থে হস্তী অর্থাৎ হাতীর মত বাঘ মৃগীকে ধরিল। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। 'ইরম্মদাকৃতি'কে বাঘের বিশেষণ করিলে অর্থ হইবে, উজ্জ্বলবর্ণে ও গতিতে বজ্রের ন্যায়। এখানে বর্ণ অপেক্ষা ক্ষিপ্রতাই লক্ষ্য অর্থাৎ বজ্র যেমন শীঘ্রগতিতে পড়ে, বাঘ তেমনই শীঘ্রগতিতে মৃগকে ধরিল। ("Quick as lightning") ইতিপূর্ব্বে আছে—

"বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়ামৃগ কানন উজলি"।

রক্ষ নাথ—হে নাথ, মৃগীকে শার্দ্দূল-গ্রাস হইতে রক্ষা কর।

পড়িনু চরণে—(রামের)।

শরানলে—শররূপ অনলে অর্থাৎ ঘোর জালাকর বাণাঘাতে।

শূর-শ্রেষ্ঠ—(রাম)।

ভস্মিলা—(শরানলে) ভস্ম করিলেন। অর্থাৎ মারিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্তে—দেখিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ।

যতনে তুলি—সযতনে (হতচেতনা মৃগীকে) কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া।

বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে!
পূরিনু কানন আমি হাহাকার-রবে!
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!

বন-সুন্দরীরে—মৃগীকে। সৌন্দর্য্য-হেতু মৃগী 'বন-সুন্দরী'।

সখি—(সরমাকে সম্বোধন)।

রক্ষঃ-কুল-পতি, সেই শার্দ্দূলের রূপে ইত্যাদি—যে বাঘ ও হরিণের কথা বলিলাম, রাবণ ঐ বাঘের মত হইয়া (নিরপরাধা হরিণী) আমাকে ধরিল।

কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে ইত্যাদি—হরিণীকে আমি বাঁচাইয়াছিলাম, কিন্তু অভাগিনী আমাকে কেহই বাঁচাইতে আসিল না।

এ অভাগা হরিণীরে—রাবণরূপ ব্যাঘ্রের কবলগ্রস্তা এই হত-ভাগিনী হরিণীকে অর্থাৎ আমাকে।

শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া সীতার বোধ হইয়াছিল যেন, কেহ সীতার দুঃখ দেখিয়া কাঁদিতে-ছেন। অসহায় অবস্থায় বিপদে পড়িলে এমনই জ্ঞানহারা হইতে হয়।

দাসীর দশায়—আমার এই হরণরূপ-দুর্দ্দশা দেখিয়া।

কাতরা—(হইয়া)।

কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন ! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে ?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?

কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন—মাতা বনদেবীর সে কাতর-ক্রন্দন বৃথা হইল অর্থাৎ দুরাত্মা রাবণ বনদেবীর সে কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাতও করিল না।

হুতাশন-তেজে গলে লৌহ ইত্যাদি—লৌহের ন্যায় কঠিন বস্তু অগ্নিতেজেই গলে—বারি-ধারায় তাহাকে গলান যায় না। মাটির মত নরম জিনিষই জলে গলে, লৌহ জলে গলে না। তদ্রূপ রাবণের কঠিন হৃদয় রমণীর করুণ ক্রন্দনে গলিবার নহে, কোন তেজস্বী বীরপুরুষ বিক্রম দ্বারা রাবণকে দমন করিতে পারিত অর্থাৎ রাবণ বীরের কাছে জব্দ—কিন্তু অশ্রু-বর্ষণে গলিবার লোক নহে। লৌহকে গলাইতে গেলে আগুন চাই—বারি-ধারার কর্ম্ম নহে।

বারি-ধারা—করুণ ক্রন্দন, কোমলত্বে বারি-ধারার ন্যায়।

অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া—যে হৃদয় কঠিন, তাহা কি অশ্রুবিন্দুর কাছে পরাভব স্বীকার করে ?

সপ্তম সর্গে আছে—

" * * * অশ্রুবারি-ধারা,
হায়রে, দ্রব্যে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? * * *"

দূরে গেল জটাজূট—ছদ্ম জটাজূট দূরীভূত হইল।

"দূরে গেল জটাজূট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইল রথ রথা। কালসর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,

কমণ্ডলু দূরে—জাল কমণ্ডলু দূরীভূত হইল। ছদ্ম যোগিবেশ ছাড়িয়া, রাবণ এখন নিজ রাজরথী-বেশে প্রকাশিত হইলেন।

রাজরথী-বেশে—যে বীরবেশে রাজারা রথারোহণ করেন।

মূঢ়—(এখন আর যোগী নহে)। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, পামর।

কত—কত কথা। কভু—কখন, এক সময়ে।

রোষে গর্জ্জি—(ভয় দেখাইয়া)।

কভু—আবার কখন, অন্য সময়ে।

সুমধুর স্বরে—(প্রেমালাপ-ব্যঞ্জক)।

শরমে—লজ্জায়। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি।

কালসর্প-মুখে—কালসর্প-গ্রস্ত হইয়া। কালসাপ যখন ব্যাঙকে ধরিয়াছে, কিন্তু গিলে নাই।

কাঁদে যথা ভেকী—(বৃথা)। ব্যাঙ যেমন কালসর্প-গ্রস্ত হইয়া 'বৃথা' সকরুণ চীৎকার করে অর্থাৎ কাল-সাপের কাছে যেমন সে ক্রন্দনে কোন ফল হয় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥"

বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া

"গরুড়ের মুখে সাপিনী" অপেক্ষা "কাল-সর্প-মুখে ভেকী" অধিকতর কাতরতা-ব্যঞ্জক। যাঁহারা সর্প-মুখে ভেকের বারম্বার সকরুণ চীৎকার শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সে আর্ত্তনাদ কিরূপ হৃদয়বিদারক! তা ছাড়া, কালসর্পের খলস্বভাব রাবণের প্রতি ও ভেকীর নিরীহতা সীতার প্রতি সুন্দর খাটিয়াছে। সাপ বিপদগ্রস্ত হইলেও 'কাঁদে' না; কারণ, সাপের মুখে শব্দ হয় না। কিন্তু ভেকের হয়; ভেক আনন্দে একপ্রকার শব্দ করে, বিপদে অন্যপ্রকার করুণ শব্দ করে। তাই "কাঁদে যথা ভেকী" খুবই সঙ্গত; তবু কেন যে এক টীকাকার কৃত্তিবাসের 'সাপিনীর' পক্ষঃপাতী হইলেন, বুঝি না। উপমায় উপস্থিত ব্যাপার ছাড়িয়া অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা সাধারণ রীতি নহে। আর, সীতার দেহ ও মন কোমল বলিয়া ভেকীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ব্যাখ্যাও নিতান্ত হাস্য-জনক। এখানে সীতার দেহ উপমার লক্ষ্য নহে,—তাঁহার শক্তিহীনতা, অসহায়তা (helplessness) এবং তাঁহার করুণ ক্রন্দন।

আমি কাঁদিনু—(বৃথা)। কাল-সর্পরূপী রাবণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, 'বৃথা' কাঁদিতে লাগিলাম অর্থাৎ কবলিতা ভেকীর করুণ চীৎকারে যেমন কালসর্প কর্ণপাত করে না, তেমনি আমার সেই করুণ ক্রন্দনে রাবণও কর্ণপাত করিল না। 'বৃথা' উভয় পক্ষেই খাটিবে।

অভাগীর আর্ত্তনাদ ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে লড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?

স্বর্ণ-রথ-চক্র—সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ-চক্র।

ঘর্ঘরি নির্ঘোষে—তুমুল ঘর্ঘর শব্দে ঘুরিয়া।

পূরিল কানন-রাজী—সমস্ত বনরাজীকে শব্দায়মান করিয়া তুলিল। দ্রুতগামী রথের চক্র-ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত বনভূমিকে যেন শব্দায়মান করিয়া তুলিল।

হায়—(বিষাদ-সূচক)।

ডুবাইয়া অভাগীর আর্ত্তনাদ—সেই বিষম রথচক্র-ধ্বনিতে অভাগীর (সীতার) করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি (মৃদুত্ব-হেতু) ডুবিয়া গেল অর্থাৎ মহান রথচক্র-ধ্বনিতে সীতার সে ক্ষীণ ক্রন্দন-স্বর শুনা গেল না।

ত্রস্ত তরুকুল—পড়িবার ভয়ে 'ত্রস্ত'।

লড়ে মড়মড়ে—(বায়ুবলে) মড়মড় শব্দে আন্দোলিত হইতে থাকে।

কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী—ঝড়ে গাছ যখন ভয়ানক মড়মড় শব্দে দোলে, তখন যদি সেই বৃক্ষোপরিস্থিতা ভীতা কপোতী সকরুণে কুহরিতে থাকে, তাহা হইলে গাছের সেই ভীষণ মড়মড় শব্দের মধ্যে কপোতীর কাতর ধ্বনি যেমন শ্রুতিগোচর হয় না, রথ-চক্রের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে সীতার ক্রন্দন-ধ্বনিও তেমনি ডুবিয়া গেল অর্থাৎ শুনা যাইতে লাগিল না।

ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু,

ফাঁফর—(চলিত শব্দ)। বুদ্ধিহীন অথবা উপায়হীন।

ছড়াইনু পথে—রথে করিয়া আসিতে আসিতে স্থানে-স্থানে ঐ সব অলঙ্কার এক-একখানি করিয়া ফেলিতে লাগিলাম। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন॥
আভরণ গলার ফেলিল সীতা দেবী।
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি-মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা॥"—(অরণ্যকাণ্ড)

এ পোড়া দেহে—এ দগ্ধ দেহে—যাহা রাবণের ন্যায় দুরাত্মা স্পর্শ করিল। "পোড়া" অবজ্ঞা-সূচক।

রক্ষোবধূ—(রক্ষোবধূকে সম্বোধন)।

বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে—সরমা প্রথমে বলিয়াছিলেন :—

"————কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।"—

তাহারই উত্তরে, সীতা বলিতেছেন যে, তাঁহার দেহে যে অলঙ্কার নাই, ইহাতে রাবণের দোষ নাই, তিনি নিজেই

আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।”
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা;
“এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান-তারে। সফল করিলা

অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার “চিহ্ন-হেতু” পথে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সীতা-চরিত্রের কি সুন্দর পরিস্ফুটন!

নীরবিলা শশিমুখী—“বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে” বলিয়া সীতা এ কথার এক-প্রকার শেষ করিয়া দিলেন। সরমা নাকি দুঃখে বলিয়াছিলেন যে, আহা, নিষ্ঠুর রাবণ কেমন করিয়া ও বরাঙ্গের অলঙ্কারগুলি কাড়িয়া লইল! তাহাতে সে কথার প্রতিবাদ করিয়া সীতা তাঁহার হরণ-বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন এবং অলঙ্কার-ত্যাগ পর্য্যন্ত বলিয়া কথা এক-প্রকার সমাপ্ত করিয়া বলিলেন—“বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।”

শশিমুখী—(সীতা)।

এখনও তৃষাতুরা এ দাসী—সরমা বলিতেছেন যে, এখনও তিনি সীতার কাহিনী শুনিবার জন্য লালায়িত, সুতরাং কথা এখানেই শেষ করিলে চলিবে না।

তৃষাতুরা—সীতার কথারূপ সুধাপানে অতৃপ্তা—এখনও তৃষা মিটে নাই অর্থাৎ আরও শুনিতে চাহি।

দেহ সুধা-দান তারে—দাসীকে (সরমাকে) তোমার বাক্যরূপ সুধা-দান দেও, তোমার অপূর্ব্ব সুমধুর কাহিনী শুনাও।

সফল করিলা শ্রবণ-কুহর—(এ অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়া)।

শ্রবণ-কুহর আজি আমার !" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দুনিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি !

ইন্দুনিভাননা—চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার, চন্দ্রাননা (সীতা)।

লালসা—একান্ত ইচ্ছা, ঔৎসুক্য (হয়)।

শুন লো—(তবে) শুন লো।

বৈদেহীর দুঃখ কথা—(হতভাগিনী) সীতার দুঃখের কাহিনী।

কে আর শুনিবে—তুমি (সরমা) বিনা আর কে শুনিবে, কারণ আর সকলেই এখানে আমার শত্রু।

যায় ঘরে—(পাখীকে লইয়া)।

চালাইল রথ লঙ্কাপতি—(আনন্দে)।

সে পাখী—নিষাদ কর্ত্তৃক ধৃত সেই পাখী।

ছটফটি—(অস্থিরতা-ব্যঞ্জক)।

ভাঙিতে শৃঙ্খল তার—তাহার পায়ের শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন কাটিবার জন্য সেই পাখী যেমন অস্থির হইয়া চীৎকার শব্দ করিতে থাকে, আমিও মুক্তি পাইবার জন্য তেমনি রোদন করিতে লাগিলাম।

"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!

শব্দবহ—(আকাশের বিশেষণ) যে শব্দ বহন করে।

আরাধিনু মনে মনে—মনে মনে আকাশ, বায়ু, মেঘ, ভ্রমর, ও কোকিল, এই সকলকে সম্ভাষণ করিয়া আমার উপকারার্থে সাধিলাম,—উপকার প্রার্থনা করিলাম।

কবির 'পদ্মাবতী' নাটকে আছে—পদ্মা। (স্বগত)· "হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ ক'রে আমার এই কথাগুলিন আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও।"

দশা—উপস্থিত এই ঘোর দুর্দ্দশা।

ঘোর রবে—ভয়ানক শব্দে অর্থাৎ বহুদূরে থাকিয়াও রাম ও লক্ষ্মণ যাহা শুনিতে পাইবেন।

রঘু-চূড়া-মণি—রাম।

দেবর লক্ষ্মণ মোর—লক্ষ্মণ, আমার দেবর।

বারিদ—মেঘ।

ভীমনাদী—ভীষণ বজ্রনাদী।

হে ভ্রমর, মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি! গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল!

মধুলোভি—মধুলোভে যে সদা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

ছাড়ি ফুল-কুলে—ক্ষণকালের জন্য ফুলসকল পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মধুপান পরিত্যাগ করিয়া।

'মধুলোভি' সম্বোধনের সার্থকতা এই—হে মধুলোভি: ক্ষণকাল মধুপান ত্যাগ করিয়া, এ বিপদ্‌গ্রস্তা সীতার একটু উপকার কর।

গুঞ্জর নিকুঞ্জে ইত্যাদি—রাম যেখানে আছেন, সেই নিকুঞ্জে গিয়া সীতার হরণ-বার্ত্তা গুঞ্জরিয়া রামকে শুনাও।

গাও পঞ্চস্বরে—পঞ্চম-স্বরে গান কর। কোকিলের স্বর 'পঞ্চম' বলিয়া বিখ্যাত।

সীতার দুঃখের গীত—সীতার হরণরূপ দুঃখকাহিনী কোকিলের মুখে 'গীত'-স্বরূপ হইবে।

মধু-সখা—বসন্ত-সখা।

শুনিবে প্রভু তুমি হে গাহিলে—কারণ, রাম এখন বিরহী। বিরহীর কানে কোকিলের রব বড়ই বাজে।

কেহ না শুনিল—দুঃখিনী সীতার মনে হইতেছে, যেন বাহ্য জগৎ তাঁহার কাতরোক্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিল। রামায়ণেও

"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানাদেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি : কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল

আছে, হরণ-কালে সীতা এইরূপে জনস্থানের বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু, সকলকেই তাঁহার হরণ-বার্ত্তা রামকে কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কনক-রথ—রাবণের স্বর্ণ-রথ (পুষ্পক)। এক টীকাকার "কনক-রথ" উৎকর্ষ-সূচক বুঝিয়া সীতার মুখে উহা 'অস্বাভাবিক' বলিয়াছেন। ফলে, সীতা এখানে কনক-রথ উৎকর্ষার্থে প্রয়োগ করেন নাই—সোণার রথকে সোনার রথ বলায় যথাযথ বর্ণনাই হইয়াছে—প্রশংসার্থে বলা হয় নাই।

এড়াইয়া দ্রুতে ইত্যাদি—শীঘ্র-গতিতে পর্ব্বত-শৃঙ্গ, বন, নদ, নদী ইত্যাদি নানাদেশ ছাড়াইয়া।

অভ্রভেদী—মেঘভেদী অর্থাৎ অতি উচ্চ।

পুষ্পকের গতি—'পুষ্পক' রথ পূর্ব্বে কুবেরের ছিল। পরে রাবণ কুবেরকে জয় করিয়া জয়চিহ্ন-স্বরূপ কুবেরের 'পুষ্পক' রথ হরণ করিয়াছিলেন। তদবধি "পুষ্পক" রাবণের। উহা বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিতেও যেমন সুন্দর, বেগেও তেমনি অপ্রতিহত-গতি ছিল।

সিংহনাদ—সিংহনাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-ধ্বনি।

বাজী-রাজি, স্বর্ণ-রথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর,—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুল-বধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার্ ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর্ নিত্য কর্ম্ম, জানি।

বাজী-রাজি—(রথের) অশ্বসকল।

চলিল অস্থিরে—আগে রথ স্থিরভাবে যাইতেছিল ; কিন্তু এখন রথের ঘোড়া সকল ভীত হওয়ায় রথ অস্থিরভাবে অর্থাৎ বিচলিত ভাবে চলিতে লাগিল।

দেখিনু মিলিয়া আঁখি—এতক্ষণ সীতা চক্ষু বুঁজিয়াই ছিলেন, কিন্তু এই সিংহনাদ শ্রবণে ও রথের এইরূপ অস্থিরগতি বুঝিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন।

গিরি-পৃষ্ঠে বীর—পর্ব্বতোপরি এক বীর রহিয়াছেন।

চোর তুই—মূল রামায়ণে রাবণের প্রতি জটায়ুর উক্তিতে আছে—"তস্করাচরিতোমার্গো নৈষবীরনিষেবিতঃ।"

কালমেঘ—ইহাতে বীরের মেঘবর্ণত্ব ও বিরাটত্ব সূচিত হইয়াছে। মেঘও গিরি-সংলগ্ন থাকে।

কার্ ঘর আঁধারিলি—কোন্ গৃহস্থের গৃহ আঁধার করিলি ?

নিবাইয়া এবে প্রেম-দীপ—দীপ নিবাইলে যেমন ঘর আঁধার হয়, তেমনি তুই এই স্ত্রী-হরণ করিয়া কাহার গৃহের প্রেম-দীপ

অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি,
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর্ সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!

নিবাইলি? স্ত্রীই গৃহের প্রেমদীপ-স্বরূপ—প্রেমালোকে গৃহ আলোকিত করিয়া রাখে।

পরে আছে—

"* * * * আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি! কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট!"—(ষষ্ঠ সর্গ)।

নিত্য কর্ম্ম—দৈনিক কার্য্য।

অস্ত্রী-দল-অপবাদ—অস্ত্রিদলের কলঙ্ক অর্থাৎ রাবণ-নাম। যে স্বয়ং বীর হইয়া অবলা রমণীকে হরণ করে, সে বীরনামের যোগ্য নহে—বীরনামের কলঙ্ক মাত্র।

আয়—(যুদ্ধে আহ্বান)।

এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—এ জগতে।

অচেতন হয়ে আমি—দুই বীরে বিষম যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলে, সীতা মহাভীতা হইয়া অচেতন হইলেন।

স্যন্দনে—রথে। "যানে চক্রিণি যুদ্ধার্থে শতাঙ্গঃ স্যন্দনো রথঃ।"—(অমর)।

"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়নে!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে

চেতন—চেতনা, চৈতন্য।

রয়েছি ভূতলে—অচেতন সীতাকে রাবণ ভূতলে রাখিয়া, জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে,—

"অতি ব্যস্ত দশানন জলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।"—কৃত্তিবাস

সে বীর সঙ্গে—সেই গিরিপৃষ্ঠোপরি কালমেঘাকৃতি বীরের সঙ্গে। সীতা এই বীরকে চিনিতেন না বলিয়া "সে বীর"। এই বীরই দশরথ-সখা জটায়ু-নামা প্রসিদ্ধ পক্ষী।

অবলা-রসনা ইত্যাদি—দুর্ব্বলা রমণীর জিহ্বা অর্থাৎ দুর্ব্বলা রমণী কি সেই ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করিতে পারে? 'রসনা' বাক্‌যন্ত্র; বর্ণনা করা রসনার কাজ।

সভয়ে—(সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া) ভীত হইয়া।

অরি মোর—'অরি' বিশেষ্যপদ; এখানে রাক্ষসে'র সহিত

দাসীরে ! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে ; হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে।
আরাধিনু বসুধারে,—'এ বিজন দেশে,

সমপদ। এক টীকাকার উহাকে "রাক্ষসের বিশেষণ" বলিলেন কিরূপে ?

বিষম সঙ্কটে—ঘোর বিপদে অর্থাৎ উপস্থিত সেই ঘোর বিপদ হইতে।

উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে ইত্যাদি—কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে।
পলাইতে যান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥"

আছাড় খাইয়া—(চলিত ভাষা)।

যেন ঘোর ভূকম্পনে—ভয়ানক ভূমিকম্প হইতে থাকিলে যেমন চলিতে পারা যায় না, চলিতে গেলে পড়িয়া যাইতে হয়, তেমনি।

বসুধারে—পৃথিবীকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা রামের যজ্ঞ-সভা-সমক্ষে পাতাল-প্রবেশের পূর্ব্বে বসুধাকে এইরূপ আরাধনা করিয়াছিলেন—

"মা হইয়া, পৃথিবি, মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হইলে তোমার সে লাজ॥"

মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃ-স্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি।
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,

মা আমার—(করুণ সম্বোধন)। শুধু 'মা' বলার অপেক্ষা 'মা আমার' বলায় অধিকতর কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। •

বসুধা—সীতার জননী।

হয়ে দ্বিধা—দ্বিধা বিভক্ত হইয়া।

তব বক্ষঃস্থলে—বক্ষঃস্থলই সন্তানকে লইবার স্থান।

সাধ্বি—সীতা বসুধাকে বলিতেছেন—হে মাতঃ! তুমি সাধ্বি হইয়া তোমার কন্যার এই হরণ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ ?—"সাধ্বি" সম্বোধনের ইহাই সার্থকতা।

জ্বালা—(হরণ-জনিত) কষ্ট, মনঃকষ্ট, মনোবেদনা।

এস শীঘ্র করি—(আমাকে বক্ষঃস্থলে লইতে)।

দুষ্ট—(রাবণ)।

যেমতি তস্কর আইসে ফিরি ইত্যাদি—চোর যেমন ধরা পড়িবার ভয়ে হৃত ধন-রত্নাদি কোন স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া, পরে রাত্রিতে আবার সেই সব রত্নাদি লইবার জন্য তথায় ফিরিয়া আসে, তেমনি চোর-রাবণ ঐ বীরের (জটায়ুর) ভয়ে আমাকে এখানে রাখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে ; কিন্তু এখনই আবার আমায় লইতে ফিরিয়া আসিবে।

পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিলা বসুধা; দেশ পূরিল আরবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!—

সীতাও 'রত্নরাশি' ও 'পরধন';—ইহাই এই উপমার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য।

তরাও—ত্রাণ কর অর্থাৎ আশ্রয় দিয়া আমাকে রাবণের হাত হইতে পরিত্রাণ কর।

দেশ—চতুর্দ্দিকস্থ বনভূমি।

আরবে—দূরব্যাপী শব্দে। 'আ' ব্যাপ্তি-ব্যঞ্জক। 'আরব' ও 'আরাব' উভয়ই শব্দবাচক;—"আরবারাব" (অমর)। কবি এখানে 'আরাব' প্রয়োগ না করিয়া 'আরব' প্রয়োগ করিয়াছেন এই জন্য যে, উ-কারান্ত "পূরিল" শব্দের পরেই দুইটী আকার-যুক্ত "আরাব" শব্দ থাকিলে পড়িতে ছন্দের সুর নষ্ট হইত।

এক টীকাকার পরিশিষ্টে অমরকোষের বচন উদ্ধৃত করিয়াও টীকা করিবার সময়ে 'আরব'কে 'আরাব' ভাবিলেন কেন? শব্দার্থে 'আরব' ও শুদ্ধ।

মনঃ দিয়া শুন—বড়ই অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কাহিনী কহিবেন বলিয়া, সীতা সরমাকে মনোযোগের সহিত শুনিতে বলিতেছেন। এই স্বপ্নে সীতার উদ্ধার পর্য্যন্ত ভবিতব্য ঘটনা সকল ছিল বলিয়া এবং তাহার মধ্যে এ পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই ঘটিয়াছে বলিয়া,

দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর্ হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !
যে কুক্ষণে তোর্ তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি

সীতার কাছে এ স্বপ্ন অমূল্য। তাই, তিনি এই স্বপ্ন-কাহিনী শুনাইতে সরমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

স্বপনে—রামায়ণে ত্রিজটা রাক্ষসীর এইরূপ ভাবী-ঘটনামূলক এক স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

বসুন্ধরা সতী—(মূর্ত্তিমতী)।

বিধির ইচ্ছায়—জগৎ-নিয়ন্তার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ সীতা-হরণ করিয়া রাবণের সবংশে নিধন, বিধাতার এই বিধি-বশে।

বাছা—('বৎস' শব্দজ)। স্নেহ-বাচক সম্বোধন।

তোর্ হেতু—(সীতা-হরণ হেতু)।

মজিবে—মজ্জিত হইবে, ডুবিবে অর্থাৎ মরিবে।

এ ভার—রাবণের উপদ্রব-ভার।

সহিতে না পারি—সহ্য করিতে, বহন করিতে না পারিয়া।

রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ্ চেয়ে।'—

জানিনু আমি—(তখনই)।

সুপ্রসন্ন—সদয়। আমার ভার-লাঘব করিবার জন্য উদ্যোগী।

আশীষিনু তোরে—(তুষ্ট হইয়া) তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। সীতার উপলক্ষে বসুধার ভার-লাঘব হইবে, এই জন্য সীতাকে আশীর্ব্বাদ।

জ্বালা—অসহ্য পাপভার বহনের কষ্ট।

ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ্ চেয়ে—ভবিতব্যের দ্বার আমি খুলিতেছি অর্থাৎ সমস্ত ভাবী ঘটনা (যাহা ঘটিবে), আমি চিত্রপটের ন্যায় তোমার সম্মুখে ধরিতেছি,—চাহিয়া দেখ। এখানে ভবিতব্য ঘটনাগুলি জীবন্ত (Bioscopic) দৃশ্যের মত করিয়া দেখান হইয়াছে। ঘটনার পরে ঘটনা, যেন জীবন্ত ভাবে, ঘটিয়া যাইতেছে ; বসুধা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন এবং সীতা (স্বপ্নে) যেন চক্ষেই দেখিতেছেন।

ইতালীয় কবি Virgil-এর Æneid-নামক কাব্যে Æneas-এর পিতা Anchises এইরূপ ভবিতব্য-দ্বার খুলিয়া পুত্রকে দেখাইয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহাই কবির এই কল্পনার মূল।

"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা, নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।

দেখিনু সম্মুখে—(স্বপ্নে)।

অভ্রভেদী গিরি—(ঋষ্যমুক্ পর্ব্বত)। উচ্চ বলিয়া 'অভ্রভেদী' অর্থাৎ পর্ব্বত-শির যেন মেঘ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে !

পঞ্চ জন বীর তথা—সেই ঋষ্যমুক্ পর্ব্বতে নল, নীল, হনূমান ও জাম্বুবানের সঙ্গে সুগ্রীব বসিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখ—

"ঋষ্যমুক্ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর ॥
নল নীল হনূমান পবননন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুই জন ॥"

সুগ্রীব জ্যেষ্ঠভ্রাতা (বালী) কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, ঐ চারিজন পারিষদের সঙ্গে ঋষ্যমুক্ পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন।

নিমগ্ন দুঃখের সলিলে যেন—বালীর সহিত যুদ্ধে পরাজয়ে এবং তৎকর্ত্তৃক রাজ্য ও স্ত্রী-হরণে সুগ্রীব ও তদীয় অনুচরগণ সকলেই দুঃখিত।

হেনকালে আসি উতরিলা ইত্যাদি—(সীতা স্বপ্নে দেখিতেছেন)।

বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে

বিরস-বদন নাথে—সীতা-বিরহে রাম "বিরস-বদন" অর্থাৎ মলিনমুখ।

উতলা—চিন্তিতা।

তার—সে কথার।

বীর পঞ্চ জনে—(কর্ত্তৃকারক)। পঞ্চ জন বীর।

একত্রে পশিলা সবে—সকলে এক সঙ্গে; রাম লক্ষ্মণের সহিত সদল-বলে সুগ্রীব। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে,—

"সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন।
সাতজন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন॥"

আধুনিক অনেক সংস্করণেই আছে—'একত্র'! কিন্তু ১ম ও ২য় সংস্করণে আছে—'একত্রে'। ইহাই শুদ্ধ।

সুন্দর নগরে—(কিষ্কিন্ধ্যা নগরে)। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই নগর বড় রম্য ছিল।

সে দেশের রাজা—(কর্ম্মকারক)। কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীকে।

শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জনমাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার,—'কারে ভয় করিস্ জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ, চেয়ে দেখ্, সাজে।—দেখিনু চাহিয়া,

শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে—(সুগ্রীব)। 'তাহাকে' উহ্য।

ধাইল চৌদিকে দূত— সীতা-অন্বেষণার্থ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম—চারিদিকে বানর-দূত সকল প্রেরিত হইল।

লক্ষ লক্ষ বীরসিংহ ইত্যাদি—(সীতা-উদ্ধার করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রার উদ্যোগ-ব্যঞ্জক)।

মিত্রবর—রামের পরমবন্ধু সুগ্রীব।

তোর্ স্বামী—(রাম)। রাজা—সেই রাজা।

কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই—(চিত্রপটের ন্যায় দেখাইয়া)।

চেয়ে দেখ্ সাজে—সীতা-উদ্ধারের উদ্যোগে ইন্দ্র-তুল্য বীরগণ সাজিতেছে; জননী বসুধা সীতাকে উহা নয়ন মেলিয়া চাহিয়া

চলিছে বীরেন্দ্র-দল, জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুকাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;

দেখিতে বলিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সীতা 'সভয়ে' আঁখি মুদিয়াছিলেন।

জলস্রোতঃ যথা বরিষায়, হুহুঙ্কারি—বর্ষাকালে জলস্রোত যেমন হুহুঙ্কার করিয়া চলে, বীরেন্দ্রদলও তদ্রূপ হুহুঙ্কার-নাদে চলিতেছে। জলস্রোতঃ—রাশিত্ব-ব্যঞ্জক।

ভাঙিল নিবিড় বন—(বানর-সৈন্য কর্ত্তৃক ঘন-পাদপ-বিশিষ্ট বনের গাছপালা ভগ্ন হইল।

শুকাইল নদী—বানর-সৈন্য এত অসংখ্য যে, তাহাদের জলপানে নদীসকল শুকাইয়া গেল, অথবা তাহাদের পদভরে নদীসকল শুকাইয়া গেল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে লবকুশের বিরুদ্ধে রাম-কটকের যুদ্ধযাত্রা-বর্ণনায় আছে—

"অসংখ্য কটক পার হৈল নদী-নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে॥"

ভয়াকুল বনজীব পলাইল দূরে—বানরেরা বন ভাঙ্গিয়া ফেলায় ও তাহাদের জলপানে নদী সকল শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হেতু, সেই বনের অন্যান্য জীবসকল ভীত হইয়া সেই বন ছাড়িয়া দূরে স্থানান্তরে পলাইতে লাগিল।

পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে !
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা ! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পী-কুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য সাগরে

জগত—(বিস্তীর্ণতা-ব্যঞ্জক)। জগৎ অর্থাৎ সেই বিস্তীর্ণ বনভূমি।

উতরিলা—উপস্থিত হইল।

দেখিনু—(স্বপ্নে চিত্রবৎ)।

ভাসিল সলিলে শিলা—নল নামে বীর রাম-কটকের সাগর-পারের নিমিত্ত যখন সাগরে শিলাদি দ্বারা সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন দৈব-বলে শিলাগুলি জলে না ডুবিয়া ভাসিয়াছিল। (রামায়ণে দেখ।)

উপাড়ি—উৎপাটন করিয়া।

বারীশ পাশী—জলাধিপতি বরুণদেব। 'পাশী' অর্থাৎ পাশধারী বরুণ।

পরিলা শৃঙ্খল পায়ে—বরুণদেব পায়ে শৃঙ্খল পরিলেন অর্থাৎ সমুদ্র সেতু-রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল।

প্রভুর আদেশে—রামের আজ্ঞায়।

লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক !
টলিল এ স্বর্ণপুরী বৈরী-পদ-চাপে ;—
'জয়, রঘুপতি, জয় !' ধ্বনিল সকলে !
কাঁদিনু হরষে, সখি ! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিলা সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম

লঙ্ঘি—লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ পার হইয়া।

কটক—সৈন্য সকল।

এ স্বর্ণপুরী—সীতা বলিতেছেন, স্বপ্নে দেখিলাম যেন এই স্বর্ণপুরী লঙ্কা (যেখানে এখন রহিয়াছি) টলিতে লাগিল।

সকলে—বানর-কটকস্থ সকলে।

কাঁদিনু হরষে—(স্বপ্নে)। আমার উদ্ধার হইবে ভাবিয়া আহ্লাদে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম।

দেখিনু সুবর্ণাসনে—(স্বপ্নে)।

সে সভাতলে—রাবণের সভামধ্যে।

ধীর ধর্ম্ম সম বীর এক—(বিভীষণ)। ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী। বিভীষণ ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া 'ধর্ম্মসম' অর্থাৎ ধর্ম্মদেবের মত। বিষ্ণুর বক্ষঃ হইতে ধর্ম্মদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে ;—

"ধর্ম্মজ্ঞানযুতোধর্ম্মো ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মদোভবে।"

কহিল সে—(রাবণকে)।

পূজ রঘুবরে—রামকে সম্মাননা দ্বারা তুষ্ট কর।

বীর এক ; কহিল সে,—'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে !'—সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিলা সরমা,—

বৈদেহীরে দেহ ফিরি—সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দেও। রামায়ণেও বিভীষণ বারম্বার রাবণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। 'বৈদেহী' অর্থাৎ বিদেহ-রাজকন্যা, সীতা।

সংসার-মদে মত্ত—বাসনা-মদে মত্ত। সংসার অর্থাৎ ঐহিক বাসনা, ইন্দ্রিয়-সুখ।

পদাঘাত করি তারে কহিলা কুবাণী—রামায়ণেও আছে, বিভীষণ রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিতে উপদেশ দিলে, রাবণ তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য কহিয়া ও পদাঘাত করিয়া অপমানিত করিয়াছিলেন।

অভিমানে গেলা চলি—রাবণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বিভীষণ রামের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কনিষ্ঠের 'অভিমান' সঙ্গত।

সে বীর-কুঞ্জর—বিভীষণ। 'কুঞ্জর' শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

"স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্র-পুঙ্গবর্ষভ-কুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থগোচরাঃ॥"—(অমর)

কহিল সরমা—বিভীষণের কথা হওয়াতে, সরমার মনোভাব উদ্বেল হইয়া উঠিল। সীতার জন্য তাঁহাদের সহানুভূতি যে কত গভীর, সে বিষয়ে দুকথা না বলিয়া সরমা থাকিতে পারিলেন না।

"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী ;—
"জানি আমি, বিভীষণ উপকারী মম
পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি !
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,

রক্ষোরাজানুজ বলী—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বীর বিভীষণ।

কি আর কহিব—অর্থাৎ কহিয়া বুঝান যায় না।

ভাবিয়া তোমার কথা—তোমার বিষয় অর্থাৎ তোমার এই হরণ-রূপ দুঃখ-জনক বিষয় ভাবিয়া। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণ রাম-পক্ষে যাইবার সময়ে সরমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন—

"তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর।
সেবন করিবে তাঁরে হইয়ে তৎপর॥
তেঁহ যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবে আমারে॥
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতি।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি॥"

কে পারে কহিতে—(অক্ষমতা-ব্যঞ্জক)।

আছে যে বাঁচিয়া হেথা—(এত মনঃকষ্টেও এবং এত উপদ্রব সহিয়াও)।

সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে !
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন !—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর !
আইল কবন্ধ, ভুত, পিশাচ, দানব ;
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে !

সাজিল রাক্ষসবৃন্দ—(সীতা স্বপ্নে দেখিতেছেন)।

তেজে হুতাশন-সম—শক্তিতে অগ্নিসম, এখানে শত্রু-ধ্বংসকারী।

বিক্রমে কেশরী—সাহসে সিংহসম, সিংহসম আক্রমণকারী।

বহিল শোণিত-নদী—(হতাহতের অসংখ্যত্ব-ব্যঞ্জক)।

দেখিনু—(স্বপ্নে)।

শবের রাশি—(হতের অসংখ্যত্ব-ব্যঞ্জক)।

কবন্ধ—স্কন্ধ-কাটা, নির্মস্তক প্রেতবিশেষ।

লঙ্কা পূরিল ভৈরবে—ঐ সকল শবাহারী পশু-পক্ষী-পিশাচাদির ভয়ঙ্কর শব্দে লঙ্কা পূর্ণ হইল।

“দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন-বদন এবে, অশ্রুময়-আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ,—‘হায় বিধি, এই কি রে ছিল
তোর্ মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম ।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?’
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা

দেখিনু—(স্বপ্নে)।

কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে—সীতা (স্বপ্নে) ইতিপূর্ব্বে একবার রাবণকে সভাতলে দেখিয়াছিলেন—এখন আবার দেখিলেন ; কিন্তু পরাজয়-নিবন্ধন, “মলিন-বদন” ইত্যাদি ।

লাঘব-গরব—হীন-গর্ব্ব । (কর্ব্বুর-নাথের বিশেষণ) ।

কহিল বিষাদে রক্ষোরাজ—(সীতা স্বপ্নে শুনিতেছেন) ।

জাগাও যতনে—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে অনেক চেষ্টা করিয়া তবে জাগাইতে হইত, সহজে জাগান অসম্ভব ছিল ।

শূলী-শম্ভু-সম—শম্ভুর ন্যায় কুম্ভকর্ণও শূলধারী ও বিরাটদেহী ।

কে রাখিবে—কে রক্ষা করিবে, বাঁচাবে ।

সে—(কুম্ভকর্ণ) ।

ধাইল রাক্ষসদল—(কুম্ভকর্ণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধার্থ) ।

ঘোর রোলে ; নারীদল দিল হুলাহুলি।
বিরাট-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার্ লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। 'জয় রাম' ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !

বাজিল বাজনা—(যুদ্ধোদ্যোগ-ব্যঞ্জক)।

নারীদল দিল হুলাহুলি—(জয়াকাঙ্খা-সূচক)।

বিরাট-মূরতি-ধর—বিশাল-দেহধারী কুম্ভকর্ণ। (রক্ষোরথীর বিশেষণ)।

রক্ষোরথী—(কুম্ভকর্ণ)।

তীক্ষ্ণতর শরে—সুতীক্ষ্ণ বাণে। কুম্ভকর্ণের বাণাপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ বাণে।

বিচক্ষণ শিক্ষা—নিপুণ (ধনুর্ব্বিদ্যা) শিক্ষা।

তাহার শিরঃ—কুম্ভকর্ণের মস্তক।

'জয় রাম' ধ্বনি—(রাম-পক্ষে, জয়-ব্যঞ্জক)।

হরষে—হর্ষে, আহ্লাদে। (রামের জয়, এইজন্য আহ্লাদ)।

কাঁদিল রাবণ—(কুম্ভকর্ণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া)।

কাঁদিল কনক-লঙ্কা—লঙ্কা এখানে সমগ্র লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণকে বুঝাইতেছে।

"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,—
'রক্ষ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!'—হাসিয়া কহিলা
বসুধা,—'লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি!

চঞ্চল হইনু—অস্থির হইলাম (স্বপ্নে)।

শুনিয়া—(স্বপ্নে)। মায়ে—জননী বসুধাকে।

বুক ফাটে—বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দুঃখাধিক্যে বক্ষের ভিতর কেমন একপ্রকার ভার ও কষ্ট বোধ হয়, তাহাতে মনে হয় যেন বক্ষ 'ফাটিয়া' যাইবে। রক্ষঃ-দুঃখে সীতার এই কাতরতায় সীতা-চরিত্রের নিগূঢ়তম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পরেরে—অন্যকে।

ক্ষম, মা, মোরে—হে মাতঃ, আমায় ক্ষমা কর অর্থাৎ আর এ দুঃখ-জনক দৃশ্য দেখাইও না।

হাসিয়া কহিলা বসুধা—সীতার কাতরতা দেখিয়া বসুধা ভাবিলেন যে, স্বপ্নে ভাবী ঘটনার এই মায়া-দৃশ্য দেখিয়াই সীতা এত কাতরা; না জানি, যখন সত্য-সত্য ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে থাকিবে, তখন সীতা কি করিবেন!—ইহাই বসুধার হাসিবার কারণ, এবং এই ভাবিয়াই বসুধা বলিতেছেন,—"লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি!" ইত্যাদি।

লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর্। দেখ্ পুনঃ নয়ন মিলিয়া।'—
"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র! হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে,—'উঠ, সতি, হত এত দিনে

সত্য যা দেখিলি—ইহা শুধু স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ব্যাপার নহে, —বাস্তবিকই ঐ সকল ঘটনা ঘটিবে অর্থাৎ ভাবী ঘটনার মায়া-দৃশ্য দেখিয়াই কাতরা হইলে চলিবে না; ঐ সকল ব্যাপার বাস্তবিকই অচিরে সংঘটিত হইবে জানিয়া, তাহার জন্য প্রস্তুত হও, মনকে দৃঢ় কর, ইহাই ভাব।

লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা—লঙ্কাকে ছারখার করিয়া, উচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া।

দেখ্ পুনঃ নয়ন মিলিয়া—(এ সবই স্বপ্ন)।

মিলিয়া—মেলিয়া, খুলিয়া।

হাসি তারা বেড়িল আমারে—এখানে সীতার উদ্ধার জন্য আনন্দই সুরবালাদিগের হাসির কারণ।

কেহ কহে—কোন সুরবালা কহিল।

সতি—এত বিপজ্জাল এড়াইয়া এবং রাবণ-গৃহে এতকাল বাস করিয়াও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এখন পতির সহিত পুনর্মিলন, ইহা সতীর ভাগ্যেই ঘটে; ইহাই এখানে "সতি" সম্বোধনের সুন্দর সার্থকতা।

উঠ—চল অর্থাৎ রামের কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।

দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে,—'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে;
পর নানা-আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি;—

রঘুনন্দনের ধন—রামের প্রিয়া। ('ধন'—প্রিয়ার্থ-বাচক)।

অবগাহ দেহ—দেহ অবগাহ অর্থাৎ নিমজ্জন কর, স্নান কর: রাবণ-বধান্তে রামাদেশে সীতাকে স্নান করাইয়া, অঙ্গ-রাগ করাইয়া ও আভরণ পরাইয়া রাম-সমীপে আনয়নের কথা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস দুয়েই আছে।

সুবাসিত জলে—(স্বামী-সকাশে যাইবার উপযোগী বিলাস-ব্যঞ্জক)।

পর নানা আভরণ—কারণ, অশোকবনে সীতা একেবারেই নিরাভরণা ছিলেন। (ইতিপূর্ব্বে কথারম্ভে সরমার উক্তি দেখ).

দেবেন্দ্রাণী শচী দিবেন সীতায় দান ইত্যাদি—রাবণ-বধে, বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের বধে ইন্দ্র বড়ই খুসী। আর খুসী, ইন্দ্রের শচী। তাই শচী-দেবী অতি আগ্রহে ও আহ্লাদে সীতাকে লইয়া রামের হাতে পুনরায় সমর্পণ করিবেন।

দান—রাম ত সীতাকে হারাইয়াই ছিলেন; সুতরাং এখন রামের হাতে সীতাকে দেওয়া একপ্রকার 'দান'-স্বরূপ।

সীতানাথে—যাহার সীতা তাঁহাকে অর্থাৎ রামকে।

কহিনু—(স্বপ্নে)।

'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ-ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সীতা ;—
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন্ নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ;—'শুন, লো মৈথিলি !—
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'

করপুটে—করজোড়ে। কি কাজ—কি প্রয়োজন।

এ বেশ ভূষণে—এ বেশ ভূষা করিবার। দাসীর—(সীতার)।

এ দশায়—এই আভরণ-হীন অবস্থায়। কাঙ্গালিনী—চিরদুঃখিনী।

মৈথিলি—(সীতাকে সম্বোধন)। মিথিলাসম্ভূতে।

সমল—(মণির বিশেষণ)। খনির মধ্যে মণি সমলই হইয়া থাকে।

কিন্তু তারে পরিষ্কারি ইত্যাদি—যে ব্যক্তি রাজাকে মণি উপহার দেয়, সে খনির সকল মণিকে পরিষ্কার, বিমল করিয়াই দেয়। সমল মণি কখন উপহার দিবার যোগ্য নহে। তদ্রূপ, তুমি খনির গর্ভে সমল মণির ন্যায় এত দিন এই অশোক-বনে শোকাকুল অবস্থায় নিরাভরণা হইয়াছিলে, কিন্তু এখন আমরা তোমায় রাজ-হস্তে উপহার দিতেছি; সুতরাং তোমায় দিব্য বস্ত্রে ও অলঙ্কারে সাজাইয়া লইয়া যাইব !

"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে

কাঁদিয়া, হাসিয়া—(স্বপ্নে)। সুদীর্ঘ বিরহের পরে আজ স্বামী-সম্মিলন সমুপস্থিত। এই সময়ে মনের আবেগ অনিবার্য্য এবং ঐ আবেগই কাঁদিবার কারণ। আর, হাসিবার কারণ এই যে, মনের এই আবেগ সত্ত্বেও আবার দেহের সাজসজ্জা করিতে হইতেছে!

হেরিনু অদূরে নাথে—(স্বপ্নে)।

হায় লো—(বিষাদ-ব্যঞ্জক)। হরণের পরে সীতা এই স্বপ্নে রামকে একবার দেখিয়াছিলেন মাত্র। বস্তুতঃ, এখন পর্য্যন্ত রামের সহিত দেখা হয় নাই, এই জন্য বিষাদ। আর এক অর্থেও হইতে পারে—যথা "আহা"। "কনক-উদয়াচলে দেব অংশু-মালী"র সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক। কিন্তু বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত অর্থই অধিকতর সঙ্গত।

কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী—ইহাতে সীতার দুঃখ-নিশার প্রভাত সূচিত হইয়াছে। নিশান্তে পথিক যেমন স্বুবর্ণ-রঞ্জিত উদয়াচলে সূর্য্যদেবকে দেখিয়া সুখী হয়, দুঃখনিশাক্লিষ্টা সীতাও তেমনি রঘুকুল-রবি রামকে দেখিয়া সেইরূপ সুখী হইলেন।

পাগলিনী-প্রায়—উন্মত্তার মত, যেন জ্ঞানশূন্যা হইয়া। অপরিচিত-বহুজন-সমক্ষে কুলস্ত্রীজনোচিত লজ্জা না করাতে

পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটী,

জ্ঞানশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে। বহুকষ্টের পরে সাক্ষাতে আবেগের আতিশয্যে জ্ঞানহারা হইতে হয়।

ধাইনু—(ব্যগ্রতা-ব্যঞ্জক)।

পদযুগ—(রামচন্দ্রের)।

জাগিনু অমনি—রামচন্দ্রের পদযুগ-দর্শনই সীতার পক্ষে এ স্বপ্ন-কাহিনীর চরম সীমা। কবি এই চরম সীমায় আনিয়া, সীতার স্বপ্নের শেষ করিয়াছেন। স্বপ্নে সীতা রামকে দেখিয়া তাঁহার পদযুগ ধরিতে ধাবমানা হইলেন, অমনি স্বপ্ন-ভঙ্গ হইল। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। কথিত আছে, স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। এখানে সীতা (স্বপ্নে দীর্ঘ বিরহান্তে রামচন্দ্রকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পদযুগ ধরিতে যেমন "ধাইলেন," অমনি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা অতি সুন্দর স্বভাবোক্তি।

সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটী ইত্যাদি—দীপালোকিত ঘরের দীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে, ঘরের অন্ধকার যেমন দ্বিগুণিত বোধ হয়, স্বপ্নে উদ্ধারান্তে রামচন্দ্রের পদযুগ, দর্শন লাভ করিয়া, অব্যবহিত পরেই স্বপ্নভঙ্গে আবার সেই অপহারী রাবণকে দেখিয়া সীতার মনের দুঃখান্ধকার তেমনই যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। স্বপ্নে উদ্ধার-ঘটনা সীতার হৃদয়-কুটীরে দীপালোক-স্বরূপ ছিল। স্বপ্নভঙ্গে সে দীপ যেন নিবিয়া গেল এবং হৃদয়কুটীর আবার ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল।

ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার ;—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে ।
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ! কাঁদিয়া সরমা

ঘোর অন্ধকার—নিবিড় আঁধার ।

আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে—(নৈরাশ্য-সূচক)। সীতার চক্ষে জগৎ যেন ঘোর অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল, কোথাও আশার একটু ক্ষীণ আলোক-রেখাও নাই ।

কেন না আমি মরিনু তখনি—বিষাদ যখন গাঢ়তম, নৈরাশ্য যখন চরম, তখনই ত মরণ বাঞ্ছনীয় । তবে কেন আমি তখনই মরিলাম না, ইহাই দুঃখ ।

কি সাধে ?—কি ইচ্ছায়, কি কামনায় ? হৃদয় যখন নৈরাশ্যে একেবারে পূর্ণ, তখন আর কোন কামনা থাকা সম্ভব নহে, ইহাই ভাব ।

এ পোড়া প্রাণ—নিজের প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া সীতা বলিতেছেন । 'পোড়া' ভাগ্যহীনতা-ব্যঞ্জক ।

নীরবিলা—নীরব হইলেন ।

বিধুমুখী—(সীতা) ।

নীরবে—(ক্রিয়াপদ) নীরব হয় ।

যেমতি বীণা ইত্যাদি—বাদ্যমান বীণার তার ছিঁড়িয়া গেলে বীণা-ধ্বনি যেমন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় । স্বপ্নে সীতার

(রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূরূপে)
কহিলা ;—"পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি !

উদ্ধার-কাহিনী মধুরতায় বীণাধ্বনিবৎ। তাহা চরম সীমায় উঠিয়াছিল রামের সহিত সম্মিলনে। ঠিক এই সময়েই স্বপ্ন-ভঙ্গ হওয়ায়, সীতা দেখিলেন, সম্মুখে যে রাবণ সেই রাবণ,—কোথায় বা রাম, আর কোথায় বা তাঁহার সহিত সম্মিলন ! 'ছিঁড়ে তার যদি' বলায়, এই ঘোরতর দশা-বিপর্য্যয় সুন্দর সূচিত হইয়াছে।

কাঁদিয়া সরমা—(সমবেদনা-ব্যঞ্জক)।

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূরূপে-রক্ষঃকুল-রাজশ্রী যেন রক্ষোবধূ সরমা-রূপে বিরাজমানা। সদ্‌গুণসম্পন্না রাজশ্রী যেন সরমায় মূর্ত্তিমতী। 'রাজলক্ষ্মী' সদ্‌গুণ-ব্যঞ্জক।

পাইবে নাথে—বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার প্রতি সরমার আশ্বাসোক্তি আছে—

"শোকস্তে বিগতঃ সর্ব্বং কল্যাণংত্বামুপস্থিতম্।
ধ্রুবং ত্বাং ভজতে লক্ষ্মীঃ প্রিয়স্তে ভবতি শৃণু ॥
* * * *
রাবণং সমরে হত্বা ভর্ত্তাত্বাধিগমিষ্যতি।"

কহিনু তোমারে—(নিশ্চয়ার্থ-জ্ঞাপক)।

ভাসিছে সলিলে শিলা—সীতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন,—

"উতরিলা সৈন্যদল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা !————"

এখন সত্য-সত্যই সাগর-বান্ধে শিলা ভাসিতেছে; তাই

সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে !
ভাসিছে সলিলে শিলা ; পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য

সরমা বলিতেছেন যে, সীতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সবই সত্য। যাহা যাহা সীতা স্বপ্নে দেখিয়াছেন, সবই ফলিয়াছে ; সুতরাং আর যাহা বাকী আছে, তাহাও নিশ্চয় ফলিবে।

পড়েছে সংগ্রামে দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী—ইহাও সীতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন ; (ইতিপূর্ব্বে দেখ)। ইহাও ফলিয়াছে—যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে।

সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে—সীতা স্বপ্নে ইহাও দেখিয়াছিলেন ; (ইতিপূর্ব্বে দেখ)। ইহাও ঘটিয়াছে—বিভীষণ রামপক্ষ সেবা অর্থাৎ রামপক্ষকে সাহায্য করিতেছেন।

জিষ্ণু—জয়ী, জয়শীল।

লক্ষ লক্ষ বীর সহ—বিস্তর সেনার সহিত। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে দেখা যায় চারিজন মন্ত্রীর সহিত বিভীষণ রক্ষঃপক্ষ ত্যাগ করিয়া রামপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। কবির ইহা ভাবাও অসম্ভব নয় যে, বিভীষণের সঙ্গে তাঁহার অনুগত বিস্তর সৈন্যও ছিল।

আর এক অর্থ করিতে পারা যায় যে, লক্ষ লক্ষ (কিষ্কিন্ধ্যার) বীর যেমন রঘুনাথের সেবা করিতেছেন, বিভীষণও তাঁহাদের

যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"

সঙ্গে তাঁহাদের মত রঘুনাথকে সেবা করিতেছেন—অর্থাৎ সহায়তা করিতেছেন।

মরিবে পৌলস্ত্য ইত্যাদি—(সীতার স্বপ্নে, বসুধার উক্তি দেখ)। সরমা বলিতেছেন যে, যখন সকলই ঘটিয়াছে, তখন রাবণ-বধও ঘটিবে।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত-সন্তান (রাবণ)।

যথোচিত শাস্তি পাই—পরস্ত্রী-হরণ যেমন মহাপাপ, তেমনি তার উপযুক্ত শাস্তি অর্থাৎ পুত্র-পৌত্র-ভ্রাতাদি আত্মীয়স্বজনের নিধন-দর্শন-রূপ শাস্তি পাইয়া।

মজ্জিবে—ডুবিবে, অর্থাৎ মরিবে।

এখন কহ, কি ঘটিল পরে—যখন জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন সীতা ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। সেই মোহ-অবস্থায় স্বপ্নে ভাবী-ঘটনার দৃশ্যপট দেখিতেছিলেন। তৎপরে সীতার স্বপ্ন ভাঙ্গে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সীতা নীরব হইয়াছেন। এখন সরমা সীতাকে বলিতেছেন—স্বপ্ন-ভঙ্গের পরে কি হইল, বল।

অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী—সরমা বলিতেছেন,—তোমার হরণ-কথা শুনিতে আমার অসীম ইচ্ছা, যতই শুনিতেছি, ততই আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে।
"কহিল রাঘব-রিপু ;—'ইন্দীবর-আঁখি

মিলি আঁখি—(স্বপ্নভঙ্গান্তে জাগিয়া) চক্ষু মেলিয়া, খুলিয়া।

ভূতলে—(আঘাতিত হইয়া) ভূতলে পতিত।

হায়—(জটায়ুর জন্য সীতার শোক-ব্যঞ্জক)।

সে বীর-কেশরী—জটায়ু। সীতা তাঁহার নাম না জানায় 'সে' বীর-কেশরী বলিয়াছেন।

তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ—(জটায়ু-দেহের বিরাটত্ব-ব্যঞ্জক)। জটায়ু সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণে আছে—

"মার্গেব্রজন্ দদর্শাথ শৈলশৃঙ্গমিবস্থিতম্।
বৃদ্ধং জটায়ুষং রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ॥"

স্থানান্তরে জটায়ু-সম্বন্ধে আছে—

"পর্ব্বতকূটাভং মহাভাগং দ্বিজোত্তমম্।
দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজাদ্রং জটায়ুষম্॥"

শ্রীরাম-রসায়নে আছে—

"ছিন্নপক্ষ হৈয়্যা তবে সেই বিহঙ্গম।
পড়িলা ভূতলে বজ্রহত গিরিসম॥"

রাঘব-রিপু—(রাবণ)। রাঘবের রিপু অথবা রাঘব যাঁহার রিপু।

উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!

ইন্দীবর-আঁখি উন্মীলি—নীলোৎপল-সদৃশ চক্ষু উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ খুলিয়া।

রাবণের পরাক্রম—(আত্মশ্লাঘা-ব্যঞ্জক)। রাবণের বিক্রম দেখিয়া ভয়ে সীতা বশীভূতা হইবেন, এই উদ্দেশ্যে রাবণ সীতার কাছে নিজের বিক্রমের শ্লাঘা করিতেছেন।

জগত-বিখ্যাত জটায়ু—জটায়ু বীরত্বে জগৎ-বিখ্যাত। ইনি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন। সূর্য্যকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন। 'জটায়ু' অর্থে দীর্ঘায়ু। "জটা" রাশি-ব্যঞ্জক।

হীনায়ু—মুমূর্ষু। এক টীকাকার 'হীনায়ু' অর্থে "আয়ুহীন অর্থাৎ "মরিল" বলিয়াছেন। এই টীকাকারই ইতিপূর্ব্বে "হীনপ্রাণা হরিণী" অর্থে মৃতা হরিণী বুঝিয়াছেন। সেখানেও যেমন 'হীনপ্রাণা' অর্থে মৃতা নহে, এখানেও তেমনিই 'হীনায়ু' অর্থে মৃত নহে,—মুমূর্ষু। ইহার পরেই আছে "কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে"। মৃত আবার কথা কহিল কেমন করিয়া? ফলে, জটায়ু আঘাতিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; কিন্তু তখনও মরেন নাই। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, পরে মুমূর্ষু জটায়ুর সহিত রামেরও সাক্ষাৎ হইয়াছিল; ইহা রামায়ণেও আছে।

গরুড়-নন্দন—জটায়ু। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'
'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ ;'—"কহিলা শূর অতি মৃদুস্বরে,—
'সম্মুখ-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর দেখ্ রে ভাবিয়া !

"জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন।"

মতান্তরে, গৃধ্ররাজ জটায়ু গরুড়-ভ্রাতা অরুণের পুত্র, শ্যেনী-গর্ভজাত। ইনি দশরথের বন্ধু ছিলেন; সুতরাং রামের পিতৃসখা।

বর্ব্বরে—রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নহে, বরং মৃত্যুই নিশ্চয়, ইহা না জানাই (রাবণের মতে) জটায়ুর বর্ব্বরতা অর্থাৎ মূর্খতা, জ্ঞানহীনতা।

ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিবারে—পরস্ত্রী-অপহারী রাবণকে বধ করিয়া রঘু-কুল-বধূ সীতার উদ্ধার সাধনার্থে। 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' অর্থাৎ ধর্ম্মজনক কর্ম্ম বা ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম।

অতি মৃদুস্বরে—মুমূর্ষুত্ব-হেতু শরের অত্যন্ত মৃদুতা।

সম্মুখ-সমরে পড়ি—(বিরক্ত-ব্যঞ্জক)

যাই দেবালয়ে—বীরধর্ম্ম পালনের পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্গে যাইতেছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"মৃত্যুকালে বন্দি পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন॥"

কি দশা—কি দুর্দ্দশা।

শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে।
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'

•

শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে—কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের প্রতি সীতার উক্তিতে আছে—

"শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি তুই রামের সঙ্গে বাদ॥"

অন্যত্র আছে—

"শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।"

'লোভি'—(রাবণকে সম্বোধন)। লোভকারী, লুব্ধ অর্থাৎ কামুক, লম্পট।

লোভিলি সিংহীরে—সিংহীকে অর্থাৎ সিংহীর প্রতি লোভ করিলি।

কে রক্ষিবে—কে রক্ষা করিবে? অর্থাৎ তোকে রামের হাত হইতে কে বাঁচাবে? রামের হাতে তোর মৃত্যু অনিবার্য্য, ইহাই ভাব।

সঙ্কটে—বিপদে।

করি চুরি এ নারী-রতনে—সীতারূপ এই স্ত্রীরত্নকে হরণ করিয়া। 'এ' বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক অর্থাৎ রাবণ অন্যান্য নারীরত্ন চুরি করিয়া কখন সঙ্কটে পড়েন নাই, কিন্তু 'এ' নারীরত্ন চুরি করিয়া সঙ্কটে পড়িলেন, ইহাই ভাব। পড়িবার সময়ে 'এ'র উপর জোর দিয়া পড়িতে হইবে।

"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা।
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে;—'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা,
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে।
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি!

বীর—(জটায়ু)।

তুলিল আমায় পুনঃ—(ভূতল হইতে)।

বীরবরে—জটায়ুকে। দাসী—এ দাসী।

প্রভু—(জটায়ুকে সম্বোধন)।

শুনিনু ভৈরব রব—(সাগরের)।

সাগর নীলোর্ম্মিময়—নীল-তরঙ্গাকুলিত সমুদ্র। তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্র। "ময়" এখানে বিস্তার-ব্যঞ্জক অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল নীলতরঙ্গপুঞ্জ দেখা যাইতেছে।

কল্লোলে—কল্লোল করিয়া, অব্যক্ত শব্দ করিয়া।

অতল, অকূল জল—'অতল' গভীরতা-ব্যঞ্জক; 'অকূল' বিস্তীর্ণতা-ব্যঞ্জক। সমুদ্র যেমন অতল, তেমনি অকূল।

ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে ! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে, মনে মনে ;—কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি ।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে ।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী

অবিরাম-গতি—যে প্রবাহ-গতির বিরাম নাই, যাহা অবিশ্রান্ত রূপে প্রবাহিত । দুষ্ট—(রাবণ) ।

ডাকিনু—(আমার উদ্ধারার্থ) । বারীশে—সমুদ্রকে ।

অবহেলি—এত ডাকা সত্ত্বেও যখন তাহারা সীতার সাহায্য করিল না, তখন সীতার মনে হইল, যেন তাহারা তাঁহাকে সত্য-সত্যই অবজ্ঞা করিতেছে । বিপদে মনের ভাব এইরূপই হয় ।

অনম্বর-পথে—আবরণ-হীন পথে অর্থাৎ আকাশ-পথে ।

মনোরথগতি—(ক্রিয়া-বিশেষণ) । মন-রূপ রথের গতিতে অর্থাৎ অতি শীঘ্রগতিতে । মনোরথের গতি চিরপ্রসিদ্ধ ।

"তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা,
মনের অগ্রেতে বল যেতে পারে কেবা ?" (ভারতচন্দ্র)

এ কনক-পুরী—এই স্বর্ণমণ্ডিত লঙ্কাপুরী ।

রঞ্জনের রেখা ! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি, লো, শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি, হয় কি, লো, সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত,
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরী !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?—
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা ।

রঞ্জনের রেখা—রক্তচন্দনের ফোঁটা ।

কিন্তু কারাগার যদি ইত্যাদি—এমন যে সুবর্ণমণ্ডিত সুন্দর লঙ্কাপুরী, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা ভাল লাগিতে পারে না ; কারণ, আমি বন্দীভাবে তথায় আবদ্ধ হইতে চলিয়াছি ।

কমনীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয় । বলি—বলিয়া ।

দুঃখিনী সতত—(স্বাধীনতা-হীনতায়) ।

কুঞ্জ-বিহারিণী—(স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক) । পক্ষীকে ।

হেন কথা—রাজকন্যা ও রাজবধূ হইয়াও কারাগারে বদ্ধ, এই আশ্চর্য্য কথা । 'হেন' আশ্চর্য্য-ব্যঞ্জক ।

কতক্ষণে—কতক্ষণ পরে ।

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ;—"দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা ! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে—
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী

খণ্ডিতে—খণ্ডন করিতে।

বিধির নির্ব্বন্ধ—বিধির বিধান, বিধাতার ব্যবস্থা।

কিন্তু—(আশাসূচকার্থে)। সরমা বলিতেছেন—বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে ? অর্থাৎ তাহা ঘটিবেই। 'কিন্তু' (ভয় নাই) ;—বসুধা সত্যই বলিয়াছেন যে, বিধির ইচ্ছায় রাবণ সবংশে মরিবার জন্যই তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। রাবণ মরিলেই (এবং তাহারও আর বেশী বিলম্ব নাই) তোমার উদ্ধার নিশ্চিত। সীতার স্বপ্নকালে বসুধা বলিয়াছিলেন—

"বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর্ হেতু সবংশে মজিবে
অধম।———"

হরি—হরিয়া অর্থাৎ হরণ করিয়া।

বীরযোনি—যে পুরী অর্থাৎ লঙ্কাপুরী কেবল বীরগণেরই জন্মস্থান। লঙ্কায় যে জন্মিয়াছে, সেই বীর ! এ হেন বীরপ্রসবিনী লঙ্কা আজ বীরশূন্য, ইহাই ভাব।

কোথা—অর্থাৎ আর নাই, সকলেই মৃত।

যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে

শব-রাশি—অর্থাৎ অগণ্য মৃতদেহ।

ঘরে ঘরে—(বহুত্ব-ব্যঞ্জক)। প্রতি গৃহে।

বিধবা বধূ—যাহাদের বীরস্বামী রণে হত হইয়াছে।

এই কাব্যে প্রথম সর্গে কমলার মুখে লঙ্কার দুর্দ্দশা-বর্ণনায় আছে—

"বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !"

বাল্মীকি-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে আছে—

"মম পুত্রো মম ভ্রাতা মম ভর্ত্তা রণে হতঃ।
ইত্যেষ শ্রূয়তে শব্দো রাক্ষসীনাং কুলেকুলে ॥"

দুঃখ-শর্ব্বরী—দুঃখরূপ নিশা। দুঃখ এক প্রকার মানসিক অন্ধকার ; সুতরাং নিশার সহিত দুঃখের উপমা চিরপ্রসিদ্ধ।

ফলিবে, কহিনু, স্বপ্ন—স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, সে সব সত্য-সত্য ঘটিবে। সীতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—

"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র !"———ইত্যাদি।

ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব

মন্দারের দামে—মন্দারের মালায়।

রঙ্গে—আনন্দে। সীতার উদ্ধার হেতু আনন্দ।

আশু—অবিলম্বে।

ভেটিবে—সাক্ষাৎ করিবে। (হিন্দী-শব্দজ)।

বসুধা-কামিনী ইত্যাদি—হিমান্তে বসুধারূপিণী রমণী যেমন নবপল্লব-বসনা ও নানা পুষ্পালঙ্কৃতা হইয়া বসন্তদেবের সহিত মিলিতা হয়েন, তুমিও তেমনি (সুরবালা-দল কর্তৃক) সুসজ্জিতা হইয়া, এই সুদীর্ঘ বিরহান্তে রামচন্দ্রের সহিত মিলিবে। শীতকাল কষ্টব্যঞ্জক ; সুতরাং বিরহের সহিত তুলনীয়। বিরহান্তে মিলন, যেন হিমান্তে বসন্ত। প্রিয়-সম্মিলন-কামনা হেতু 'কামিনী' সার্থক।

সরস বসন্ত—নীরস শীতকালের বিপরীত। সীতা-পক্ষে, দুঃখময় বিরহের অন্তে, সুখময় স্বামী-সম্মিলন-কাল।

যতদিন বাঁচি—যাবজ্জীবন। 'আনন্দে পূজিব'র সহিত অন্বয়।

এ মনোমন্দিরে—আমার এই মনোরূপ মন্দিরে। মন্দিরই দেবস্থাপনার স্থান। রাখি—স্থাপন করিয়া।

ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী।" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ;—"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?—
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,

ও প্রতিমা—দেবোপম তোমার ও মূর্ত্তি।

নিত্য—আমি যাবজ্জীবন তোমার এই দেবী-মূর্ত্তি আমার মনোরূপ মন্দিরে স্থাপন করিয়া, সর্ব্বদা আনন্দে পূজা করিতে থাকিব, ইহাই ভাব।

আইলে রজনী—রাত্রি-সমাগমে সরসী যেমন মহানন্দে নিজ-হৃদয় মধ্যে জ্যোৎস্না-দেবীর পূজা করিয়া থাকে, তোমার দর্শনাভাবে আমিও তেমনি তোমার ঐ জ্যোৎস্নারূপিণী স্নিগ্ধকরী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মধ্যে রাখিয়া আনন্দে পূজা করিতে থাকিব। জ্যোৎস্নালোকে সরসীর প্রফুল্লতাই এই সুন্দর উপমার নিগূঢ় মর্ম্ম।

এ দেশে—লঙ্কায়।

কিন্তু নহে দোষী দাসী—(সরমা বলিতেছেন) লঙ্কাধামে তোমার যে এত কষ্ট হইল, তাহাতে এ দাসীর অর্থাৎ আমার কোন দোষ নাই। 'দাসী'—(সীতার প্রতি ভক্তি-ব্যঞ্জক)।

মরুভূমে প্রবাহিণী—মরুস্থলে জলাশয় অতি বিরল,—বিস্তীর্ণ মরুখণ্ডে কোথাও একটী জলাশয় মাত্র। সুতরাং তৃষিত

রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী

পথিকের পক্ষে সেই একমাত্র জলাশয় অতীব আনন্দদায়ক। তেমনি, এই লঙ্কাধামে সকলেই সীতার বিপক্ষ, উৎপীড়নকারী ও ক্লেশদায়ক ; কেবল একমাত্র সরমাই সীতার পক্ষে সন্তাপ-হারিণী ও শান্তিদায়িনী ;—সহানুভূতিসূচক বাক্যালাপে সান্ত্বনা দান এবং নৈরাশ্যময় হৃদয়ে আশাবারি সেচন করিয়া, কথঞ্চিৎ তাঁহার দুঃখাপনোদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

রক্ষোবধূ—(সম্বোধন)।

সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি—তপনতাপিত পথিকের পক্ষে ছায়া যেমন, রাম-বিরহ-দগ্ধা সীতার পক্ষে সহানুভূতি, সান্ত্বনা ও আশা তেমনি সুশীতল ও শান্তিদায়ক। সরমা ছায়া-রূপে সন্তাপিতা সীতাকে শান্তিদান করিয়া থাকেন।

তপন-তাপিতা আমি—(সীতা বলিতেছেন) রৌদ্রক্লিষ্ট পথি-কের ন্যায় আমিও সন্তাপদগ্ধা—রামের বিরহ, রাবণের দুর্বাক্য, চেড়ীদিগের উৎপীড়ন,—নানা তাপে দগ্ধ হইতেছি।

এ নির্দ্দয় দেশে—এ লঙ্কাপুরে সকলেই সীতার প্রতি নিদারুণ দয়াহীন। কেবল একমাত্র সরমা তাঁহার প্রতি এতই দয়াশীলা যে, সীতার পক্ষে সরমা যেন দয়ার মূর্ত্তি,—অর্থাৎ দয়া যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া সরমারূপে লঙ্কাপুরে বিরাজ করিতেছেন।

এ পঙ্কিল জলে পদ্ম—পঙ্কিল জলের সবই মন্দ, কেবল

এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ?—কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"

এক গুণ এই যে, তাহাতে পদ্ম ফোটে। তেমনি, লঙ্কারূপ পঙ্কিল জলের এই এক ভাল যে, এখানে সরমা রূপ পদ্ম শোভা পাইতেছে। "পঙ্কিল জল" অর্থে এখানে, যে জলের নিচে পাঁক জমিয়াছে। সেইরূপ জলেই পদ্ম ফোটে।

ভুজঙ্গিনী-রূপী ইত্যাদি—কাল-ভুজঙ্গিনীর যেমন সবই ভয়ঙ্কর, কেবল মাথার মণিটী সুশ্রী, সুন্দর ও উজ্জ্বল। তেমনই, এই কনক-লঙ্কার (সীতার পক্ষে কাল-ভুজঙ্গিনী) সবই ভয়ঙ্কর, কেবল সরমা রূপে-গুণে সেই ভুজঙ্গিনী-শিরে মণি-স্বরূপিণী। 'রূপী' এখানে 'রূপিণী' অর্থে ব্যবহৃত। 'ভুজঙ্গিনী'ই লঙ্কার উপমান —সুতরাং লিঙ্গবৈষম্য হয় নাই। 'ভুজঙ্গিনী'র পরে 'রূপিণী' থাকিলে ছন্দ শ্রুতিকটু হইত।

কাঙ্গালিনী সীতা—সীতার সন্তাপ-ক্লিষ্ট নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয় মানসিক দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক। মানসিক-দুঃখক্লিষ্টা সীতা।

তুমি লো মহার্হ রত্ন—দরিদ্রের পক্ষে বহুমূল্য রত্ন যেমন, সীতার পক্ষে সরমাও তেমনি। সীতার পক্ষে সরমা সন্তাপে সান্ত্বনা, নৈরাশ্যে আশা, ঠিক যেমন দারিদ্র্যে ধন। সরমা-রূপ রত্ন পাইয়া মানসিক-দুঃখক্লিষ্টা সীতার মনোদুঃখের লাঘব হইয়াছে, ইহাই ভাব।

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;—
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !"

অযতনে—(ক্রিয়াপদ)। অযত্ন করে।

দয়াময়ি—(সীতাকে সম্বোধন)। আমি প্রশংসার যোগ্য না হইলেও যে আপনি আমার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন, সে কেবল আপনার দয়া, অনুগ্রহ ;—"দয়াময়ি" সম্বোধনে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে। পরাণ—প্রাণ।

রঘুকুল-কমলিনি—(শোভা-ব্যঞ্জক)। রঘুকুলরূপ সরোবরে পদ্ম-স্বরূপা। নবম সর্গে সরমারই মুখে সীতা-সম্বন্ধে আছে— "রাঘব-মানস-পদ্ম।"

প্রাণ-পতি আমার—(বিভীষণ)।

রাঘবদাস—রামানুগৃহীত, রামের শরণাপন্ন।

তোমার চরণে—(ভক্তি-ব্যঞ্জক)। আসি—আসিয়া।

কথা কই—(তোমার সঙ্গে) বাক্যালাপ করি।

রুষিবে লঙ্কার নাথ—রাবণ রাগ করিবে।

কহিলা মৈথিলী ;—"সখি, যাও ত্বরা করি
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী

পড়িব সঙ্কটে—(রাবণের কোপ জনিত) বিপদে পড়িব।

বাল্মীকি-রামায়ণে সরমা রাবণ কর্তৃক সীতার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিতা হইয়াছেন। কিন্তু এ কাব্যে কবি তাহা না করিয়া, গুপ্তভাবে সরমা ও সীতার সম্মিলন দেখাইয়াছেন। শ্রীরামরসায়নেও দেখা যায়, সরমা সীতার কাছে গুপ্তভাবে আসিতেন। সীতাকে হনুমান-কর্তৃক লঙ্কাদাহের সংবাদ দিয়া সরমা বিদায় লইতেছেন——

"এইক্ষণ আমি হেথা না থাকিব আর।
দেখিলে চেড়ীরা তোহে করিবে প্রহার॥"

শুনি—শুনিতেছি। দূর পদধ্বনি—দূরাগত পদশব্দ।

ফিরি—(লঙ্কার উৎসব দর্শনান্তে) ফিরিয়া।

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা ইত্যাদি—মৃগী যেমন আতঙ্কিতা হইলে দ্রুতবেগে পলায়ন করে, সরমাও তেমনি চেড়ীদিগের আগমনাশঙ্কায় দ্রুতবেগে অশোকবন ত্যাগ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দেবী—সীতাদেবী। সে বিজন বনে—সেই নির্জ্জন অশোকবনে।

সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।

একটী কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি—সরমা চলিয়া গেলে, সীতা সেই অশোকবনে একাকিনী রহিলেন—যেন অরণ্যে একটীমাত্র ফুল। এখানে 'কুসুম' শব্দে যদিও সীতার রূপের ধ্বনি আছে, কিন্তু সেই বিজনবনে সীতার একাকিত্বই এই উপমার প্রধান লক্ষ্য ও ভাব। 'মাত্র' শব্দে ঐ ভাবকে দৃঢ় করিতেছে। পড়িবার সময়ে "একটি'র উপর জোর দিয়া পড়িতে হইবে।

অশোকবনং—অশোকবনের চিত্রই এই সর্গে বর্ণিত বলিয়া, কবি এই সর্গের নাম দিয়াছেন—অশোকবন।

মেঘনাদের সমরাভিষেকের রাত্রিতে, যখন কনক-লঙ্কা আনন্দ-সলিলে ভাসিতে লাগিল, সেই সময়ে লঙ্কার সেই আঁধার অশোকবনের দৃশ্য—যেখানে শোকাকুলা সীতা নীরবে কাঁদিতেছিলেন, এমন সময়ে যেখানে রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মীস্বরূপা সরমা আসিয়া কথোপকথনচ্ছলে সেই কারারুদ্ধা সতীর দুঃখভারের কথঞ্চিৎ লাঘব করিলেন,—সেই ঘোর অশোক-বনের ঘোরতর করুণ চিত্রই এই সর্গে বর্ণিত। লঙ্কার অশোকবনের সহিত দুঃখিনী সীতার দুর্ভাগ্য এমনই জড়িত যে, কেবলমাত্র 'অশোক-বন' নামেই সীতার করুণ চিত্র যেন সম্মুখে প্রতিভাত হয়। তাই কবি এই সর্গকে "অশোকবন" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নবম সর্গ।

—ঃ০ঃ—

*　　*　　*　　*

যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধি-তলে, হায়, রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধু-স্বরে সুধিলা মৈথিলী ;
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে

বৈদেহী—বিদেহ-রাজ-কন্যা অর্থাৎ সীতা।

অতল জলধি-তলে—গভীর সমুদ্রমধ্যে। আঁধার অশোকবনের উপমান। ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ সর্গে অশোক-বনে সীতা সম্বন্ধে আছে—

"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।"

বিরহে—(বিষ্ণুর) বিচ্ছেদে। সীতা-পক্ষে, রাম-বিরহে।

কমলা সতী—লক্ষ্মী দেবী। কমলার সহিত উপমায় সীতার দেবিত্বের প্রতি সুন্দর ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ললনা—(সরমা)।

সুধিলা—(প্রাদেশিক ব্যবহার)। জিজ্ঞাসা করিলেন।

হাহাকারে—(ক্রিয়া পদ)। হাহাকার শব্দ করিতেছে।

এ দুদিন—কাল ও আজ। মেঘনাদের বধ অবধি লঙ্কায় হাহাকার-ধ্বনি হইতেছে ; কিন্তু সীতা এ ঘটনা জানেন না ;— শুধু হাহাকার-ধ্বনিই শুনিতেছেন।

রণ-নাদ সারা দিন কালি রণ-ভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূ-কম্পনে যেন,
দূর বীর পদ-ভরে ! দেখিনু আকাশে
অগ্নি-শিখা-সম শর ; দিবা-অবসানে,
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে !

রণ-নাদ সারাদিন কালি—কাল সারাদিন সীতা রণ-নাদ শুনিয়াছেন। ইহা রাবণ কর্ত্তৃক যুদ্ধের 'রণ-নাদ', যে যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তি-শেলে আহত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিন প্রত্যুষে মেঘনাদবধের পরে রাবণ সারাদিন যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করিয়াছেন।

সারাদিন—সমস্ত দিন। কালি—গতকল্য।

বন—এই অশোক-বন।

এতদূরে বনের কম্পন যুযুধান বীরদিগের পদভরের গুরুত্ব-ব্যঞ্জক।

দূর—('বীরপদভরে'র বিশেষণ)। দূর যুদ্ধক্ষেত্রস্থ।

অগ্নি-শিখা-সম—(শরের দীপ্তি-ব্যঞ্জক)।

জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য—লক্ষ্মণকে আহত করিয়া উল্লাস-ব্যঞ্জক জয়-নাদে রক্ষঃ-সেনা লঙ্কামধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিল। সপ্তম সর্গের শেষে দেখ ;—

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী"—।

কে জিনিল ? কে হারিল ?—কহ ত্বরা করি,
সরমে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ ! না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর, যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা,
করে খরশান অসি, চামুণ্ডা-রূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,

কে জিনিল ? ইত্যাদি—কে জিতিল, কে হারিল, সীতা ইহার কিছুই জানেন না বলিয়া সরমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ত্বরা করি—(উৎকণ্ঠা-ব্যঞ্জক)।

সরমে—(সরমাকে সম্বোধন)।

আকুল মনঃ—উদ্বিগ্ন চিত্ত।

প্রবোধ—রাম-লক্ষ্মণের কুশলরূপ সান্ত্বনা।

সুধি—সুধাই অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করি।

বিকটা ত্রিজটা—ভয়ঙ্করা ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসী।

মূল রামায়ণে মেঘনাদবধের পরে রাবণই স্বয়ং সীতাকে কাটিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বীরোচিত কর্ম্ম নহে বলিয়াই বোধ হয় এস্থলে কবি এই জঘন্য উদ্যমটী ত্রিজটার উপরে আরোপ করিয়াছেন।

লোহিত-লোচন—(রোষ-ব্যঞ্জক)। খরশান—তীক্ষ্ণধার।

ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা-সতী সুমধুর-ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে

ক্রোধে অন্ধা—ক্রোধান্ধা হইয়া অর্থাৎ রাগে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া। আর চেড়ী—অন্য চেড়ী।

রোধিল—(আমায় কাটিতে) নিবারণ করিল।

পোড়া প্রাণ (অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক)। রামের বিরহে সীতা নিজের প্রাণকে অবজ্ঞাভাবে বলিতেছেন—দগ্ধকাষ্ঠবৎ, অর্থাৎ যেন এ প্রাণের কোন মূল্যই নাই।

কাঁপে হিয়া—(ভয়-ব্যঞ্জক)। দুষ্টারে—ত্রিজটাকে।

সুমধুর ভাষে—সুমিষ্ট কথায়।

তব ভাগ্যে—(সীতার সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক)।

হতজীব—নষ্টজীবন অর্থাৎ মৃত। (ইন্দ্রজিতের বিশেষণ)।

তেঁই লঙ্কা বিলাপে—সীতা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কেন হাহাকারে এ দুদিন পুরবাসী?" সরমা তাহারই উত্তর দিলেন। 'লঙ্কা' অর্থে সমগ্র লঙ্কাবাসী। বিলাপে—বিলাপ করে।

দিবানিশি ! এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী ! কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃ-কুল-নারী-কুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী ! তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে---অজেয় জগতে !"

দিবানিশি · (বিলাপের অবিরামত্ব-ব্যঞ্জক)।

এতদিনে গতবল—মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ 'গতবল' অর্থাৎ বলহীন হইলেন। ইহাতে মেঘনাদই যে রাবণের প্রকৃত বল-স্বরূপ ছিলেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে। এই কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর পরে রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ-কালে কেশব-প্রিয়াকে ইন্দ্র বলিয়াছেন—

"না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে।"—(সপ্তম সর্গ)।

তব পুণ্যফলে—বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া পূর্ব্বকৃত-পুণ্য-ব্যঞ্জক।

দেবের অসাধ্য কর্ম্ম—অর্থাৎ মেঘনাদের বধ-সাধন, যাহা দেবগণও করিতে পারেন নাই ; বরং দেবেন্দ্র নিজেই মেঘনাদের হস্তে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

সাধিলা—সাধন করিলেন, সম্পন্ন করিলেন।

বধিলা বাসবজিতে—যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন, সেই (অজেয়) ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন।

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা ;—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধু, সদা, লো, এ পুরে !
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি-কেশরী !
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে, বুঝি,

অজেয় জগতে—(অসাধারণত্ব-ব্যঞ্জক)। মেঘনাদ ব্রহ্মার বরে 'অজেয়' ছিলেন। (রামায়ণে দেখ)।

প্রিয়ম্বদা—প্রিয়ভাষিণী। এখানে সীতা।

সুবচনী তুমি মম পক্ষে—সীতার পক্ষে সরমা "সুবচনী" দেবী-স্বরূপা অর্থাৎ কারারুদ্ধ দুঃখী দ্বিজপুত্রের উদ্ধারার্থ "সুবচনী"-দেবী যেমন তাহাকে মধুর স্বপ্ন-বাণী কহিয়াছিলেন, (সুবচনী-ব্রতকথা দেখ), সরমাও তেমনি সময়ে সময়ে সীতার উদ্ধার-সূচক শুভ আশা-বাণী সীতাকে কহিয়া থাকেন বলিয়া, সীতার পক্ষে সরমা 'সুবচনী'। এখানে 'সুবচনী' শব্দের সাধারণ অর্থ লইলেও হয়,—অর্থাৎ সুভাষিণী, শুভ-ভাষিণী। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থই ভাল। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে আছে—

"আইলেন সুবচনী—মধুরভাষিণী।"

শাস্ত্রে ইহাঁর আর এক নাম আছে—"শুভসূচনী।"

সদা—(অব্যতিক্রম-ব্যঞ্জক)। সরমা সর্ব্বদাই সুসংবাদ দিতে সীতার কাছে আসিতেন।

বীর-ইন্দ্র-কুলে—বীরেন্দ্র-সমূহের মধ্যে। (সন্ধি করিলে ছন্দোভঙ্গ হইত)।

সুগর্ভে—সুপুত্র-ধারণ-হেতু 'সুগর্ভ'।

কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কা-ধামে! দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!"—কহিলা সরমা
সুবচনী;—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষস-দেশে
বরি-ভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,

কারাগার-দ্বার মম খুলিলা—(উদ্ধার-সূচক)।

একাকী—একমাত্র জীবিত (বীর)।

সরমা সুবচনী—মিষ্টভাষিণী সরমা। এখানে 'সুবচনী' সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত।

করি সন্ধি—(যুদ্ধ-বিরাম-ব্যঞ্জক)। 'সন্ধি' অর্থে এখানে রাম-পক্ষের সম্মতি-ক্রমে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধের বিরাম বুঝাইতেছে।

প্রেত-ক্রিয়া-হেতু—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য।

না ধরিবে অস্ত্র কেহ—(রাম-পক্ষের)।

নৃমণি—(রাম)।

দয়াসিন্ধু—রাবণের অনুরোধে সাতদিনের জন্য যুদ্ধ হইতে

রাঘবেন্দ্র! দৈত্য-বালা প্রমীলা সুন্দরী-
(বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!)
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহ-স্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গ-পুরে আজি! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি-সতী প্রাণনাথে লয়ে?"

বিরত থাকিতে স্বীকার করা রামের পক্ষে প্রভূত 'দয়া'ব্যঞ্জক। 'সিন্ধু' অসীমত্ব-ব্যঞ্জক অর্থাৎ রাম দয়ার সাগর, অসীম দয়ার আধার।

ত্যজি দেহ দাহস্থলে—(সহমরণে)।

পতির উদ্দেশে—পতির সহিত মিলনার্থ অর্থাৎ মৃতপতি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানে গিয়া তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য।

হর-কোপানলে—যোগভঙ্গ-হেতু 'কোপ'। তারকাসুর-বধের জন্য সেনানী-সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে মদন ইন্দ্রকর্তৃক মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই যোগ-ভঙ্গ জন্যই তিনি মহাদেবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁহার কপালাগ্নিতে দগ্ধ হয়েন।

কন্দর্প—মদন। মরিলা পুড়িয়া—ভস্মাবশেষ হইলেন।

মরিলা কি রতি-সতী—রতি মৃত মদনের অনুগমন করেন নাই।

কাঁদিলা রাক্ষস-বধূ তিতি অশ্রু-নীরে,
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতা-রূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল-আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !

সাধ্বী রতি ভস্মাবশেষ মদনের অনুগমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে, দৈববাণী কর্ত্তৃক পুনঃ-প্রিয়সঙ্গমের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া, সহমরণ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য-প্রণয়, মদন-রতির চিরপ্রসিদ্ধ গাঢ় দাম্পত্য-প্রণয়াপেক্ষাও গাঢ়তর। এমন যে সতী রতি, তিনিও মদনের অনুগমন করেন নাই ; কিন্তু প্রমীলা মেঘনাদের অনুগমন করিবে, ইহাই ভাব।

রাক্ষস-বধূ—(সরমা)।

মূর্ত্তিমতী দয়া সীতারূপে—দয়া যেন সীতার আকার ধারণ করিয়া 'মূর্ত্তিমতী' অর্থাৎ সীতা যেন শরীরিণী দয়া।

কাতর—('কাতরা' হইলে ভাল হইত)।

সজল-আঁখি—('সম্ভাষি' ক্রিয়ার বিশেষণ) সাশ্রুনয়নে।

কুক্ষণে জনম—(পরবর্ত্তী ঘটনাসকল জন্ম-মুহূর্ত্তের শুভাশুভত্বের উপর নির্ভর করে বলিয়া)।

রাক্ষসি—(রক্ষোবধূকে সম্বোধন)। রাক্ষস-স্ত্রী। 'রাক্ষসী' এখানে নিন্দা-বাচক অর্থে নহে,—জাতি-বাচক মাত্র।

সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই, লো, সদা,
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি

সুখের প্রদীপ—প্রফুল্লতাজনকত্ব-হেতু 'প্রদীপ' সুখের উপমান হইয়াছে।

নিবাই—নির্ব্বাণ করি অর্থাৎ দুঃখান্ধকারের সৃষ্টি করি।

Iliad কাব্যে চতুর্বিংশতি সর্গে Helen-এর উক্তিও এইরূপ—

"The wretched source of all this misery."

সদা—(অব্যতিক্রম-ব্যঞ্জক)। চিরকাল।

প্রবেশি যে গৃহে—যে গৃহেই যাই, সেই গৃহেই গার্হস্থ্য-সুখ নষ্ট করিয়া দুঃখের সৃষ্টি করি।

ইংলণ্ডীয় কবি Tennyson-এর "A Dream of Fair Women" নামক কবিতায় এক সুন্দরী খেদ করিয়াছেন—

"Where'er I came, I brought calamity"

অমঙ্গলা-রূপী—মূর্ত্তিমতী অমঙ্গলা। কালিদাসের রঘুবংশে বনবাসান্তে সীতা শ্বশ্রূদিগের পাদবন্দনা-কালে বলিয়াছেন—

"ক্লেশাবহা ভর্ত্তুরলক্ষণাহম"।

দেখ—(উদাহরণ-ব্যঞ্জক)।

নরোত্তম—(রাজোচিত গুণাদিতে বিভূষিত) পুরুষোত্তম।

বনবাসী—(রাজসুখ, গৃহসুখ, স্বজন-বান্ধব-সঙ্গসুখ, এ সকলে বঞ্চিত হইয়া) বনচারী, বনে ভ্রমণকারী।

লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার, লো, এবে !
শূন্য রাজ-সিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হ্যাদে দেখ হেথা,

পুত্রশোকে—রামের বনবাস-জনিত দুঃখে।

অযোধ্যাপুরী—রঘুবংশের রাজধানী-হেতু চিরানন্দময়, এমন যে অযোধ্যাপুরী।—

আঁধার—(রামের বনবাসে) নিরানন্দ।

শূন্য রাজসিংহাসন—দশরথ নাই, রাম নাই,—জটাবল্কলধারী ভরত নন্দীগ্রামে রামের পাদুকার উপরে ছত্রধারণ করিয়া রাজকর্ম্ম করিতেছেন মাত্র। সুতরাং অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন প্রকৃত-পক্ষেই 'শূন্য'।

বিকট—(জটায়ুর বিশেষণ)। ভয়ঙ্কর: জটায়ু ভীমভুজবলে বিপক্ষের পক্ষে বিকট।

রক্ষিতে—('মরিলা'র সহিত অন্বয়)। সীতা-হরণে রাবণকে নিরস্ত করিবার জন্যই জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রাণপাত করিয়াছিল।

দাসীর মান—সীতা বলিতেছেন, এ দাসীর মান অর্থাৎ কুল-বধূর যোগ্য সম্ভ্রম। রাবণকে সীতা-হরণে নিবৃত্ত করিয়া সীতার মান রক্ষা করাই জটায়ুর উদ্দেশ্য ছিল।

হ্যাদে দেখ—(গ্রাম্য প্রয়োগ)। বোধ হয় "হের দেখ"

মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানব-বালা, অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল !”—“দোষ তব,”—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়ন জল—“কহ কি, রূপসি ?

কথার অপভ্রংশ। আবার দেখ। ‘হ্যাদে’ শব্দে একটু আশ্চর্য্য-ভাবও বুঝায়।

হেথা—এখানে, এই লঙ্কাপুরে।

অভাগীর দোষে—হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে অর্থাৎ আমারই জন্য।

দানব-বালা—দানব-কন্যা প্রমীলা। ইনি কালনেমী দৈত্যের কন্যা।

অতুলা—অতুলনীয়া।

বসন্তারম্ভে—(বিকাশোন্মুখতা-ব্যঞ্জক)। যে সময়ে ফুল বিকাশোন্মুখী হয়। পক্ষান্তরে, যৌবনের প্রারম্ভে,—যখন সৌন্দর্য্য বিকাশোন্মুখী হইয়া থাকে।

শুকাল—(উভয় পক্ষেই, নষ্ট-সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক)।

হেন ফুল—(সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক)। পক্ষান্তরে, প্রমীলারূপী এমন সৌন্দর্য্যরাশি।

দোষ তব—সীতা নাকি বলিয়াছেন—“মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,” তাই সরমা তাহার উত্তর দিতেছেন।

কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী,
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে ?

ছিঁড়ি আনিল—(বলপ্রয়োগ ও চৌর্য্যব্যঞ্জক)।

এ স্বর্ণ-ব্রততী—(সীতাকে নির্দ্দেশ করিয়া)। এই স্বর্ণ-লতাকে। সীতা রূপের উজ্জলতায় 'স্বর্ণ' এবং হৃদয়ের কোমলতায় 'ব্রততী'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা-হরণের পরে রামের বিলাপে আছে—

"কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥"

রসাল-রাজে—ব্রততীর আশ্রয়স্বরূপ রসাল-বৃক্ষকে। 'রাজ' শব্দ রসাল-পক্ষে মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক ; এবং রাম-পক্ষে, পতি-শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক।

কে আনিল তুলি—(বলপূর্ব্বক)। 'তুলি' অর্থাৎ ছিঁড়িয়া।

রাঘব-মানস-পদ্ম—রামহৃদয়-রূপ সরোবরেই অথবা রাম-রূপ মানস-সরোবরেই যে পদ্ম প্রফুল্ল থাকে অর্থাৎ সীতা। তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে শচী-সম্বন্ধে আছে—

"দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী"।

'মানস' অর্থে মানস-সরোবরও হয়—"মানসে, মা, যথা ফলে মধুময় তামরস"।

এ রাক্ষস-দেশে—রাঘব-মানস-পদ্মের পক্ষে অনুপযুক্ত স্থান, এই লঙ্কায় অর্থাৎ এস্থলে রাঘব-মানস-পদ্ম প্রফুল্ল থাকিতে

নিজ-কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি !
আর কি কহিবে দাসী ?" কাঁদিলা সরমা
শোকে ! রক্ষঃ-কুল-শোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে !

পারে না। সীতা-পদ্ম রাঘব-মানসেই প্রফুল্ল থাকে, এ রাক্ষস-পুরে তাহা ম্লান।

নিজকর্ম্মদোষে—(সীতার কপাল-দোষে নহে, ইহাই ভাব)।

আর কি কহিবে—এ সবই শুধু রাবণের দোষে; তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রক্ষঃকুল-শোকে—রক্ষোবংশের ধ্বংসজনিত দুঃখে।

সে অশোকবনে—যে অশোকবনে সীতা রক্ষোরাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধা, সেই অশোকবনে অর্থাৎ সেই রক্ষঃকারাগারে বসিয়াই সীতা রক্ষোদুঃখে পীড়িতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুঃখী পরদুঃখে—পরদুঃখে অর্থাৎ অন্যের দুঃখে অথবা শত্রুর দুঃখে (পর অর্থে শত্রু) সহানুভূতিবতী।

সীতার এই রক্ষোদুঃখ-কাতরতা দেখাইয়া কবি সীতা-চরিত্র চিত্রণে চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।